

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশিন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা দল

ড. অশোক কুমার ঘোষ
সমীক্ষা টিম লীডার

জনাব মোঃ মাহবুবে খোদা
প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান
ক্ষুদ্র ঋণ বিশেষজ্ঞ

জনাব মোঃ কাওসার আহমেদ
পরিসংখ্যানবিদ

আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন
মহাপরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

জনাব মোহাম্মদ নাছিম আহমেদ
পরিচালক (উপ-সচিব)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

জনাব মোঃ হেলাল খান
মূল্যায়ন কর্মকর্তা
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস
বাড়ী-২৪. রোড-০৮, ব্লক-সি, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।
ই-মেইল: asdcservice12@gmail.com.com

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		iii
Acronyms		v
Glossary		vi
প্রথম অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১
১.৩	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩
১.৪	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৩
১.৫	প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন এবং সময় ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি	৩
১.৬	প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ	৪
১.৭	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন	৪
১.৮	প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	৫
১.৯	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা	৬
১.১০	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম	৬
১.১১	প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি (Methodology)		
২.১	সূচনা	১৪
২.২	প্রভাব মূল্যায়ন কাজের পটভূমি	১৪
২.৩	প্রভাব মূল্যায়ন কাজের উদ্দেশ্য	১৪
২.৪	প্রভাব মূল্যায়ন কাজের কার্যপরিধি	১৫
২.৫	প্রভাব মূল্যায়ন কাজের নমুনা সংগ্রহের ধারণাগত কাঠামো	১৬
২.৬	সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি (Methodology)	১৮
২.৭	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রশ্নমালা ও ছক/চেকলিস্ট	১৮
২.৮	প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ	১৮
২.৯	সেকেন্ডারি তথ্য /উপাত্ত সংগ্রহ	২১
২.১০	তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা	২২
২.১১	প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন	২৩
২.১২	কর্ম-পরিকল্পনা	২৪
তৃতীয় অধ্যায়: ফলাফল পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি/আরএডিপি'তে অর্থ-বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	২৫
৩.২	প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রম এবং প্রকৃত অর্জন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	২৫
৩.৩	প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	৩০
৩.৪	লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জন ও প্রভাব পর্যালোচনা	৩৪
৩.৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ফলাফল অর্জন (Outcomes) পর্যালোচনা	৩৮
৩.৬	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা	৩৯
৩.৭	প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় পর্যালোচনা	৪৭
৩.৮	সরেজমিনে পরিদর্শন	৬২
৩.৯	সেবা মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা	৬৩
৩.১০	এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল	৬৫
৩.১১	কেআইআই হতে প্রাপ্ত তথ্যর বিশ্লেষণ	৬৮
৩.১২	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফল	৭১

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
৩.১৩	প্রকল্পের সাফল্যগাথা (Success Stories)	৭৪
৩.১৪	প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা	৭৮
চতুর্থ অধ্যায়	**প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) বিশ্লেষণ**	৭৯
পঞ্চম অধ্যায়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ		
৫.১	প্রকল্প সংশোধনের কারণ পর্যবেক্ষণ	৮১
৫.২	সমিতি গঠন পর্যবেক্ষণ	৮১
৫.৩	প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী অন্তর্ভুক্তি	৮১
৫.৪	সুফলভোগীদের পুঁজি/আমানত গঠন	৮১
৫.৫	ঋণ বিতরণ ও ঋণ সংগ্রহ	৮১
৫.৬	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৮১
৫.৭	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৮২
৫.৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৮২
৫.৯	নারীর ক্ষমতায়ন	৮২
৫.১০	চাহিদা মোতাবেক ঋণের অপ্রতুলতা	৮২
৫.১১	পিডিবিএফ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি	৮২
৫.১২	প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন	৮৩
৫.১৩	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ	৮৩
৫.১৪	ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ	৮৩
৫.১৫	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ	৮৩
৫.১৬	প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ	৮৩
ষষ্ঠ অধ্যায়:	**সুপারিশমালা ও উপসংহার**	
৬.১	সুপারিশমালা	৮৪
৬.২	উপসংহার	৮৫
	রেফারেন্সসমূহ	৮৬
	সংযোজনীসমূহ	
সংযোজনী-১	উপাকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা	৮৭
সংযোজনী-২	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII)	১০২
সংযোজনী-৩	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) এর	১১০
সংযোজনী-৪	কেস স্টাডির জন্য গাইডলাইন	১১২
সংযোজনী-৫	ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহের ছক	১১৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে সারা দেশের ০৭টি বিভাগের (ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, চট্রগ্রাম, সিলেট ও খুলনা) ২০টি জেলার (ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম, বরগুনা, পটুয়াখালী, বি-বাড়ীয়া, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর) ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। মূল প্রকল্পটি জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৬ মেয়াদে মোট ২৭১৪০.৬৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি-১৯৯৯০.৬৭ ও নিজস্ব অর্থায়ন ৭১৫০.০০) বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০৫ জুন ২০১২ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত (২৪ মাস) মেয়াদ এবং মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ৬২৭০.২৮ (২৩.১০%) লক্ষ টাকা বৃদ্ধিতে (জিওবি-২৬২৭৯.২৪ ও নিজস্ব অর্থায়ন- ৭১৫০.০০) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য প্রকল্পভুক্ত ০৭টি বিভাগের ২০টি জেলার ২৮টি উপজেলা হতে মোট ১২৮৮ জন সুফলভোগী সদস্যের নিকট থেকে প্রকল্পের কর্মকান্ড সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। তাই সুফলভোগীদের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে আর্থ-সামাজিক বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সমীক্ষাকালীন সময়ে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সুফলভোগীদের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেআইআই, এফজিডি এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে গুণগত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের সাফল্যগাথা (Success Stories) জানার জন্য ৫ জন সুফলভোগীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিস্তারিত তথ্য বা কেস স্ট্যাডি (Case Study) করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ২০৫২৫২টি পরিবারকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে ঋণ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে টেকসই আয়ের ব্যবস্থা এবং দারিদ্র্যতা হ্রাস করা। উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় ২০৯৭৯৯টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৪৫৪৭ জন সুবিধাভোগী বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে সরাসরি ৪৩,৪৬০ জনের স্ব-কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কর্মসংস্থানের ফলে বর্তমানে তাদের পরিবারে বাৎসরিক গড় আয় ১৬১,১১৬ টাকা। এছাড়া প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা দ্বারা গড়ে ৪-৫ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর সুফলভোগীগণের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ৬৩১৪টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ২,০৯,৭৯৯ জন সুফলভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ৮০৪৫.৯২লক্ষ টাকা পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। এতে প্রত্যক সদস্য গড়ে ৩৮৩৫.০০ টাকা নিজস্ব সঞ্চয় গঠন করে তাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছেন। সুফলভোগীগণের মধ্যে ৯৬.৩% এখন নিয়মিত সঞ্চয় সংগ্রহ করছেন। উল্লেখ্য যে, সুফলভোগী সদস্যদের অন্য এনজিও প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করায় এ প্রকল্পের প্রভাব পুরোটা ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের ৬০.৮% এর পয়ঃব্যবস্থাপনা, ৮৮.১% এর আর্সেনিক মুক্ত ও পাঁকা মেঝেযুক্ত নলকূপের পানি পান, ৯৭% সুফলভোগী এমবিবিএস ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা, ৬৩.৭% এর পারিবারিক সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীদের যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারী ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। প্রায় সকল সুফলভোগী নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর আর্থিক ক্ষমতা, সামাজিক ক্ষমতা এবং নারীর আর্থ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

প্রকল্প চলাকালীন সময় পর্যন্ত ৮,৬৯২ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মাঝে মোট ২৪,৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণদের পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে গড়ে সঞ্চয় ছিল ৬৩২৫.০০ টাকা। কিন্তু পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পর বর্তমানে তাদের গড় সঞ্চয় ৩৪৮৫০.০০ টাকা। এছাড়া, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে গড়ে

সম্পদের মূল্য ছিল ১৮,০৩,৪০৬.০০ টাকা বর্তমানে তাদের গড় সম্পদের মূল্য ৩৪,৬০,৮৪১.০০ টাকা। তবে, প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন মোতাবেক পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। মাঠ পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহ পূর্বক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজন মোতাবেক ঋণ প্রদান করা দরকার ছিল। প্রকল্পের আওতায় ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কৃষি, প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ৩০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্যারাটেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যতা হ্রাস ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তবে প্রকল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যেমন: মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করে নির্দিষ্ট কাজের উপর ঋণ প্রদান করলে আরও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতো মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ এর ৬টি জেলায় (ফরিদপুর, নাটোর, রংপুর, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া) আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ১০০টি উপজেলা অফিস স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, পিডিবিএফ এর প্রকল্পভুক্ত ৮৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে পিডিবিএফর দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ বাস্তব ভিত্তিক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছে। উক্ত অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা অন্যান্য প্রকল্পতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে আসবে। তবে বেশ কিছু আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিধি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে আঞ্চলিক কার্যালয় হতে উপজেলা কার্যালয়সমূহে যোগাযোগ ও নিবিড় তদারকির কিছু ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের ২৪টি প্যাকেজ ও সেবা ক্রয়ের ১টি প্যাকেজ ছিল। বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের ২৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান এবং ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া সেবা ক্রয়ের ১টি প্যাকেজের আওতায় বাস্তবে ডিপিপি/আরডিপিপির ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী ১০০ জন MLSS Outsourcing নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পের শুরু হতে বাস্তবায়নকাল পর্যন্ত ২ জন প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একাধিক প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন না। প্রকল্প শেষে আরডিপিপি অনুযায়ী মোট জনবল ৫১৫ জনের মধ্যে ৪৬০ জন পিডিবিএফ-এর মূল কার্যক্রমের সাথে আত্তীকরণ করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভার আয়োজন করা হয়নি। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী এখনও ৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট নিস্পত্তির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রকল্পের সবলদিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৩১৪টি সমিতি বেশি গঠন এবং বাস্তব পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৯০,০০০ লক্ষ টাকা বেশি ঋণ বিতরণ এবং নিয়মিত কিস্তি আদায় করা সম্ভব হয়েছে। কিস্তি আদায়ের হার ছিল ৯৮.০%। প্রকল্পের দুর্বলদিকে দেখা যায় যে, প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন মোতাবেক পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ সহায়তা প্রদান করা যায়নি এবং পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়ের নিজস্ব কোন অফিস ভবন নেই। পল্লী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের বিদ্যমান সুযোগ রয়েছে। তবে, প্রকল্প ও ঋণের ধারাবাহিকতা না থাকলে সম্পদ ও মূলধনের পরবর্তী ব্যবহার ঝুঁকির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে এবং ঋণের শতভাগ কর্মসংস্থানে ব্যবহার না করলে সদস্যগণ ঋণগ্রস্থ হয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন সন্তোষজনক। তবে, সুফলভোগী সদস্যদের নিজ নিজ সমিতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভীপালন, ছাগল পালন, হাঁস পালন, মোরগ-মুরগী পালন, শাক সবজী চাষ, মাছ চাষ, ক্ষুদ্র ব্যাবসা ইত্যাদি আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণের টাকা শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পিডিবিএফ এর আরও যত্নবান হওয়া দরকার। নার্সারী, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, মসলা জাতীয় ব্যাবসা, দুধ দিয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য তৈরি ব্যাবসা, ফেরীওয়ালার ব্যাবসা ইত্যাদি কার্যক্রমে উৎসাহিত করে (Theoretical) প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রদর্শনীমূলক/অন-সাইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যাবসার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প সারা দেশের উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

Acronyms

ADP	Annual Development Programme
ASDCS	Associates for Social Development Consultancy Service
BoQ	Bill of Quantity
COP	Cost Operational Plan
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DoFP	Delegation of Financial Power
DPM	Direct Procurement Method
DPP	Development Project Proposal
FGD	Focus Group Discussion
GoB	Government of Bangladesh
IGA	Income Generating Activities
IMED	Implementation Monitoring & Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
PD	Project Director
PDBF	Palli Daridro Bimochon Foundation
PIC	Project Implementation Committee
PPA	Public Procurement Act-2006
PPR	Public Procurement Rules-2008
PMU	Project Monitoring Unit
PSC	Project Steering Committee
RDPP	Revised Development Project Proforma
SC	Steering Committee
SPSS	Statistical Package for Social Science
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	Terms of Reference

Glossary

COP: Cost Operational Plan বা পিডিবিএফ এর ঋণ পরিচালনা নীতিমালাই হলো COP। সিওপিতে সংহতি দল/সমিতি মবিলাইজেশন কৌশল (Strategy), সদস্যদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং সমিতি গঠনের নিয়মাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সমিতিঃ সমিতি হলো একটি গ্রাম বা পাড়ায় গঠিত সংহতি দলসমূহের ফেডারেশন যা প্রকল্প এবং সদস্যগণের মধ্যে একটা যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। একটি আদর্শ সমিতিতে সর্বোচ্চ ১২টি সংহতি দল থাকে।

IGA: Income Generating Activities বা আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপর যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যেমন- গবাদি পশু পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, শাক-সবজি চাষ, হাঁস/মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি।

Exit plan: কোন প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তর কর্তৃক অন্য কোন দপ্তরের উপর সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনার দায়ভার হস্তান্তর করে প্রণীত প্রস্থান পরিকল্পনাকে এক্সিট প্লান বলা হয়।

Case study: গুণগত তথ্য সংগ্রহের মধ্যে কেস স্টাডি হল একটি গবেষণা পদ্ধতি যা বিভিন্ন তথ্যের উৎসের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের মধ্যে একটি ঘটনাকে অন্বেষনে সহায়তা করে এবং এটি ঘটনার একাধিক দিক প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন লেন্সের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালাতে সাহায্য করে তাকেই case study বলে ।

প্রথম অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

দারিদ্র্য বিমোচন সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। এই মহান দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদে আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পিডিবিএফ গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে সংগঠন তৈরি, সদস্যদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, সঞ্চয় জমা এবং ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা এবং নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবার জন্য পিডিবিএফ কার্যকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে দরিদ্র মানুষের মধ্যে মহিলাগণ আরও পিছিয়ে আছে। লেখাপড়ার সুযোগ না পাওয়া, বিভিন্ন কুসংস্কার, অধিক জনসংখ্যা ইত্যাদির কারণে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বিগত ০৫ বছরে শতকরা ৩০ ভাগ থেকে বর্তমানে ২৪% এ নেমে এসেছে।

গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদেরকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ সহায়তার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড (আই জি এ) বাস্তবায়নের ফলে পরিবারে বাড়তি আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক" প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.২.১	প্রকল্পের নাম	:	"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)"
১.২.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১.২.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
১.২.৪	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮

১.২.৫ প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	আঞ্চলিক কার্যালয়	জেলা	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
ঢাকা	ফরিদপুর	ফরিদপুর	৭	আলফাডাঙ্গা, ভাঙ্গা, বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, নগরকান্দা, সদরপুর, সালথা
		গোপালগঞ্জ	৫	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানি, কোটালীপাড়া, মোকছেদপুর, টুঙ্গিপাড়া
		রাজবাড়ী	৪	রাজবাড়ী সদর, বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ, পাংশা
রাজশাহী	নাটোর	রাজশাহী	৫	পুটিয়া, দূর্গাপুর, বাঘা, পবা, চারঘাট
		নাটোর	৬	নাটোর সদর, সিংড়া, গুরুদাসপুর, বড়াইগ্রাম, লালপুর, বাগাতিপাড়া
		পাবনা	৭	পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া, চাটমোহর, ভাঙ্গুরা, সাথিয়া, বেড়া
		সিরাজগঞ্জ	৬	সিরাজগঞ্জ সদর, তারাস, রায়গঞ্জ, কাজীপুর, কামারখন্দ, শাহজাদপুর
রংপুর	রংপুর	গাইবান্ধা	৪	গাইবান্ধা সদর, পলাশবাড়ি, ফুলছড়ি, সাদুল্লাপুর
		রংপুর	৭	রংপুর সদর, তারাগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পীরগাছা, কাউনিয়া, গঙ্গাচরা
		লালমনিরহাট	৫	লালমনিরহাট সদর, আদিত্তমারি, হাতিবান্ধা, কালিগঞ্জ, পাটগ্রাম
		নিলফামারী	৩	জলঢাকা, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ
		কুড়িগ্রাম	৩	ভুরুঙ্গামারি, চররাজিবপুর, চিলমারী
বরিশাল	পটুয়াখালী	বরগুনা	৫	বরগুনা সদর, বেতাগী, আমতলী, বামনা, পাথরঘাটা
		পটুয়াখালী	৬	পটুয়াখালী সদর, দশমিনা, বাউফল, মির্জাগঞ্জ, গলাচিপা, কলাপাড়া
চট্রগ্রাম	কুমিল্লা	বি-বাড়িয়া	৪	বি-বাড়ীয়া সদর, আখাউড়া, কসবা, নবীনগর
		কুমিল্লা	৮	কুমিল্লা সদর (উত্তর), কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ), চান্দিনা, হোমনা, তিতাস, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, দাউদকান্দি
সিলেট		সুনামগঞ্জ	২	ধর্মপাশা, জামালগঞ্জ
খুলনা	কুষ্টিয়া	ঝিনাইদহ	৪	হরিণাকুন্ড, শৈলকুপা, মহেশপুর, কোর্টচাঁদপুর
		কুষ্টিয়া	৬	কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খোকসা, ভেড়ামারা, মিরপুর, দৌলতপুর
		মেহেরপুর	৩	মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর, গাংনী
৭টি	**৬টি**	**২০টি**	**১০০টি**	

যে সমস্ত জায়গায় পিডিবিএফ এর উপজেলা পর্যায়ে অফিস নেই সেই সমস্ত জায়গায় পিডিবিএফ এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত এলাকা নির্বাচন করা হয় এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেশে তুলনামূলক দরিদ্র এলাকাগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

১.৩ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) নিয়মিতভাবে সঞ্চয় সংগ্রহ এবং ঋণ বিতরণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা;

খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা;

গ) বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

ঘ) সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা;

ঙ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান।

১.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- সমিত গঠন-৬,০০০টি।
- সুফলভোগী সদস্যদের পুঁজি গঠন- ৫৮০০.০৫ লক্ষ টাকা।
- ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা কার্যক্রম- ১৯৬৫০.০০ লক্ষ টাকা
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা কার্যক্রম-২০৯৮৪.০০ লক্ষ টাকা।
- সুফলভোগী সদস্যদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সুফলভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান; এবং
- নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি।

১.৫ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন এবং সময় ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অনুমোদন তারিখ	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের হ্রাস/বৃদ্ধি %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মূল	বাস্তবায়নকাল				
১	২	৪	৫	৬	৭	৭	৮
মোট-২৭১৪০.৬৭ টাকা-১৯৯৯০.৬৭ নিজস্ব অর্থায়ন-৭১৫০.০০	মোট-৩৩৪২৯.২৪ টাকা-২৬২৭৯.২৪ নিজস্ব অর্থায়ন-৭১৫০.০০	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬ (৪৮ মাস)	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ (৭২ মাস)	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ (৭২ মাস)	০৫ জুন ২০১২	৬২৭০.২৮ (২৩.১০% বৃদ্ধি)	২৪ মাস (৫০% বৃদ্ধি)

উৎসঃ ডিপিপি ও পিসিআর

প্রকল্পের মূল ডিপিপি জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৬ মেয়াদে মোট ২৭১৪০.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (টাকা-১৯৯৯০.৬৭ জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়ন ৭১৫০.০০) বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০৫ জুন ২০১২ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত (২৪ মাস) মেয়াদ এবং মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ৬২৭০.২৮ (২৩.১০%) লক্ষ টাকা বৃদ্ধিতে (জিওবি-২৬২৭৯.২৪ ও নিজস্ব অর্থায়ন- ৭১৫০.০০) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

১.৬ প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

মূল প্রকল্পের মেয়াদ ছিল জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত কিন্তু প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে জিওবি অংশে আরএডিপি'তে প্রায় ৭৯৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। সে কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সম্ভব হবে না বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। এছাড়া, জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ বাস্তবায়নের ফলে প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে বেতন ভাতাদি বাবদ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি দেখা দেয়। প্রকল্পের অতিরিক্ত সময়ের জন্য সুফলভোগী সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ পরবর্তী আর্থিক সহায়তায় আইজিএ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ কিছু কিছু খাতসমূহে অতিরিক্ত ৪৫৯৮.৬৫ লক্ষ টাকা (মূল ডিপিপি'র ১৫.৯৫%) বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনের কারণে প্রকল্প সংশোধন করা হয়।

১.৭ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি জিওবি অংশে ১৮.২৯ লক্ষ টাকা কম ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের মোট আর্থিক খরচ করা হয়েছে ৩৩৪১০.৯৫ লক্ষ টাকা বা ৯৯.৯৪%। নিম্নের সারণি ১.১ এ বিস্তারিত দেয়া হলো।

সারণি-১.১: প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতক কোডসহ বর্ণনা (পিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অর্জন	
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	4501- Pay of Officers	জন	১৯৩৩.২১	২২২	১৯৩৩.২১	২২২
২	4601- Pay of Establishment	জন	২১৩৮.৮০	৬১৬	২১৩৮.৮০	৬১৬
৩	4701- Dearness Allowance	জন	৩২২.৮০	৮৩৮	৩২২.৮০	৮৩৮
৪	4705- Allowance (house rent)	জন	২০৬৬.৮৭	৮৩৮	২০৬৬.৮৭	৮৩৮
৫	4713- Festival Allowance	জন	৭৪৪.১৭	৮৩৮	৭৪৪.১৭	৮৩৮
৬	4717- Medical Allowance	জন	৩৬৯.৪২	৮৩৮	৩৬৯.৪২	৮৩৮
৭	4725-Washing Allowance	জন	৩.৬৪	১	৩.৬৪	১
৮	4737- Charge Allowance (Deputation Allowance)	জন	২৪৮.৬৮	২২২	২৪৮.৬৮	২২২
৯	4773- Educational Allowance	জন	১৩৭.৫৬	৮৩৮	১৩৫.৫৬	৮৩৮
১০	4795- Other Allowance	জন	৮৬৫ .৮৮	৮৩৮	৮৬৫ .৮৮	৮৩৮
১১	4801- Travel Expenses	থোক	৮০৮.৫১	-	৮০৮.৫১	-
১২	4802- Transfer Expenses	থোক	১১.০০	-	১১.০০	-
১৩	4805- Overtime (Overtime)	থোক	৫.০০	-	৫.০০	-
১৪	4806- Rent-office	সংখ্যা	২৭২.১৫	১০৭	২৭২.১৫	১০৭
১৫	4815- Postage (Postal)	থোক	৬.০০	-	৬.০০	-
১৬	4816- Telephones/Telegram/Teleprinter	সংখ্যা	৫৯.৫০	১০৭	৫৯.৫০	১০৭
১৭	4821- Electricity	সংখ্যা	৪৮.৭৫	১০৬	৪৮.৭৫	১০৬
১৮	4822- Fuel and Gas	থোক	১.৩৪	-	১.৩৪	-
১৯	4823- Petrol, Oil & Lubricant	থোক	৪০.০০	-	৩৯.৯৮	-
২০	4824- Insurance/ Bank Chages	থোক	৭৭.৩৭	-	৭৭.৩৭	-
২১	4827- Printing and Binding	থোক	১৪০.০০	-	১৪০.০০	-
২২	4828- Stationery Seals and Stamps	থোক	৫৫.৮১	-	৫৫.৮১	-
২৩	4840- Training Expenses	ব্যাচ	২২৫৯.৬৭	৬৫৩০	২২৫৩.৭৩	৬৫৩০
২৪	4842- Seminar/Conference Expenses	সংখ্যা	১১.০০	৮	১১.০০	৮
২৫	4845-Entertainment Expenses	থোক	৪৮.০০	-	৪৮.০০	-

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোডসহ বর্ণনা (পিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অর্জন	
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬	4846- Freight and transport Charges	থোক	৫.০০	-	৫.০০	-
২৭	4883- Honorarium	থোক	১৯.৯৪	-	১৮.২১	-
২৮	4883 Mid Term	সংখ্যা	৩০.০০	৩	৩০.০০	৩
২৯	4888- Computer accessories/ink/ toner etc.	থোক	১৬.০০	-	১৬.০০	-
৩০	4899- Other Expenses	থোক	১২২.৩৩	-	১২১.৯৬	-
৩১	4901- Motor Vehicles Repairing	থোক	৮.৩৫	-	৮.২৫	-
৩২	4911- Computers and Office Equipment	থোক	৬.৬৫	-	৬.৬৫	-
উপ-মোট (রাজস্ব)			**১২৮৮৩.৪০**		**১২৮৭২.০৮**	
৩৩	6807- Motor Vehicles (jeep)	সংখ্যা	৭৯.০৩	১	৭৯.০৩	১
৩৪	6807- Motor Vehicles (Motor Cycle)	সংখ্যা	১২৩.০০	১০০	১২৩.০০	১০০
৩৫	6807- Motor Vehicles (Bi-cycles)	সংখ্যা	৭২.০০	৬০০	৭২.০০	৬০০
৩৬	6812- Camera and Accessories	সংখ্যা	০.৩৪	২	০.৩৪	২
৩৭	6813- Photocopier Machine	সংখ্যা	৭.৯০	৭	৭.৯০	৭
৩৮	6813- Multi media	সংখ্যা	৫.২০	৭	৫.২০	৭
৩৯	6815- Computers and Accessories (LAN Equipment)	সংখ্যা	০.০৯	১	০.০৯	১
৪০	6815- Desktop, Laptop computer & accessories	সংখ্যা	৩০৯.৫৯	৪৩৮	৩০৯.৫৯	৪৩৮
৪১	6815- Computer printer	সংখ্যা	২.২৮	৭	২.২৮	৭
৪২	6821- Furniture (Office table & chair)	সংখ্যা	১৪১.৬৩	৮০৫	১৩৫.০১	৮০৫
	6821- Furniture (Almira)	সংখ্যা	৪৯.৬০	১৯৬	৪৯.৪৮	১৯৬
৪৩	6821- Furniture (Computer table & chair)	সংখ্যা	৬৫.১৯	৪৩১	৬৪.৯৬	৪৩১
৪৪	6821- Furniture (File Cabinet)	সংখ্যা	৩৯.৯৯	২১৬	৩৯.৯৯	২১৬
৪৫	7256-Seed money for microfinance (GOB)	No of person	১২৫০০.০০	১৯৩৩৩৫	১২৫০০.০০	১৯৩৩৩৫
উপ-মোট (মূলধন)			**১৩৩৯৫.৮৪**		**১৩৩৮৮.৮৭**	
মোট- জিওবি (রাজস্ব + মূলধন)			**২৬২৭৯.২৪**	**-**	**২৬২৬০.৯৫**	
৪৬	7256-Seed money for micro enterprise (PDBF)	No of person	৭১৫০.০০০	১১৯১৭	৭১৫০.০০	১১৯১৭
সর্বমোট			**৩৩৪২৯.২৪**	**-**	**৩৩৪১০.৯৫ (৯৯.৯৪)**	

সূত্রঃ পিসিআর

১.৮ প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

প্রকল্পের আরডিপিপি'তে বছরভিত্তিক প্রতিটি অঙ্গের কর্ম-পরিকল্পনা রয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের প্রধান কাজ ছিল ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান। এছাড়াও, সুফলভোগী সদস্যদের পুঁজি গঠন, সুফলভোগী সদস্যদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ঋণ এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের সারণি ১.২ এ দেয়া হয়েছে।

১.৯ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ অনুসারে সম্পাদিত হয়েছিল কি-না তার উদ্দেশ্য সমীক্ষাকালে ক্রয় সংক্রান্ত দলিল/কাগজপত্র পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের মধ্য কোন ধরনের পরিবর্তন থাকলে তা কারণসহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অনুমোদিত আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতিত প্যাকেজ ভেঙ্গে আলাদা আলাদা লটে বিভক্তকরণ করা হয়েছে কিনা তা দলিলাদি/কাগজপত্র যাচাই পূর্বক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেকলিস্টের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৩.৩। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পণ্য এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত ক্রয়-পরিকল্পনা নিম্নের সারণি-১.৩ এ দেয়া হয়েছে।

১.১০ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম

	বর্ণনামূলক সারাংশ (Narrative Summary)	**উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য সূচক (Objectively Verifiable Indicator)**	**যাচাইয়ের উপায়সমূহ (Means of Verification)**	**গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)**
লক্ষ্য	লাভজনক কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস	২০১৮ সালের মধ্যে ২,০৫,২৫২ সুফলভোগীর দারিদ্র্যেতা হ্রাস	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন এসডিজির প্রতিবেদন	সামগ্রিক সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা অনুভূত হিসাবে স্থিতিশীল থাকবে
	অতিরিক্ত তথ্যর যদিও ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানুষ এবং অন্যান্য পণ্য ও পরিষেবা	স্থানীয় সম্প্রদায়ের ৮০,২০০ জন সুফলভোগীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন, এসডিজির প্রতিবেদন	সরকার কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ, প্রয়োজনীয় তহবিল এবং সময়মতো উপাদান সরবরাহ করা।
উদ্দেশ্য	গ্রামীণ পরিবারের পুরুষ ও মহিলা উভয়কে সংগঠিত করা এবং উৎপাদন, স্ব-কর্মসংস্থান এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ঋণ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	৬০০০টি সমিতিতে প্রায় ২,০৫,২৫২টি পরিবার সংগঠিত হবে। প্রায় ২,০৫,২৫২টি পরিবার ঋণ সহায়তা পাবে। প্রায় ৮০,২০০ সুফলভোগী প্রশিক্ষণ পাবেন।	মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। IMED মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন	সময়মত প্রকল্প অনুমোদন
	প্রকল্পের সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং উন্নত জীবন মান নিশ্চিত করা	১০০টি উপজেলার প্রায় ২,০৫,২৫২টি পরিবারকে প্রকল্প মেয়াদের পূর্বরূপের মধ্যে আনা হবে	প্রকল্প অফিস রেকর্ড	সরকার কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ, প্রয়োজনীয় তহবিল এবং সময়মতো উপাদান সরবরাহ করা।
	তাদের উন্নয়নের জন্য গ্রামের সমাজে সম্প্রদায়ের লোকদের সংগঠিত করা	প্রকল্পের মেয়াদ অনুযায়ী ১০০ উপজেলায় প্রায় ১.০০ মিলিয়ন গ্রামবাসী	প্রকল্প অফিস রেকর্ড	অনুকূল সামাজিক অবস্থার বিরাজমান
	উন্নত গ্রামীণ সমাজ	ছয় বছরের প্রকল্প মেয়াদে প্রায় ৬,০০০ গ্রাম সমিতি গঠন করা হবে। প্রকল্পের সময়কালে প্রায় ৩,০০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হবে	প্রকল্প অফিস রেকর্ড	প্রকল্পের সময়মত সূচনা এবং বাস্তবায়ন
আউটপুট	- ঋণ এবং প্রশিক্ষণ - উৎপাদন বৃদ্ধি	প্রায় ২,০৫,২৫২ জন ঋণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পাবেন	মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন	পর্যাপ্ত ঋণ ব্যবস্থা গ্রামীণ উন্নয়ন

	বর্ণনামূলক সারাংশ (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য সূচক (Objectively Verifiable Indicator)	যাচাইয়ের উপায়সমূহ (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	- আয় বৃদ্ধি - নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন -সামাজিক উন্নয়ন	৮০,২০০ জন সুফলভোগী তাদের সক্ষমতা ও সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ পাবেন; প্রায় ৫,৮০,০০৫ লাখ টাকা সঞ্চয় জমা হবে।	প্রকল্প এলাকা অফিস নথি ত্রৈমাসিক/মাসিক IMED রিপোর্ট	নীতি ও কর্মসূচী অনুকূল থাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই
ইনপুট	সুফলভোগীদের ঋণ সহায়তা কর্মচারী কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পোস্ট প্রশিক্ষণ সহায়তা (প্রযুক্তিগত এবং ঋণ উভয়) সামাজিক উন্নয়ন বাজার সংযোগ, নারী উন্নয়ন এবং জেন্ডার ইক্যুইটি			আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক সময়মত তহবিল প্রকাশ

উৎসঃ আরডিপিপি

***লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জন এবং প্রভাব বিশ্লেষণ অনুচ্ছেদ ৩.৬ এ দেয়া হয়েছে।**

১.১১ প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা

ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় কোন টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সারণি: ১.২ বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

বাজেটহেড	ইকনমিককোড/সাব-কোড	ইকনমিকসাব-কোডভিত্তিকঅঙ্গোরবর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তবপরিকল্পনা				আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-১ (২০১২-১৩)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-২ (২০১৩-১৪)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৩ (২০১৪-১৫)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৪ (২০১৫-১৬)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৫ (২০১৬-১৭)		বছর-৬ (২০১-১৮)		
			পরিমাণ/ইউনিট	একক দর	মোটখরচ	ওজন(Weight)		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমের	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের	আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	% আইটেমেরে	% প্রকল্পের
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
Revenue Component																								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
৪৫০০	৪৫০১	Salary (officer)	২২২		১৯৩৩.২১	০.০৫৮	১৪১.৬৮	৭.৩২৯	০.৪২৪	৪১৫.৬৬	২১.৫০১	১.২৪৩	৪৬৫.০০	২৪.০৫৩	১.৩৯১	৩৯৪.০০	২০.৩৮১	১.১৭৯	৩৮৫.১২	৫২৫৪.৯৬০	২২২৭.১৬০	১৩১.৭৫	৬১২.৭৫০	৭৬১.৮৯৫
		Sub Total			১৯৪৩.২১	০.০৬	১৪১.৬৮	৭.৩৩	০.৪২৪	৪১৫.৬৬	২১.৫০	১.২৪৩	৪৬৫.০০	২৪.০৫	১.৩৯১	৩৯৪.০০	২০.৩৮	১.১৭৯	৩৮৫.১২	৫২৫৪.৯৬	২২২৭.১৬০	১৩১.৭৫	৬১২.৭৫	৭৬১.৮৯৫
৪৬০০	৪৬০১	Salary (Stuff)	৬১৬		২১৩৮.৮০	০.০৬৪	৮৫.৫১	৩৯৯৮	০.২৫৬	৭২৮.৩৫	৩৪.০৫৪	২.১৭৯	৩৭৬.০০	১৭.৫৮০	১.১২৫	৩০৯.০০	১৪.৪৪৭	০.৯২৪	৪৫৭.৮১	১১৪৫০.৮০৯	২৯২৯.০৪৯	১৮২.১৩	৫৩৪.৮৩২	১১৬৫.২৮২
		Sub Total			২২২৩.৮০	০.০৬	৮৫.৫১	৪.০০	০.২৫৬	৭২৮.৩৫	৩৪.০৫	২.১৭৯	৩৭৬.০০	১৭.৫৮	১.১২৫	৩০৯.০০	১৪.৪৫	০.৯২৪	৪৫৭.৮১	১১৪৫০.৮০৯	২৯২৯.০৪৯	১৮২.১৩	৫৩৪.৮৩	১১৬৫.২৮২
৪৭০০	৪৭০১	Dearness Allowance	৮৩৮		৩২২.৮০	০.০১০	-	-	-	১৫০.০০	৩৪.০৫	০.৩২৯	১৭২.০০	১৭.৫৮	০.১৭০	-	০.০০০	০.০০০	-	১১৪৫০.৮০৯	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০
	৪৭০৫	House Rent Allowance	২২২		২০৬৬.৮৭	০.০৬২	৫২.৬৮	০.০০০	০.০০০	১৪৮.৮৬	৭.২৫৭	০.৪৪৯	৪৫১.১৭	৮.৩৬০	০.৫১৭	৬৩৬.৯৫	৩০.৮১৭	১.৯০৫	৫৮২.৯৬	১১৪৫০.৮০৯	০.০০০	১৯৪.২৫	২৬৭৬.৫৯৭	১২০১.০১৩
	৪৭১৩	Festival Allowance	২২২		৭৪৪.১৭	০.০২২	০.৮৯	৭.০৭৯	০.১৫৩	১০৮.৭৪	২০.০০৩	০.৪৪৫	১৪৩.৯৮	৬০.৬২৭	১.৩৫০	১৭৬.২৫	২৩.৬৮৪	০.৫২৭	২৩৫.৭৩	৩৩৩০.০১২	৫২৪.৭৬৫	৭৮.৫৮	৩৯২.৮১৯	১৭৪.৯২২
	৪৭১৭	Medical Allowance	৮৩৮		৩৬৯.৪২	০.০১১	৭.৪০	০.২৪১	০.০০৩	১৭.৭৭	২৯.৪৩৫	০.৩২৫	৭০.৩৪	৩৮.৯৭৫	০.৪৩১	১২৩.০৫	৩৩.৩০৯	০.৩৬৮	১১৩.১৫	৪৬৯৬৪.০৭৪	১২৫.০৩৪	৩৭.৭২	১২৮.১২৮	৪১.৬৭৮
	৪৭২৫	Washing Allowance	১০১		৩.৬৪	০.০০০	-	২০৩.২৯৭	০.০২২	০.৩২	৪৮৮.১৮৭	০.০৫৩	০.০২	১৯৩২.৪১৮	০.২১০	৩.৩০	৯০.৬৫৯	০.০১০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০
	৪৭৩৭	Change/ Deputation Allowance	২২২		২৪৮.৬৮	০.০০৭	২৫.১২	০.০০০	০.০০০	৬৩.৫৪	০.১২৯	০.০০১	৯৫.৯০	০.০০৮	০.০০০	৬৪.১২	২৫.৭৮৪	০.১৯২	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০
	৪৭৭৩	Education Allowance	৮৩৮		১৩৭.৫৬	০.০০৪	১.৪৮	১৮.২৬১	০.০৭৫	৭.৯৯	৪৬.১৯১	০.১৯০	৭.৯৯	৬৯.৭১৫	০২৮৭	৯৩.১৬	৬৭.৭২৩	০.২৭৯	২০.২১	১১০.৬৪৫	৮.৩১৪	৬.৭৪	১৪.৫৮১	২.৭৭১
	৪৭৯৫	Other Allowance (Service benefit etc)	৮৩৮		৮৬৫.৮৮	০.০২৬	৩০.৭৪	০.১৭১	০.০০৪	৬০.২২	০.৯২৩	০.০২৪	৯৪.৯০	০.৯২৩	০.০২৪	৩২৮.১৬	৩৭.৮৯৯	০.৯৮২	২৬২.৫৩	১৫৩৫৯৪.২৪১	৬৮০.০০২	৮৯.৩৩	৯৬৮০.৭৩৩	২৩১.৩৮১
		Sub Total			৪৭৫৯.০২	০.১৪	১১৮.৩১	২২৯০৫	৩২.৬০৩	৫৫৭.৪৪	১.২৬৫	০.১৮০	১০৩৭.১০	১.৯৯৪	০.২৮৪	১৪২৪.৯৯	৩০৯.৮৮	৪৪.১১৪	১২১৪.৫৭	৫৩০.২৬৮	১৭২৯০.৭৭৮	৪০৬.৬১	৩২১৩৩.০৬৬	৫৭৮৮.৫০৬
		Total (Salary & Allowances)			৮৮৪১.০৩		৩৪৫.৫০			১৭০১.৪৫			১৮৭৮.১০			২১২৭.৯৯			২০৬৭.৫০			৭২০.৪৯		
		Supply & service																						
৪৮০০	৪৮০১	Travelling Allowance (TA)	LS	৫৪২.২৬	৮০৮.৫১	০.০২৪	৩৯.৮৬	৪.৯৩০	০.১১৯	১৭২.২০	২১.২৯৮	০.৫১৫	১৬৫.২০	২০.৪৩৩	০.৪৯৪	১৬৫.০০	২০.৪০৮	০.৪৯৪	১৯০.৫০	৩৮৬৪.০৫৩	৪৬০.৭৩৮	৭৫.৭৫	৩৫৫.৬৬০	১৮৩.২০৭
	৪৮০২	Transfer TA	LS		১১.০০	০.০০০	১.১৩	১০.২৭৩	০.০০৩	১.১২	১০.১৮২	০.০০৩	১.১২	১০.১৮২	০.০০৩	৫.৬৩	৫১.১৮২	০.০১৭	১.৫০	১৪.৬০২	০.০৪৯	০.৫০	৪.৯১১	০.০১৬
	৪৮০৫	Over Time	LS		৫.০০	০.০০০	-			০.৫২	১০.৪০	০.০	১.৮৯	৩৭.৮	০.০	২.৫৯	৫১.৩	০.০	-	১৪.৬০২	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০

বাজেটহেড	ইকনমিককোড/সাব-কোড	ইকনমিকসাব-কোডভিত্তিকঅঙ্গোরবর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তবপরিকল্পনা				আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-১ (২০১২-১৩)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-২ (২০১৩-১৪)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৩ (২০১৪-১৫)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৪ (২০১৫-১৬)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৫ (২০১৬-১৭)		বছর-৬ (২০১-১৮)		
			পরিমাণ/ইউনিট	একক দর	মোটখরচ	ওজন(Weight)		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমের	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের	আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	% আইটেমেরে	% প্রকল্পের
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
											০	০২		০০	০৬		০০	০৮						
	৪৮০৬	Office Rent	১০৭		২৭২.১৫	০.০০৮	১১.৬৬	৪.২৮৪	০.০৩৫	৬০.০০	২২.০৪৭	০.১৭৯	৫৫.০০	২০.২০৯	০.১৬৫	৬০.০০	২২.০৪৭	০.১৭৯	৫৬.২৫	১৩১২.৯০২	৪৫.৭৯৪	২৯.২৪	১৩২.৬২৮	২৩.৮০৫
	৪৮১৫	Postal	LS		৬.০০	০.০০০	০.২০	৩.৩৩৩	০.০০	২.১৭	৩৬.১৬৭	০.০০৬	২.৫০	৪১.৬৬৭	০.০০৭	০.১৩	২.১৬৭	০.০০০	৯.৭৫	৫৬৮.৭৫০	১.৭৩৫	৩.২৮	২৬.১২৬	০.৫৮৪
	৪৮১৬	Telephone/Telegram	১০৭		৫৯.৫০	০.০০২	১.০২	১.৭১৪	০.০০০	৭.৪৭	১২.৫৫৫	০.০২২	৭.৮৪	১৩.১৭৬	০.০২৩	৩০.১৪	৫০.৬৫৫	০.০৯০	৯.৭৫	৫৬৮.৭৫০	১.৭৩৫	৩.২৮	২৬.১২৬	০.৫৮৪
	৪৮২১	Electricity	১০৬		৪৮.৭৫	০.০০১	০.৭০	১.৪৩৬	০.০০২	৫.৯৪	১২.১৮৫	০.০১৮	১৫.৮৪	৩২.৪৯২	০.০৪৭	১১.২৭	২৩.১১৮	০.০৩৪	১১.২৫	৭৮৩.৪৮২	১.৬৪১	৩.৭৫	৩০.৭৭৭	০.৫৪৭
	৪৮২২	Gas Bills	১০৬		১.৩৪	০.০০০	০.০২	১.৪৯৩	০.০০০	০.৪৭	৩৫.০৭৫	০.০০১	০.৫০	৩৭.৩১৩	০.০০১	০.৩৫	২৬.১১৯	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০
	৪৮২৩	Fuel & Lubricants	১০২		৪০.০০	০.০০১	৪.৯৫	১২.৩৭৫	০.০১৫	৫.৮৪	১৪.৬০০	০.০১৭	১৫.০০	৩৭.৫০০	০.০৪৫	১০.২১	২৫.৫২৫	০.০৩১	৩.০০	২৪.২৪২	০.৩৫৯	১.০০	৬.৮৪৯	০.১২০
	৪৮২৪	Insurance & Bank Charge	১০২		৭৭.৩৭	০.০০২	২.০৪	২.৬৩৭	০.০০৬	১০.০০	১২.৯২৫	০.০৩০	১১.০০	১৪.২১৭	০.০৩৩	৩৪.৩৩	৪৪.৩৭১	০.১০৩	১৫.০০	৫৬৮.৮৯৭	৩.৪৭২	৫.০০	৩৮.৬৮৫	১.১৫৭
	৪৮২৭	Printing, Publication, & Research	LS		১৪০.০০	০.০০৪	১৮.২৫	১৩.০৩৬	০.০৫৫	১৫.০০	১০.৭১৪	০.০৪৫	৩৫.০০	২৫.০০০	০.১০৫	৪৫.৭৮	৩২.৭০০	০.১৩৭	১৫.০০	১১৫.০৬৮	৬২৮২	১০.৯৭	১০২.৩৮৭	৪.৫৯৪
	৪৮২৮	Stationary/Seal/ Stump	LS		৫৫.৮১	০.০০২	২.৩৯	৪.২৮২	০.০০৭	৬.৭৬	১২.১১৩	০.০২০	৭.৭৬	১৩.৯০৪	০.০২৩	১৮.৯০	৩৩.৮৯৫	০.৫৭	১৫.০০	৩৫০.২৭২	২.৫০৪	৫.০০	৪১.২৮০	০.৮৩৫
	৪৮৪০	Training Cost (C0untry/Abroad)	৩২৫৫		২২৫৯.৬৭	০.০৬৮	১০.০০	০.৪৪৩	০.০৩০	২৭১.৫৮	১২.০১৯	০.৮১২	৩৩৫.২৫	১৪.৮৩৬	১.০০৩	২৮৯.০০	১২.৭৮৯	০.৮৬৫	৭৫০.০০	১৬৯৪৭৫.২৫০	৫০৬৯.৬৭২	৬০৩.৮৪	৫০২৪.২২৫	৪০৮১.৬৯৪
	৪৮৪২	Seminar, Conference	৮		১১.০০	০.০০০	১.০০	৯.০৯১	০.০০৩	২.৮০	২৫.৪৫৫	০.০০৮	২.৮	২২.৫৪৫	০.০০৭	৩.৭০	৩৩.৬৩৬	০.০১১	০.৭৫	৮.২৫০	০.০২৫	০.২৭	১.০৬১	০.০০৯
	৪৮৪৫	Entertainment	LS		৪৮.০০	০.০০১	৫.০০	১০.৪১৭	০.০১৫	১২.৭৫	২৬.৫৬৩	০.০৩৮	১৪.০৫	২৯.২৭১	০.০৪২	৯.০০	১৮.৭৫০	০.০২৭	৬.০০	৫৭.৬০০	০.৮৬২	১.২০	৪.৫১৮	০.১৭২
	৪৮৪৬	Transportation	LS		৬.০০	০.০০০	০.৫৪	১০.৮০০	০.০০২	২.৮৩	৫৬.৬০০	০.০০৮	০.৮০	১৬.০০০	০.০০২	০.৮৩	১৬.৬০০	০.০০২	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০
	৪৮৮৩	Mid Term evaluation	১		৩০.০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১০.০০	৩৩.৩৩৩	০.০৩০	১০.০০	৩৩.৩৩৩	০.০৩০	১০.০০	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০
	৪৮৮৮	Honorarium	LS		১৯.৯৪	০.০০১	২.২৪	১১.২৩৪	০.০০৭	৩.৫০	১৭.৫৫৩	০.০১০	৪.৫০	২২.৫৬৮	০.০১৩	৫.০০	২৫.০৭৫	০.০১৫	৩.৭৫	৩৩.৩৮২	০.২২৪	০.৯৫	৫.৪১২	০.০৫৭
	৪৮৯৯	Computer accessories/ink/Toner etc.	LS		১৬.০০	০.০০০	১.০০	৬.২৫০	০.০০৩	০.৩৫	২.১৮৮	০.০০১	২.৫০	১৫.৬২৫	০.০০৭	৬.১৫	৩৮.৪৮৮	০.০১৮	৪.৫০	৭২.০০০	০.২১৫	১.৫০	৬৮.৫৭১	০.০৭২
		Miscellaneous	LS		১২২.৩৩	০.০৪	৬.১৮	৫.০৫২	০.০১৮	১৫.৮৫	১২.৯৫৭	০.০৪৭	২০.০০	১৬.৩৪৯	০.০৬০	৩০.০০	২৪.৫২৪	০.০৯০	৩০.০০	৫৯৩.৮৩৫	১০.৯৭৮	২০.৩০	১৫৬.৬৭৫	৭.৪২৯
		Sub Total (sup & servi.)	১০১		৪০২৭.৩৭	০.১২০	১০৮.১৮	২.৬৮৬	০.৩২৪	৫৯৭.১৫	১৪.৮২৭	১.৭৮৬	৭০৮.২৩	১৭.৫৮৫	২.১১৯	৭৩৮.০১	১৮.৮২৫	২.২০৮	১১১৩.০০	৪১৪৩৫.২২৭	১৩৪০৮.৮১১	৭৬২.৮০	৫১৪৪.৫৬৬	৯১৮৯.৭৯৪

বাজেটহেড	ইকনমিককোড/সাব-কোড	ইকনমিকসাব-কোডভিত্তিকঅঙ্গোরবর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তবপরিকল্পনা				আর্থিকপরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বছর-১ (২০১২-১৩)		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-২ (২০১৩-১৪)		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৩ (২০১৪-১৫)		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৪ (২০১৫-১৬)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বছর-৫ (২০১৬-১৭)		বছর-৬ (২০১-১৮)		
			পরিমাণ/ইউনিট	একক দর	মোটখরচ	ওজন(Weight)		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমের	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের	আর্থিকপরিমাণ (লক্ষ টাকা)	% আইটেমেরে	% প্রকল্পের
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
৪৯০০	৪৯০১	Motor Vehicles	১০১		৮.৩৫	০.০০০	০.৫৩	৬.৩৪৭	০.০০২	০.৭৫	৮.৯৮২	০.০০২	২.৫০	২৯.৯৪০	০.০০৭	২.০০	২৩.৯৫২	০.০০৬	২.০৭	৩২.৬১২	০.০৫২	০.৫০	৫.৫৬৭	০.০১২
	৪৯১১	Computer & office Equipment	২১		৬.৬৫	০.০০০	০.০৩	০.৪৫১	০.০০০	০.৫০	৭.৫১৯	০.০০১	০.৪০	৬.০১৫	০.০০১	৪.০০	৬০.১৫০	০.০১২	০.৭৫	১৬৬.২৫০	০.০১৫	০.৯৭	১২.৯০১	০.০১৯
		Sub Total			১৫.০০	০.০০০	০.৫৬	৩.৭৩৩	০.০০২	১.২৫	৮.৩৩৩	০.০০৪	২.৯০	১৯.৩৩৩	০.০০৯	৬.০০	৪০.০০০	০.০১৮	২.৮২	৭৫.৫৩৬	০.১২৭	১.৪৭	১৭.৬৪০	০.০৬৬
		Total Revenue			১২,৮৮৩.৪০	০.৩৮৫	৪৫৪.২৪	৩.৫২৬	১.৩৫৯	২,২৯৯.৮৫	১৭.৮৫১	৬.৮৮০	২৫৮৯.২৩	২০.০৯৭	৭.৭৪৫	২৮৭২.০০	২২.২৯২	৮.৫৯১	৩১৮৩.৩২	৯০২৮৭.১১১	১২২৬৮৩.০৮৬	১৪৮৪.৭৬	৮৩১৭.৩৭৯	৫৭২২১.৫৪৫
		(B) Capital Component																						
৬৮০০	৬৮০৭	Jeep	১		৭৯.০৩	০.০০২	৭৯.০৩	১০০.০০০	০.২৩৬	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	৬৮০৭	Motor Cycle	১০০		১২৩.০০	০.০০৪	১২৩.০০	১০০.০০০	০.৩৬৮	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	৬৮০৭	Bi-Cycle	৬০০		৭২.০০	০.০০২	-	০.০০০	০.০০০	-	-	-	৭২.০০	১০০.০০	০.২২		-	-	-	-	-	-	-	-
	৬৮১২	Digital Camera	২		০.৩৪	০.০০০	০.৩৪	১০০.০০০	০.০০১	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	৬৮১৩	Photo Copier Machine	৭		৭.৯০	০.০০	৭.৯০	১০০.০০০	০.০২৪	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	৬৮১৩	Multi media Projector	৭		৭.৯০	০.০০	০.৪০	৭.৬৯২	০.০০১	-	-	-	৪.৮০	৯২.৩১	০.০১		-	-	-	-	-	-	-	-
	৬৮১৫	Desktop/laptop Computer/Tab & accessories	৪৪		৩০৯.৫৯	০.০০৯	১০.৩৯	৩.৩৫৬	০.০৩১	-	-	-	৯.২০	২.৯৭	০.০৩		-	-	২৯০.০০	৮৬৪১.১১	২৬৮.৫৭	-	-	-
	৬৮১৫	Computer Printer	১৪		২.২৮	০.০০০	১.২৮	৫৬.১৪০	০.০০৪	-	-	-	১.০০	৪৩.৮৬	০.০০		-	-	-	-	-	-	-	-
	৩৮১৫	LAN Equipments	৭		০.০৯	০.০০০	০.০৯	১০০.০০০	০.০০০	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Furniture			-					-			-	-	-		-	-						
	৬৮২১	Almira	১৯৬		৪৯.৬০	০.০০১	১৫.৪৮	৩১.২১০	০.০৪৬	-	--	-	-	-	-	৩৪.০০	৬৮.৫৫	০.১০	০.১২	০.৩৮	০.০২	-	-	-
	২৫	File Cabinet	২০৬		৩৯.৯৯	০.০০১	১০.৯৯	২৭.৪৮২	০.০৩৩	-	০.১২	০.০০	-	-	-	২৯.০০	৭২.৫২	০.০৯	-	-	-	-	-	-
	৬৮২১	Office table & Chair (For UDEO-	১৮০৫		১৪১.৬১	০.০০৪	৭৫.৯৬	৫৩.৬৪০	০.২২৭	২৪.২৫	০.০০০	--	-	-	-	৩৪.৮০	২৪.৫৭	০.১০	৬.৬০	১২.৩০	২.৮০	-	-	-
	৬৮২১	Computer Table & Chair	৩৮		৬৫.২১	০.০০২	২.৭১	৪.১৫৬	০.০০৮	-	৪.২৬২	০.০১	-	-	-	২.৫০	৩.৮৩	০.০১	৬০.০০	১৪৪৩.৭৬	১১.৭০	-	-	-

বাজেটহেড	ইকনমিককোড/সাব-কোড	ইকনমিকসাব-কোডভিত্তিকঅঙ্গোরবর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তবপরিকল্পনা				আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-১ (২০১২-১৩)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-২ (২০১৩-১৪)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৩ (২০১৪-১৫)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৪ (২০১৫-১৬)		আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	বছর-৫ (২০১৬-১৭)		বছর-৬ (২০১-১৮)		
			পরিমাণ/ইউনিট	একক দর	মোটখরচ	ওজন(Weight)		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমের	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের		% আইটেমেরে	% প্রকল্পের	আর্থিকপরিমাণ (লক্ষটাকা)	% আইটেমেরে	% প্রকল্পের
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
৭২০০	৭২৫৬	Seed money for microfinance			১২,৫০০.০০	০.৩৭৪	২৩২.০৭	১.৮৫৭	০.৬৯৪	৮৭৫.৭৫	৯.৭৩৪	৩.৬৪	১,০২৩.৭৫	৮.১৯	৩.০৬	২,৮২৭.৭০	২২.৬২	৮.৪৬	৩৫০০.০০	১৮৮৫২০.৭০	১৩০৮৭৩.৪৭	৪০৪৩.৭৩	৪১৫১০.০৯	১৫১০৯২৬৭
	৭২৫৬	Seed money for microfinance (PDBF Contribution)			৭০৫০.০০	০.২১৪	১০০০.০০	১৩৯৮৬	২৯৯১	২০০০.০০	৯.৭৩৪	২.০৮	২০০০.০০	২৭.৯৭	৫.৯৮	২০৫০.০০	২৮.৬৭	৬.১৩	৫০.০০	৩৫৭.৫০	১০৬৯.৪২	৫০.০০	৫১৩.৬৫	১০৬৯.৪২
		Total Capital			২০,৫৪৫.৮৪	০.৬১৫	১,৫৫৯.৬৪	৭.৫৯১	৪.৬৬৫	২,৯০০০.০০	১৪.১১৫	৮.৬৪	৩,১১০.৭৫	১৫.১৪	৯.৩১	৪,৯৭৮.০০	২৪.২৩	১৪.৮৯	৩৯০৬.৭২	৫১,৪৬৫.১৩	২৪০,১০৯.৬৭	৪,০৯০.৭৩	২৮,৯৮১.৮৮	২৫১,৪১৯.০৫
Total (Revenue +Capital)					৩৩,৪২৯.২৪	১.০০০	২০১৩.৮৮	৬.০২৪	৬.০২৪	৫,১৯৯.৮৫	১৫.৫৫৫	১৫.৫৫	৫,৬৯৯.৯৮	১৭.০৫	১৭.০৫	৭,৮৫০.০০	২৩.৪৮	২৩.৪৮	৭০৯০.০৪	১১৭৬৯০.৮৭	৭০৯,০০৪.২৫	৫,৫৭৫.৪৯	৩৫,৮৪৪.১৭	৫৫৭,৫৪৮.৭৫

উৎসঃডিপিপি

সারণি-১.৩ পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা **(লক্ষ টাকায়)**

প্যাকজ নং	বিবরণ	একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-1	Vehicle (Jeep-01 and Motor Cycle-100)	সংখ্যা	১০১	DPM	PD/MD	GOB	২০২.০৩	-	-	০৫/০৬/২০১৩
GD-2	Laptop Computers, Office Equipment	সংখ্যা	২১	OTM	PD/MD	GOB	২০.৩২	০৪/১০/২০১৩	২১/০৫/২০১৩	৩০/০৬/২০১৩
GD-3	Office Furniture	সংখ্যা	৪২২	OTM	PD/MD	GOB	১০১.২১	১৮/০৪/২০১৩	২৮/০৫/২০১৩	২৯/০৬/২০১৩
GD-4	Printing Materials	থোক		LTM	PD/MD	GOB	১৮.২৫	২১/০৫/২০১৩	০৬/১১/২০১৩	২৭/০৬/২০১৩
GD-5	Desktop Computer	সংখ্যা	৬	RFQ	PD/MD	GOB	১.৯২	২২/০৫/২০১৩	০৬/০৩/২০১৩	০৬/১০/২০১৩
GD-6	Office Furniture	সংখ্যা	১৪	RFQ	PD/MD	GOB	২.৬৩	০৬/১২/২০১৩	১৮/০৬/২০১৩	২৫/০৬/২০১৩
GD-7	Printing Materials	থোক		LTM	PD/MD	GOB	১৩.৫২	২৭/০২/২০১৪	২৩/০৩/২০১৪	২৭/০৩/২০১৪
GD-8	Computer Table & Chair	সংখ্যা	১৭	RFQ	PD	GOB	২.০৪	১০/১০/২০১৪	১৫/১১/২০১৪	১৫/১২/২০১৪
GD-9	Laptop Computer	সংখ্যা	৭	RFQ	PD	GOB	৩.৭৯	১২/০১/২০১৪	১২/০৭/২০১৪	১২/০৮/২০১৪
GD-10	Bi-cycle	সংখ্যা	৬০০	OTM	PD	GOB	৭২.০০	০৯/০৩/২০১৫	০৯/০৪/২০১৫	৩০/০৬/২০১৫
GD-11	Printing Materials	থোক		LTM	PD/MD	GOB	৩৫.০০	০৪/০১/২০১৫	২০/০৫/২০১৫	৩০/০৬/২০১৫
GD-12	Desktop Computer	সংখ্যা	১০	RFQ	PD	GOB	৪.৭৫	১১/১০/২০১৪	২৫/১১/২০১৪	১৫/১২/২০১৪
GD-13	Printer	সংখ্যা	৭	RFQ	PD	GOB	১.০০	১১/১০/২০১৪	২৫/১১/২০১৪	১৫/১২/২০১৪
GD-14	Multimedia Projector	সংখ্যা	৬	RFQ	PD	GOB	৪.৮০	১১/১০/২০১৪	২৫/১১/২০১৪	১৫/১২/২০১৪
GD-15	Scaner	সংখ্যা	৮	RFQ	PD	GOB	০.৬৫	১১/১০/২০১৪	২৫/১১/২০১৪	১৫/১২/২০১৪
GD-16	Office Furniture	সংখ্যা	১০০০	RFQ	PD	GOB	৪৩.৫০	১০/১০/২০১৫	১৫/১১/২০১৫	১৫/১২/২০১৫
GD-17	Office Almirah	সংখ্যা	১১৬	RFQ	PD	GOB	৩৪.১২	১০/১০/২০১৫	১৫/১১/২০১৫	১৫/১২/২০১৫

প্যাকজ নং	বিবরণ	একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-18	Office File Cabinet	সংখ্যা	১১৬	RFQ	PD	GOB	২৯.০০	১০/১০/২০১৫	১৫/১১/২০১৫	১৫/১২/২০১৫
GD-19	Printing Materials	থোক		LTM	PD	GOB	৪৫.৭৮	১০/১০/২০১৫	১৫/১১/২০১৫	১৫/১২/২০১৫
GD-20	Office Furniture	সংখ্যা	২০০	RFQ	PD	GOB	৬০.০০	১০/১০/২০১৬	১৫/১১/২০১৬	১৫/১২/২০১৬
GD-21	Desktop Computer	সংখ্যা	৪০০	RFQ	PD	GOB	২০০.০০	১০/১০/২০১৬	১৫/১১/২০১৬	১৫/১২/২০১৬
GD-22	Tab	সংখ্যা	৬০০	RFQ	PD	GOB	৯০.০০	১০/১০/২০১৬	১৫/১১/২০১৬	১৫/১২/২০১৬
GD-23	Computer Table & Chair	সংখ্যা	১১৬	RFQ	PD	GOB	৬০.০০	১০/১০/২০১৬	১৫/১১/২০১৬	১৫/১২/২০১৬
GD-24	Printing Materials	থোক		LTM	PD	GOB	১৫.০০	১০/১০/২০১৬	১৫/১১/২০১৬	১৫/১২/২০১৬
Total value of Goods Procurement							**১০৬১.২৪**			

সারণি-১.৪ সেবা ক্রয় পরিকল্পনা: **(লক্ষ টাকায়)**

প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপিঅনুযায়ীবিবরণ	একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								EOIআহবান	RFP আহব্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
SD-1	MLSS Outsourcing	No.	১০০	FBS	PD	GOB	১৮০.০০		০৮/১০/২০১৪	১৫/০৯/২০১৪	১৫/১০/২০১৪
Total value of Goods Procurement							১৮০.০০				

উৎসঃ আরডিপিপি

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি (Methodology)

২.১ সূচনা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের "নিবিড় পরিবীক্ষণ" এবং সমাপ্ত প্রকল্পের "প্রভাব মূল্যায়ন" করে থাকে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে আইএমইডি নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করার জন্য চলমান ও সমাপ্ত উভয় ধরনের প্রকল্প নির্বাচন করেছে। এ প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়িত "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস কে নির্বাচন করেছে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পরিপত্র অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ডিপিপি (Development Project Proposal) প্রণয়ন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একনেক সভায় ডিপিপি অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়ন করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান সমস্যা ও সাফল্য চিহ্নিত করা, প্রকল্পের অর্জনকে টেকসই করার পদকেষপসমূহ যাচাই ও ভবিষ্যতে এরুপ প্রকল্পের সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ উত্তরণের উপায় নির্ধারণ এবং সরকার ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান যাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/বিভাগসমূহ যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নের সময় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে। এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইএমইডি, সেক্টর-৮ এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস'কে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত ও নিয়োজিত করেছে। উপরোক্ত পটভূমির আলোকে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৩ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের উদ্দেশ্য

২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০টি জেলার ১০০ উপজেলার ২০৫২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে কিনা তা নিবিড়ভাবে যাচাই পূর্বক প্রতিবেদন উপস্থাপনই হচ্ছে প্রভাব মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও প্রকল্পটির নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

ক) অনুমোদিত DPP/RDPP অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল কি না তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা;

খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে গৃহিত কার্যাবলি কার্যকর ছিল কি না তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা; এবং

গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা ইত্যাদির ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

২.৪ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের কার্যপরিধি (TOR)

২.৪.১ সমীক্ষার জন্য প্রকল্পের এলাকা প্রাসঙ্গিকভাবে নির্বাচন করতে হবে এবং সকল কার্যক্রম প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতাভুক্ত করতে হবে;

২.৪.২ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসংগিক তথ্য পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৪.৩ প্রকল্পের অর্থ-বছর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা, অর্থ-বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

২.৪.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;

২.৪.৫ সমীক্ষার জন্য নমুনায়ীত সুফলভোগীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্জিত দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা;

২.৪.৬ সুফলভোগীদের পরিবারে সঞ্চয় সংগ্রহের প্রবণতা ও সঞ্চয় ব্যবহারের হার (%) পর্যালোচনা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা;

২.৪.৭ সুফলভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি, আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের প্রভাব পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা;

২.৪.৮ দল গঠন ও ঋণ বিতরণ নীতিমালা অনুসরণ হার (%), পাশ বইয়ের হিসাবের সাথে লেজার হিসাব পোস্টিং বিশ্লেষণ করা;

২.৪.৯ সকল স্টেকহোল্ডারগণের সাথে কনসালটেশন করা এবং ঋণ বিতরণ ওভারল্যাপিং হয় কিনা তা পর্যালোচনা করা;

২.৪.১০ প্রকল্পের কেস স্টাডি উল্লেখ করা এবং ডাটা বেইজ কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;

২.৪.১১ একই ধরণের কার্যক্রম সুফলভোগীদের মাঝে অন্য কোনভাবে হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;

২.৪.১২ প্রশিক্ষণের বিষয় এবং প্রশিক্ষণের প্রকৃত ব্যবহার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে প্রভাব তুলে ধরা;

২.৪.১৩ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৪.১৪ প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা, আয়োজন, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৪.১৫ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৪.১৬ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রম সমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;

২.৪.১৭ ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্ত ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের প্রভাব পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা;

২.৪.১৮ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট হয়েছে কিনা, অডিট আপত্তি আছে কী না, থাকলে কয়টি, বিবরণ কি, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা;

২.৪.১৯ প্রকল্পের SWOT ANALYSIS করা;

২.৪.২০ প্রকল্পের কোন উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ পর্যালোচনা;

২.৪.২১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি: (i) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা; (ii) মাঠ পর্যাপয় হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ; (iii) Focus Group Discussion (FGD) এবং (KII) আয়োজন, (iv) বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত সময়ে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থান করা; (v) স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা; এবং (vi) সকল মতামত সন্নিবেশপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;

২.৪.২২ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট (সময় ভিত্তিক) কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি ও কারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করা;

২.৪.২৩ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;

২.৪.২৪ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সমীক্ষার বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও আইএমইডি বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করা;

২.৫ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের নমুনা সংগ্রহের ধারণাগত কাঠামো

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০টি জেলার অর্ন্তগত ১০০ উপজেলার ২০৫২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। এ পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়নের বিষয় বস্তু হচ্ছে:-

- ২০৫২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- পল্লী এলাকার সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২০৫২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পর্যালোচনা;
- গ্রাম্য এলাকায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদারকরণ পর্যালোচনা;
- গ্রামীণ মহিলাদের জীবন-মান উন্নয়নে ভূমিকা পালন বিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা; এবং

উপোরক্ত প্রধান বিষয়বস্তু ব্যতীত প্রকল্পটি প্রণয়নের পটভূমি, বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধন, অর্থায়ন, বাস্তবায়নের সময়, বছর ভিত্তিক অর্থমুক্তি ও ব্যয়, অর্থায়নে বিলম্ব, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করত চূড়ান্ত প্রতিবেদন সারণি ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পটির অধীনে বাস্তবায়িত কাজের কার্যকারিতা, উপকারিতা, সফলতা (Success story) এবং এ সকল কাজ টেকসই করার পথনির্দেশনা চিহ্নিত করাসহ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ অন্যতম প্রধান কাজ। উপরোক্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রাপ্ত দলিলাদি সহযোগে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপরোক্ত কার্যাবলী সুচারুভাবে সম্পন্ন করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিধির (TOR) বিন্যাস অনুসরণে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও উৎস নিম্নের ছকে দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	কাজের নাম	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
১	প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	প্রকল্প দলিল, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা।	প্রকল্প পরিচালক ও আইএমইডি।
২	আর্থিক সাল অনুযায়ী কর্ম-পরিকল্পনা, অর্থ বরাদ্দ, ব্যয়, প্রকল্পের বাস্তব ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং টেবিল ও চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন।	প্রকল্প দলিল, সমাপ্তি প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	ঐ
৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা এবং অসমাপ্ত কাজের কারণ পর্যালোচনা	ঐ	ঐ
৪	প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত মালামাল, যন্ত্রপাতি, সেবা ইত্যাদি ক্রয় এবং জনবল নিয়োগে আর্থিক বিধি বিধান ও সরকারি নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা এবং মালামালের গুণগত মান ও পরিমাণ/সংখ্যা ক্রয় চুক্তি অনুসারে করা হয়েছে কিনা এবং প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কাজের গুণগত মান সম্পর্কে মতামত প্রদান।	ক্রয় প্রক্রিয়া, দরপত্রের চুক্তি পত্র, সরকারের আর্থিক বিধিমালা, নিয়োগ নীতিমালা পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন কাজ সরেজমিনে পরীক্ষা ও পরিদর্শন।	ঐ + PCR, প্রকল্পের কাজ এবং এলাকা পরিদর্শন
৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ঝুঁকি, যেমন অর্থায়ন ও মালামাল ক্রয়ে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও খরচ বৃদ্ধি ইত্যাদি।	প্রকল্প দলিল, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা	ঐ + FGD ও KII
৬	প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কাজের কার্যকারিতা এবং উপকারিতা বিশ্লেষণ, বিশেষ সফলতার উপর আলোকপাত এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত কাজের উপকারিতা টেকসই করার বিষয়ে মতামত প্রদান।	মাঠ-পর্যায় হতে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পূর্বক এ সকল কাজের কার্যকারিতা ও উপকারিতা সনাক্তকরণ ও বিশেষ সফলতার তথ্য সংগ্রহ।	সুফলভোগীদের তথ্য সংগ্রহ, FGD এবং KII
৭	প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT)।	প্রকল্প দলিল, সমাপ্তি প্রতিবেদন, অর্থ ছাড়, ব্যয়, জনবল নিয়োগ, প্রকল্পের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, স্থানীয় লোকজনের প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে SWOT matrix অনুসরণে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।	প্রকল্প দলিল, অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্য এবং FGD ও KII ও সেকেন্ডারী উৎসের তথ্য
৮	Exit Strategy প্রণয়ন	প্রকল্পের অধীনে সমাপ্ত এবং অসমাপ্ত কাজের তথ্য এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত যাচাই ও উপস্থাপন।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত (KII)

২.৬ সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি (Methodology)

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা জরিপে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে প্রাথমিক (Primary) এবং মাধ্যমিক (Secondary) উভয় উৎস হতে সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২.৭ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রশ্নমালা ও ছক/চেকলিষ্ট

প্রকল্পের কার্যক্রম, প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য, চাহিদা ও মূল্যায়ন নির্দেশক এর উপর ভিত্তি করে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য নিম্ন লিখিত প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট প্রস্তুত করা হয়েছে (সংযোজনি ১-৬)।

- ✓ সুফলভোগী (Beneficiary) জরিপ প্রশ্নমালা (সংযোজনি-১)
- ✓ নিবিড় আলোচনা (KII) প্রশ্নমালা (সংযোজনি-২)
- ✓ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) গাইড লাইন (সংযোজনি-৩)
- ✓ কেইস স্টাডি (Case Study) গাইড লাইন (সংযোজনি-৪)
- ✓ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ ছক/চেকলিষ্ট (সংযোজনি-৫)

২.৮ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ:

২.৮.১ সংখ্যাগত সমীক্ষা জরিপ: যেকোন সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত জরিপের মাধ্যমে অভিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণের আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নির্ণয় করা হয়েছে।

২.৮.২ নমুনা এলাকা এবং নমুনার আকার নির্বাচন (Sample Area and Size Determination):

যে কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম কতটুকু সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণের ক্ষেত্রে অন্যতম কৌশল হচ্ছে বাস্তব কাজ পরিদর্শন ও সুফলভোগীদেরকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করা। প্রকল্পটি ০৭টি বিভাগ, ২০টি জেলা এবং ১০০টি উপজেলার মোট ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় ২০৫২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। বহুধাপী স্তরিত নমুনায়ন (Multi-stage stratified sampling) পদ্ধতিতে এই প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে । প্রথমে, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়নের জন্য দেশের ৭টি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ থেকে ২টি করে জেলা নির্বাচন করা হয়েছে, শুধুমাত্র সিলেট বিভাগে একটি মাত্র প্রকল্পভূক্ত জেলা থাকায় সেখান থেকে একটি এবং বেশী দরিদ্র এলাকা হিসেবে রংপুর বিভাগ থেকে ৩টি জেলাসহ মোট ১৪টি জেলা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর, প্রতিটি জেলা থেকে ২টি করে মোট ২৮টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি উপজেলা, জেলা সদরের কাছে এবং অন্যটি জেলা সদর থেকে দূরে নেয়া হয়েছে। ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অধিভুক্ত ২০৫২৫২টি গ্রামীণ পরিবার প্রকল্পের সুবিধা (সুফলভোগী) পেয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সমীক্ষার জন্য মোট সুফলভোগীদের মধ্য হতে নমুনা আকার নির্ধারণে পরিসংখ্যানিক নিম্নোক্ত সূত্র[1]Daniel, W.W. (1999). ব্যবহার করা হয়েছেঃ

[1] Daniel, W.W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in Health Sciences. 7th edn. New York, John Wiley & Sons

$$n = \frac{Z^2 PQN}{(N-1)\, e^2 + Z^2 PQ} * \ deff.$$

$$n = 1061 * 1.2$$

$$n = 1167$$

যেখানে,

N = ২,০৫২৫২ (উপকার পেয়েছেন)

P= সাফল্যের অনুপাত/সম্ভাব্যতা এবং Q= ১- P

Assumptions:

Z = 1.96 (The value of the standard variation at 95% confidence level)

p = 0.5 and q = 1-0.5

Margin of error (e) = 0.03 (the precision level at 3%)

Design effects (deff.) = 1.2

সুতরাং, উক্ত সূত্রটি ব্যবহার করে নমুনার আকার (n) গণনা করা হয়েছে, **n = ১২৭৩ ≈ ১২৮৮** জন, যা এই প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক। সংখ্যাগত জরিপে, প্রকল্প অফিস থেকে উত্তরদাতা সুফলভোগীদের তালিকা সংগ্রহ করে সরল দৈব নমুনা চয়নের (SRS) মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতিতে নমুনা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট নমুনা সুফলভোগীর সংখ্যা ১২৮৮ জন (সুফলভোগী **১০৬৪** জন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা **২২৪** জন) এর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যারা প্রকল্প থেকে সরাসরি উপকার পেয়েছেন। সুফলভোগীদের বিস্তারিত তথ্য সারণি ২.১ এ বিস্তারিত দেয়া হলোঃ

সারণি ২.১: সুফলভোগী এবং উপকারভোগী নয় এমন ব্যাক্তিদের তালিকা দেয়া হলো

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সুফলভোগী		**মোট (n)**
			সুফলভোগী	ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তা	
১. ঢাকা	১.ফরিদপুর	১. সদরপুর	৩৮	৮	৪৬
		২. নগরকান্দা	৩৮	৮	৪৬
	২.গোপালগঞ্জ	৩.গোপালগঞ্জ সদর	৩৮	৮	৪৬
		৪.মোকছেদপুর	৩৮	৮	৪৬
২. রাজশাহী	৩.রাজশাহী	৫.পুটিয়া	৩৮	৮	৪৬
		৬.দূর্গাপুর	৩৮	৮	৪৬
	৪. পাবনা	৭.পাবনা সদর	৩৮	৮	৪৬
		৮.আটঘরিয়া	৩৮	৮	৪৬
৩. রংপুর	৫. রংপুর	৯.রংপুর সদর	৩৮	৮	৪৬
		১০.মিঠাপুকুর	৩৮	৮	৪৬
	৬. কুড়িগ্রাম	১১.ভুরুঙ্গামারি	৩৮	৮	৪৬
		১২.চিলমারী	৩৮	৮	৪৬
	৭. লাল মনিরহাট	১৩.হাতিবান্ধা	৩৮	৮	৪৬
		১৪.কালিগঞ্জ	৩৮	৮	৪৬
৪. বরিশাল	৮. বরগুনা	১৫.বরগুনা সদর	৩৮	৮	৪৬
		১৬.আমতলী	৩৮	৮	৪৬
	৯. পটুয়াখালী	১৭.পটুয়াখালী সদর	৩৮	৮	৪৬
		১৮.কলাপাড়া	৩৮	৮	৪৬
৫. চট্রগ্রাম	১০. বি-বাড়িয়া	১৯.বি-বাড়ীয়া সদর	৩৮	৮	৪৬

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সুফলভোগী		মোট (n)
			সুফলভোগী	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা	
		২০.কসবা	৩৮	৮	৪৬
	১১. কুমিল্লা	২১.কুমিল্লা সদর (উত্তর)	৩৮	৮	৪৬
		২২.দাউদকান্দি	৩৮	৮	৪৬
৬. সিলেট	১২. সুনামগঞ্জ	২৩.ধর্মপাশা	৩৮	৮	৪৬
		২৪.জামালগঞ্জ	৩৮	৮	৪৬
৭. খুলনা	১৩. ঝিনাইদহ	২৫.হরিণাকুন্ড	৩৮	৮	৪৬
		২৬.কোর্টচাঁদপুর	৩৮	৮	৪৬
	১৪. কুষ্টিয়া	২৭.কুষ্টিয়া সদর	৩৮	৮	৪৬
		২৮.ভেড়ামারা	৩৮	৮	৪৬
মোট	**১৪টি**	**২৮টি**	**১০৬৪**	**২২৪**	**১২৮৮**

২.৮.৩ গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিসমূহ: গুণগত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে KII, FGD, সরেজমিনে পরিদর্শন, কেইস স্টাডি এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII): গুণগত তথ্য অনুসন্ধানের অন্যতম পন্থা "কেআইআই" (KII)। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্পর্কিত মতামত, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব, স্থানীয় এলাকায় কর্মসংস্থান ও প্রভাব, স্থানীয় এলাকায় প্রশিক্ষণের প্রভাব, SWOT ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য কেআইআই পরিচালনা করা হয়। কেআইআই দাতাগণের মতামত গ্রহণের জন্যে Structured Questionnaire (সংযুক্তি-৩) ব্যবহার করা হয়। সমীক্ষা সময়ের সীমাবদ্ধতা, প্রকল্পের বিস্তৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রকল্প এলাকার প্রায় ৪০জনের কেআইআই গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় চেয়ারম্যান/মহিলা মেম্বার, মহিলা উদ্যোক্তা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে কেআইআই গ্রহণ করা হয়। কেআইআই হতে প্রাপ্ত ফলাফল ৩.১০ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

খ) দলীয় আলোচনা (FGD): প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগের প্রতিটি বিভাগে ১টি করে সর্বমোট ৭টি FGD পরিচালনা করা হয়েছে। এফজিডিতে সুফলভোগীরা ছাড়াও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষক, কৃষিবিদ, কৃষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি'তে ১২-১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এফজিডি'র চেকলিষ্ট **সংযুক্তি ৪ এ** প্রদান করা হয়েছে। এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল ৩.৯ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

গ) কেস স্টাডি (Case Study)

প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী সদস্যদের পুঁজি গঠন, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা কার্যক্রম, সুফলভোগী সদস্যদেরকে সরকারী, বেসরকারী ও অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প এলাকায় ৫টি কেস স্টাডি করা হয়েছে। কেইস স্টাডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল ৩.১৩ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

ঘ) সরেজমিনে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৭টি বিভাগের ২০টি জেলায় ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা যাচাই এর জন্য মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ/যাচাইকরণ/পরিবীক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। সরিজমিনে পরিদর্শনের ফলাফল ৩.৮ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রভাব, আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রভাব, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ঋণ বিতরণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আইএমইডি'র সাথে পরামর্শক্রমে প্রকল্পের আওতায় রংপুর সদর উপজেলায় ১টি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে আইএমইডি'র প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিনিধি, প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী, কৃষক, নারী উদ্যোক্তা, ব্যাবসায়ি এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় নূন্যতম ৫০ জন (পুরুষ/মহিলা) সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২.৮.৪ প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সর্বমোট সংগৃহীতব্য নমুনার বিন্যাস:

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সর্বমোট সংগৃহীতব্য নমুনার বিন্যাস নিম্নের সারণি-২.৩ এ দেয়া হলো।

সারণি-২.৩: প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য সংগৃহীতব্য নমুনার বিন্যাস

ক্রমিক নং	নমুনার ধরন	নমুনার সংখ্যা	উত্তরদাতা ও তথ্য-সংগ্রাহক	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম
১	সুফলভোগিদের জরীপ	**১২৮৮** জন সুবিধাভোগি	সুফলভোগি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তথ্যসংগ্রহকারী	প্রশ্নমালা সংযুক্তি-১ ও ২
২	প্রধান তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার (KII)	৪০টি	প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউপি সদস্য ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার	সংযুক্তি-৩
৩	দলীয় আলোচনা (FGD)	৭টি এফজিডি ৭*১২ =৮৪ জন	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, নারী উদ্যোক্তা ও অন্যান্য	সংযুক্তি-৪
৪	কেইস স্টাডি (Case Study)	৫টি	প্রকল্পের সুফলভোগী	সংযুক্তি-৫
৫	সরেজমিনে পরিদর্শন	২০টি জেলা	পিডিবিএফ কর্মকর্তা এবং প্রভাব মূল্যায়নের বিশেষজ্ঞগণ, এবং তথ্য সংগ্রহকারী	-
৬	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১টি (৫০ জন)	আইএমইডি প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা, সুফলভোগী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় অন্যান্য স্টেকহোল্ডার	-
৭	জাতীয় কর্মশালা	১টি (৮০ জন)	পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, সিপিটিইউ এর প্রতিদিধি, প্রকল্প পরিচালক এবং জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডার	-
সর্বমোট নমুনার সংখ্যা =		**১,৫৬৭**		

২.৯ সেকেন্ডারি উৎসের তথ্য সংগ্রহ

প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি, পিসিআর, আইএমইডির প্রতিবেদন ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকার জনগণের আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য পিডিবিএফ এর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং Website হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.১০ তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা

পরামর্শকদের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা অনুসারে প্রস্তাবিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য-সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কাজ পরিবীক্ষণ: সংখ্যাগত সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা/নির্দেশনা/চেকলিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী মোট ১,২৮৮ জন এবং গুণগত তথ্যর জন্য ৪০টি কেআইআই, ৭টি এফজিডি, ৫টি কেস স্ট্যাডির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৪ জন তথ্য সংগ্রাহক এবং ৪ জন অভিজ্ঞাতাসম্পন্ন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানে ২দিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আইএমইডি'র প্রতিনিধি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অতঃপর তাদেরকে নির্বাচিত নমুনা সংগ্রহের এলাকায় প্রেরণ করা হয় এবং তারা নির্দিষ্ট এলাকায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। টীম লিডার ও পরামর্শকবৃন্দ সমীক্ষা এলাকা পরিদর্শন করে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন এবং সংগৃহীত উপাত্তের কাঙ্খিত মান অর্জন নিশ্চিত করেন। সারণি-২.৪-এ উপাত্ত সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা দেখানো হলো।

সারণি-২.৪: উপাত্ত সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমসমূহ

১. নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ পর্যায়	• অভিজ্ঞ ও দক্ষ তথ্য-সংগ্রহকারী নিয়োগ প্রদান • তথ্য-সংগ্রহকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান • মাঠ পর্যায়ে অনুশীলন
২. তথ্য সংগ্রহ পর্যায়	• সমীক্ষা টীমের উপস্থিতি মনিটর করা • সাক্ষাৎকার গ্রহণ সরাসরি পর্যবেক্ষণ • সাক্ষাৎকার চলাকালীন বা পরবর্তী যাচাইকরণ (৫% নমুনা দৈব-চয়নের মাধ্যমে পরীক্ষা করা) • 'জানিনা' উত্তরসমূহ (non-responsive) দৈব-চয়নের মাধ্যমে মাঠ-পর্যায়ে পরীক্ষা করা • সংগৃহীত অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পূনঃ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। • তথ্য বাদ যাওয়া (missing) নিয়ন্ত্রণ করা
৩. উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়	• অশোধিত তথ্য-উপাত্ত (raw data) পরবর্তীতে সম্পাদনা (editing) করা • উপাত্ত পরিমার্জন ও সংশোধন • কম্পিউটারে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে ক্রস-চেকিং করা

তথ্য সম্পাদনা ও কোডিং

পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামর্শক কর্তৃক সম্পাদনা করে ফক্সপ্রো প্রোগ্রামে ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১১ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন

প্রারম্ভিক প্রতিবেদনঃ চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ৪০ কপি দাখিল করা হয়। প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের বিবরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কর্ম-পরিকল্পনা, তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট, নমুনার আকার এবং কার্য এলাকা ইত্যাদি প্রদান করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত এবং টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ২০ (বিশ) কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য দাখিল করা হয়। স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদন অনুমোদন ক্রমে মাঠ-পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে।

১ম খসড়া প্রতিবেদনঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে ১ম খসড়া প্রতিবেদনের ৪০ কপি দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং টেকনিক্যার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ১ম খসড়া প্রতিবেদনের ২০ (বিশ) কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য দাখিল করা হয়েছে।

২য় খসড়া প্রতিবেদনঃ স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদন সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে ২য় খসড়া প্রতিবেদন জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপনের জন্য ৮০ কপি প্রদান করা হয়েছে।

খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ জাতীয় কর্মশালার সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে টেকনিক্যাল কমিটি সভায় ৩০ কপি দাখিল করা হয়েছে।

চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মতামত ও নির্দেশনা অনুসারে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ৬০ কপি (বাংলা-৪০ ও ইংরেজীতে-২০) মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, আইএমইডি বরাবর দাখিল করা হবে।

২.১২ কর্ম-পরিকল্পনা (Work Plan)

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম চার মাসের মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে যে সময়-ভিত্তিক কর্মসূচি অনুসরণ করা হয়েছে তা নিম্নের গ্যান্ট-চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো।

কার্যক্রম (Activity)		সপ্তাহভিত্তিক কর্মসূচি (বার-চার্টে)															
		মাস-১				মাস-২				মাস-৩				মাস-৪			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
১	প্রকল্পের ডকুমেন্ট সমূহ সংগ্রহ করা, প্রশ্নমালাসহ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন																
২	টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন করতঃ স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন এবং অনুমোদন																
৩	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ																
৪	মাঠ পর্যায়ে সংখ্যাগত খানা জরিপের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ																
৫	গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ (KII, FGD, Infrastructure observation)																
৬	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন																
৭	সংগৃহীত ডাটা কোডিং, কম্পিউটারে এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণ																
৮	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন																
৯	টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী ১ম খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন																
১০	স্টিয়ারিং কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১ম খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও দাখিল																
১১	জাতীয় পর্যায় কর্মশালায় ২য় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন																
১২	কর্মশালার নির্দেশনা অনুযায়ী চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন																
১৩	টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন																
১৪	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল (বাংলা ও ইংরেজিতে)																

চিত্র-৩.১: গ্যান্ট-চার্টে কর্ম-পরিকল্পনা

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি/আরএডিপি'তে অর্থ-বরাদ্দ, ছাড়, প্রকৃত ব্যয় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি ২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরে শুরু হয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বিগত অর্থ-বছরগুলোতে জিওবি অংশে অর্থ-বরাদ্দ ও অর্থ-ছাড়ে কোন বিলম্ব হয়নি। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৩৪২৮.৮৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় করা হয়েছে ৩৩৪১০.৯৫ লক্ষ টাকা বা ৯৯.৯৪%। এছাড়া, প্রকল্পটি জিওবি অংশে ১৮.২৯ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে উক্ত বছরগুলোতে প্রকল্পের আওতায় অর্থ বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণী নিম্নের সারণি ৩.১ এ দেয়া হলো-

সারণি: ৩.১- প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ-বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয় **(লক্ষ টাকায়)**

অর্থ-বছর	বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অর্থ-ছাড়	প্রকৃত ব্যয় এবং ভৌত অগ্রগতি			
	জিওবি	পিডিবিএফ (নিজস্ব অর্থ)	মোট আর্থিক	ভৌত (%)		জিওবি	পিডিবিএফ (নিজস্ব অর্থ)	মোট আর্থিক	ভৌত (%)
১	৩	৪	২	৫	৬	৮	৯	৭	১০
২০১২-১৩	১০১৯.৮৭	১০০০	২০১৯.৮৭	৭.৪৫	১০১৯.৬৭	১০১৩.৮৭	১০০০.০০	২০১৩.৮৭	৭.৪৫
২০১৩-১৪	৩২০০.০০	২০০০.০০	৫২০০.০০	১৩.৭৬	৩২০০.০০	৩১৯৯.৮৯৩২	২০০০.০০	৫১৯৯.৮৯৩২	১৩.৭৬
২০১৪-১৫	৩৭০০.০০	২০০০.০০	৫৭০০.০০	১৪.২৬	৩৭০০.০০	৩৬৯৯.৯৮১২	২০০০.০০	৫৬৯৯.৯৮১২	১৪.২৬
২০১৫-১৬	৫৮০০.০০	২০৫০.০০	৭৮৫০.০০	২২.৮৮	৫৮০০.০০	৫৮০০.০০	২০৫০.০০	৭৮৫০.০০	২২.৮৮
২০১৬-১৭	৭০০০.০০	৫০.০০	৭০৫০.০০	১৮.০৪	৭০০০.০০	৬৯৯৯.৭৫	৫০.০০	৭০৪৯.৭৫	১৮.০৪
২০১৭-১৮	৫৫৫৯.০০	৫০.০০	৫৬০৯.০০	২৩.৬১	৫৫৫৯.০০	৫৫৪৭.৪৫৭৩	৫০.০০	৫৫৯৭.৪৫	২৩.৬১
মোট	**২৬২৭৮.৮৭**	**৭১৫০.০০**	**৩৩৪২৮.৮৭**	**১০০**	**২৬২৭৮.৬৭**	**২৬২৬০.৯৫**	**৭১৫০.০০**	**৩৩৪১০.৯৫**	**১০০**

উৎসঃ পিসিআর

৩. ২ প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রম এবং প্রকৃত অর্জন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের মূল কাজ ছিল ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় ২০৫২৫২টি পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুঁজি গঠন এবং আইজিএ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। সে লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে প্রকল্পের অর্জন নিম্নে দেয়া হলো-

ক) প্রধান প্রধান কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রম	একক	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	অঞ্চল অর্ন্তভুক্তি	সংখ্যা	৬	৬	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে
০২	জেলা অর্ন্তভুক্তি	সংখ্যা	২০	২০	
০৩	উপজেলা অর্ন্তভুক্তি	সংখ্যা	১০০	১০০	
০৪	সমিতি গঠন	সংখ্যা	৬০০০	৬৩১৪	লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৩১৪টি সমিতি গঠন বেশি অর্জন করা হয়েছে
০৫	সুফলভোগী অন্তর্ভুক্তি	জন	২০৫২৫২	২০৯৭৯৯	লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৪৫৪৭ জন সুবিধাভোগী বৃদ্ধি পেয়েছে
০৬	পুঁজি/আমানত গঠন	লক্ষ টাকা	৫৮০০.০৫	৮০৪৫.৯২	প্রকল্প শেষে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৩৮.৭২% বেশি আমানত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।
০৭	ঋণ বিতরণ	লক্ষ টাকা	১৯৬৫০.০০	১০৯৬৫০.০০ (ক্রমপুঞ্জিত)	চাহিদার ভিত্তিতে বাস্তব পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৯০,০০০ লক্ষ টাকা বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
০৮	ঋণ সংগ্রহ	লক্ষ টাকা	১০০%	৯৮%	ঋণ সংগ্রহ ছিল সন্তোষজনক।

খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ/ সেমিনার	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন		মন্তব্য
		সংখ্যা	জনমাস	সংখ্যা	জনমাস	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ						
১	Expouser	৮ ব্যাচ ৭৮ জন	৭ দিন (প্রতি ব্যাচ)	৮ ব্যাচ ৭৮ জন	৭ দিন (প্রতি ব্যাচ)	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন সম্ভব হয়েছে।
(খ) স্থানীয় প্রশিক্ষণ						
১	স্টাফ প্রশিক্ষণ	৫০ ব্যাচ ১২৫০ জন	৩ দিন (প্রতি ব্যাচ)	৫০ ব্যাচ ১২৫০ জন (তন্মধ্যে প্রকল্পভূক্ত ৮৫০ জন)	৩ দিন (প্রতি ব্যাচ)	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন সম্ভব হয়েছে।
২	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ: সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব	৩২৩০ ব্যাচ ৮০৭৫০ জন	৩ দিন (প্রতি ব্যাচ)	৩২২৯ ব্যাচ ৮০৭২৫ জন	৩ দিন (প্রতি ব্যাচ)	লক্ষ্যমাত্রা থেকে ১ ব্যাচ কম প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৩	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ: দক্ষতা উন্নয়ন	৩২৩০ ব্যাচ ৮০৭৫০ জন	৩ দিন (প্রতি ব্যাচ)	৩২২৯ ব্যাচ ৮০৭২৫	৩ দিন (প্রতি ব্যাচ)	
৪	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ: প্যারাটেকনিশিয়ান	১২ ব্যাচ ৩০০ জন	৭ দিন (প্রতি ব্যাচ)	১২ ব্যাচ ৩০০ জন	৭ দিন (প্রতি ব্যাচ)	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন সম্ভব হয়েছে।
(গ) কর্মশালা/সেমিনার						
১	কর্মশালা/সেমিনার	৮টি	১ দিন	৮টি	১দিন	৮টি কর্মশাল/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উৎসঃ পিসিআর

গ) সমিতি গঠন:

নিম্নে সমিতি গঠন, ঋণী সদস্য, ঋণ বিতরণ এবং ঋণ আদায়ের হার নিম্নে দেয়া হলো-

১. সমিতি গঠনের তারিখ	: প্রকল্প শুরু থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত
২. মোট সদস্য	: ২,০৯,৭৯৯ জন
৩. ঋণী সদস্য	: ৯৬৮৪০ জন
৪. ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ	: ৮০৭.৮৬ কোটি টাকা
৫. ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	: ১০৯৬.৫০ কোটি টাকা
৬. মাঠে পাওনা স্থিতি	: ২২৪.৪২ কোটি
৭. সাধারণ সঞ্চয় স্থিতি	: ৪৩.১৯ কোটি
৮. মেয়াদী আমানত স্থিতি	: ৩১.৪৪ কোটি
৯. সোনালী সঞ্চয় স্থিতি	: ৫.৮২ কোটি
১০. উল্লেখযোগ্য আইজিএ	: গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যাবসা, পল্লী পরিবহনসহ অন্যান্য।
১১. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা	: ১,৬৩,০০০ জন
১২. ঋণ আদায়ের হার (%)	: ৯৮% যা সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পর্যালোচনঃ পিডিবিএফ এর ঋণ পরিচালনা নীতিমালা (COP) অনুযায়ী বাস্তবে সমিতি গঠন করা হয়। সমিতির সদস্য নির্বাচনে ঋণ পরিচালনা নীতিমালা (COP) অনুযায়ী বাস্তবে বেশ কিছু নিয়ম অনুসরণ করা হয় যেমন-

১. গ্রামের অসুবিধাগ্রস্থ ও দরিদ্র মহিলাগণ সম্প্রসারণ প্রকল্পের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান।
২. পরিবারের গড় মাসিক আয় ৬,০০০/ টাকার বেশি নয় (প্রকল্পের আওতায় সকল উপকারভোগীই দরিদ্র ছিল)।
৩. নিজের এবং পরিবারের মোট আবাদযোগ্য পরিমাণ ১.০০ একরের বেশি নয় কিংবা আবাদযোগ্য জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ গড় মাসিক আয়ের বেশি নয়।
৪. কায়িক শ্রম পরিবারের আয়ের প্রদান উৎস।
৫. বয়স সীমা ১৮ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে কর্মক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা বিশেষ অবস্থায় সর্বোচ্চ বয়সের সীমা শিথিল করতে পারবেন।
৬. সংশ্লিষ্ট গ্রামে স্থায়ী বাড়ী থাকতে হবে।
৭. আংশিক বা পুরোপুরি মূলধনের অভাব সম্পন্ন কিন্তু আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করার মত যোগ্যতা বা পারদর্শিতা থাকতে হবে।
৮. মহাজন বা অন্য কোন ঋণ প্রদানকারী সংস্থার কাছে তিনি অথবা তার পরিবারের কোন সদস্য দায়গ্রস্থ নন।
৯. পারস্পরিক সহযোগীতার মনোভাবাপন্ন হতে হবে।
১০. সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন হতে হবে।
১১. মানসিক ভারসাম্যহীন, মাদকাসক্ত, জুয়াড়ী, মামলাবাজ অথবা দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হতে পারবেন না।

পিডিবিএফ এর ঋণ পরিচালনা নীতিমালা (COP) অনুযায়ী বাস্তবে সমিতি গঠন করা হয় এবং সমিতির সদস্য নির্বাচনের নীতিমালাগুলো সঠিক ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। দেখা যায় যে, ডিপিপি অনুযায়ী সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬,০০০টি এবং প্রকৃত বাস্তবায়ন করা হয় ৬,৩১৪টি। অর্থাৎ, ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৩১৪টি সমিতি বেশি গঠন করা সম্ভব হয়েছে। সমিতির মোট ঋণী সদস্য ছিল ৯৬৮৪০ জন। ঋণী সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয় ৮০৭.৮৬ কোটি টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ করা হয় মোট ১০৯৬.৫০ কোটি টাকা। তবে, বাস্তবে ঋণ আদায়ের হার ছিল ৯৮% যা সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যাবসা, পল্লী পরিবহনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সংহতি দল গঠন:

- ❖ সংহতি দল হলো সদস্যদের প্রাথমিক স্তর এবং প্রকল্প ও সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই প্রকল্পের সকল আর্থিক এবং সামাজিক সেবা কার্যক্রম সংহতি দলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রকল্পের ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় সংহতি দল ঋণের সমবেত জামানত হিসেবে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষমতায়নের ধারক হিসেবে বিবেচিত হয়।
- ❖ উল্লিখিত যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্য পূরণ করে যারা প্রকল্পের নিয়ম ও নীতিমালা মেনে চলতে সম্মত হন এমন ৫ জন পুরুষ বা মহিলা আলাদাভাবে সংহতি দল গঠন করা হয়। একই সংহতি দলে একসাথে পুরুষ এবং মহিলা সদস্য রাখা হয়না।
- ❖ আগ্রহী ব্যক্তিগণ নিজেরাই তাদের দলের সদস্য নির্বাচন করেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পোপন করে সদস্য হন তাহলে, ভুল তথ্য অবহিত হওয়ার সাথে সাথেই তার সদস্যপদ বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন মাঠ সংগঠক এবং উক্ত সদস্যের দায়দেনার ব্যাপারে সংহতি দল দায়ি থাকেন। তবে সম্পূর্ণ দায়দেনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সদস্য পদ বাতিল করা হয় না।
- ❖ এক পরিবার থেকে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি সংহতিদলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পান।
- ❖ দলের সদস্যগণকে সমমনোভাবাপন্ন এবং কম-বেশি আয় গ্রুপের মধ্যে থেকে হয়।
- ❖ এলাকার ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করে সংহতি দল গঠন করা হয়।

সংহতি দল গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

ক) স্বল্পতম সময়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সদস্যগণকে তাদের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করা;
খ) সদস্যদের সমবেতভাবে সমস্যা সমাধানে আস্থাশীল ও শক্তি অর্জনে সহায়তা করা;
গ) যৌথ নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধিকরা;
ঘ) আর্থিক শৃংখলা আনয়নে দলগত চাপ এবং সমর্থন করা;
ঙ) দলীয় কার্যক্রমে প্রতিযোগীতা মনোভাব সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের আওতায় সংহতি দল গঠনের মাধ্যমে উপকারভোগীদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা হয়েছে মর্মে প্রতীয়ন হয়।

সংহতী দল ও সমিতি গঠনের নিয়মাবলীঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে সংহতী দল ও সমিতি গঠনে যে ধরণের নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয়েছে তা নিম্নে প্রদান করা হলো-

- ➢ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা (ইউডিবিও) সর্বপ্রথম সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ভৌগলিক সীমা নির্ধারণ পূর্বক কার্যালয়ের মানচিত্র প্রণয়ন করেন। সাধারণতঃ উপজেলা কার্যালয় থেকে ১২ (বার) কিঃমিঃ ব্যাসার্ধের মধ্যে (যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর দূরত্ব বিবেচনা করে) এলাকায় একটি উপজেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এলাকা নির্ধারণ মানচিত্র প্রণয়নের ব্যাপারে উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা উপ-পরিচালকের সাথে পরামর্শ করেন।
- ➢ একটি নতুন এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগণের সমন্বয়ে এলাকাভিত্তিক আঞ্চলিক সভার আয়োজন করে সংহতি দল ও সমিতি গঠনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- ➢ মাঠ সংগঠক এলাকা পরিদর্শন এবং সম্ভাব্য সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যখনই ১৫ জনের মত লোক সংহতি দল গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, মাঠকর্মী তাদের ঘরবাড়ী পরিদর্শন করেন এবং তাদের যোগ্যতা নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত সদস্যদের সদস্য হওয়ার আবেদন পত্র ও ব্যক্তিগত তথ্যবলী পূরণ করেন।
- ➢ মাঠ সংগঠক উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার সঙ্গে এলাকা সম্বন্ধে এবং সংহতি দল/সমিতি গঠনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করেন। উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা নিজে এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সম্ভাব্য সদস্যগণের সঙ্গে করা বলেন। যখন তিনি তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হন তখন তিনি মাঠ সংগঠককে সংহতি দল এবং সমিতি গঠনে অগ্রসর হতে অনুমতি প্রদান করেন।

ঘ) ঋণ কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের মোট লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	মন্তব্য
১	**মোট ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)**	**৩১১.৬৫**	**১০৯৬.৫০**	প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রার থেকে বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ঋণ আদায়ের হার ছিল ৯৮% যা সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়।
	ক্ষুদ্র ঋণ (কোটি টাকায়)	২০৯.৮৪	৮০৭.৮৬	
	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ (কোটি টাকায়)	১০১.৮১	২৮৮.৬৪	
২	**মোট ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)**	**২৭৯.১৩**	**১০০৮.৭৪**	
	ক্ষুদ্র ঋণ (কোটি টাকায়)	১৯৮.৭৮	৭৬৩.২০	
	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ (কোটি টাকায়)	৮০.৩৫	২৪৫.৫৮	
৩	**মাঠে পাওনা ঋণ**	**১৯৭.১৭**	**২২৪.৪২**	
	ক্ষুদ্র ঋণ (কোটি টাকায়)	১২৬.০৪	১৪১.৬১	
	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ (কোটি টাকায়)	৭১.১৩	৮২.৮১	
৪	**ঋণ আদায়ের হার (%)**	**১০০%**	**৯৮%**	

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

ঙ) পিডিবিএফ এর বর্তমান অবস্থা যাচাই

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পিডিবিএফ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। সমীক্ষাকালী সময়ে তাই প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী পিডিবিএফ এর সম্প্রসারণ প্রকল্পভুক্ত কর্ম এলাকার (রংপুর, নাটোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, পটুয়াখালী ও কুমিল্লা) বর্তমান সময় পর্যন্ত কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পিডিবিএফ এর বর্তমান চিত্র নিম্নের সারণি ৩.২ এ দেয়া হলো-

সারণি: ৩.২ পিডিবএফ এর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা

ক্র: নং	বিবরণ	জুন, ২০১৮ ইং পর্যন্ত স্থিতি	এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত স্থিতি	হ্রাস/বৃদ্ধি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মোট সমিতি (সংখ্যা)	৬৩১৪	৭৩৪৬	**১০৩২**	প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সমিতি এবং সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জানা যায় যে, কোভিড-১৯ এর কারণে খেলাপি স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	মোট সদস্য (জন)	২০৯৭৯৯	২৪৮৬০৭	**৩৮৮০৮**	
৩	ঋণী সদস্য (জন)	৯৬৮৪০	১২৯১৩০	**৩২২৯০**	
৪	খেলাপী সদস্য (জন)	৩২০১২	৫০৯৮৬	**১৮৯৭৪**	
৫	মাঠে পাওনা (কোটি টাকা)	২২৪.৪২	২৯৫.৭৫	**৭১.৩৩**	
৬	মোট খেলাপী স্থিতি (কোটি টাকা)	১৩.৮৯	৪৮.৯৮	**৩৫.০৯***	
৭	ঋণ আদায়ের হার (%)	৯৮%	৯৭%	**১%**	
৮	সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকা)	৮০.৪৬	১৮০.০৪	**৯৯.৫৮**	

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

৩.৩ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য ক্রয়ের ২৪টি ও সেবা ক্রয়ের ০১টি প্যাকেজ রয়েছে। আরডিপিপি-তে প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের পণ্য ও সেবা ক্রয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.৩.১ পণ্য ক্রয় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের ২৪টি প্যাকেজ রয়েছে। বাস্তবে ২৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী করা হয়েছে এবং ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পণ্য ক্রয়ের মধ্যে প্রধান প্রধান ক্রয় ছিল, জীপ-১টি ও ১০০টি মোটরসাইকেল, ডেস্কটপ কম্পিউটার-৪০০টি, বাই-সাইকেল ৬০০টি এবং অফিস আসবাবপত্র। প্রকল্পের প্রতিটি ক্রয় কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্পন্ন করেছেন। নিম্নে প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের প্রধান প্রধান প্যাকেজগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

১। **GD-1 Vehicle (Jeep-01 and Motor Cycle-100):** এ প্যাকেজের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী ১টি জীপ গাড়ী ও ১০০টি মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদ ২০২.০৩ লক্ষ টাকার সংস্থান উল্লেখ রয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি: ৩.২ **GD-1 Vehicle (Jeep-01 and Motor Cycle-100)**

পর্যায়	প্যাকেজ নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তির কাজ সম্পন্ন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
প্রাক্কলিত	GD-1 Vehicle (Jeep-01 and Motor Cycle-100)	১০১	DPM	PD/MD	২০২.০৩	-	০৫.০৬.২০১৩	প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্য একই দিয়ে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছ।
প্রকৃত	Jeep	০১	DPM	MD		৭৯.০৩	০৬.০৫.২০১৩	
	Motor Cycle	১০০	DPM	PD		১২৩.০০	০৩.০৬.২০১৩	
মোট					**২০২.০৩**	**২০২.০৩**		

উৎসঃ আরডিপিপি ও প্রকল্প অফিস

জীপ ক্রয়-১টি: প্রকল্পের জন্য জীপ গাড়ী ক্রয়ের নিমিত্তে প্রকল্প অফিস হতে আরডিপিপির মডেল অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর অনুকূলে (Mitsubishi Pajero 4x4LWB Jeep/Wagon Model-V31VHNDRB -2350cc) গত ১৬.০৩.২০১৩ তারিখে একটি পত্র প্রদান করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড প্রকল্পের অনুকূলে ২৩৫০ সিসির ৫ দরজা ও ৭ আসন বিশিষ্ট Mitsubishi Pajero 4x4LWB Jeep/Wagon Model-V31VHNDRB মডেলের জীপগাড়ী বিস্তারিত বিবরণসহ (Engine Specification: Model-4G64, Type-4 cyl in line, 4 stroke, 16 valve, SOHC, water cooled, petrol engine, Displacement- 2350cc, Power- 86 KW (117 PS)/ 5500 rpm, Torque- 188 N-m (19.2 Kgm/3000 rpm.) সরবরাহের জন্য ১৭.০৩.২০১৩ তারিখে ৭৯.০৩ লক্ষ টাকার কোটেশন প্রদান করেন। পরবর্তীতে গত ০৬.০৫.২০১৩ তারিখে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের কোটেশন অনুযায়ী ৭৯.০৩ লক্ষ টাকায় ১টি Mitsubishi Pajero 4x4LWB Jeep/Wagon Model-V31VHNDRB -2350cc জীপ গাড়ী ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়। মূলত প্রকল্প পরিচালকের প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন, তদারকি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য জীপ গাড়ীটি ক্রয় করা হয় এবং প্রকল্প মেয়াদ শেষে জীপ গাড়ীটি পিডিবিএফ এ স্থানান্তরিত হয়। গাড়ীটি বর্তমানে কার্যকর ও চলমান আছে এবং পিডিবিএফ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।

মোটরসাইকেল ক্রয়-১০০টি: মোটরসাইকেল ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ২৮/০৫/২০১৩ তারিখে প্রকল্প পরিচালক, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এটলাস বাংলাদেশ লিঃ ২৫৬-২৫৭, টংগী, গাজীপুর, বরাবর ১০০টি মোটর বাইক এর কোটেশন প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে বিক্রয় বিভাগীয় প্রধান পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ১০০ সিসি মডেলের ১০০টি মোটরসাইকেল এর জন্য এর সর্বমোট ১,২৩,০০০,০০.০০ (এক কোটি তেইশ লক্ষ) টাকার মূল্য নির্ধারণ করে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা অনুযায়ী এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে টেন্ডার ব্যতিত সরাসরি ক্রয়ের লক্ষ্যে মূল্যবান ক্রয়াদেশ প্রদান করার জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়। উক্ত চিঠির পরিপ্রেক্ষীতে ৩০/০৫/২০১৩ তারিখে প্রকল্প পরিচালক ১০০টি মোটরসাইকেল এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে (টিভিএস/বাজাজ মোটরসাইকেল, স্পোর্ট/জেনারেল/অন্যান্য, ১০০ সিসি, রং-লাল-কালো/নীল-কালো) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় নিকট কার্যাদেশ প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে ০৬/০৬/২০১৩ তারিখে ১০০টি মোটরসাইকেল এর Delivery Order হয় এবং একই তারিখে Gate Pass হয়।

২। **GD-3 Office Furniture:** এ প্যাকেজের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী ৪২২টি আসবাপত্র ক্রয় বাবদ ১০১.২১ লক্ষ টাকার সংস্থানের উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত দেয়া হলো-

সারণি: ৩.৩ **GD-3 Office Furniture**

পর্যায়	প্যাকেজ নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে চুক্তি মূল্য কম/বেশি (%)	দরপত্র আহবান	চুক্তির কাজ সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		৯
প্রাক্কলিত	GD-3-Office Furniture	৪২২	OTM	PD/MD	১০১.২১	--	--	১৮/০৪/২০১৩	২৯/০৬/২০১৩
প্রকৃত	GD-3-Office Furniture	৪২২	OTM	PD	--	১০২.৫০	১.২৭% বেশি	২২/০৪/২০১৩	৩০/০৬/২০১৩

উৎসঃ আরডিপিপি ও প্রকল্প অফিস

GD-3 Office Furniture এ প্যাকেজের আওতায় বাস্তবে OTM পদ্ধতিতে গত ২২/০৪/২০১৩ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র বাংলা (দৈনিক ইত্তেফাক-২২.০৪.২০১৩) ও ইংরেজী (The New Age-২২.০৪.২০১৩) পত্রিকার পাশাপাশি সিপিটিইউ (২৪.০৪.২০১৩) এর ওয়েবসাইডেও প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র বিক্রির সংখ্যা ছিল ০৪টি, প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ছিল ০৪টি। রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিল ০২টি। ১২/০৫/২০১৩ তারিখে দরপত্র খোলা হয় এবং ১৯/০৫/২০১৩ তারিখে দরপত্র প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়। এরপর পারটেক্স ফার্নিচার ইন্ড্রাস্টিজ লিমিটেড'কে ২০/৫/২০১৩ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। NOA প্রদানের ৯দিন পর ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে ১০২.৫০ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ৩০/০৬/২০১৩ তারিখে চুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৩। **GD-10 Bi-cycle:** এ প্যাকেজের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী ৬০০টি বাই-সাইকেল ক্রয় বাবদ ৭২.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল OTM। ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি: ৩.৪ **GD-10 Bi-cycle**

পর্যায়	প্যাকেজ নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে চুক্তি মূল্য কম/বেশি (%)	দরপত্র আহবান	চুক্তির কাজ সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		৯
প্রাক্কলিত	**GD-10** - Bi-cycle	৬০০	OTM	PD	৭২.০০	--	--	০৯/০৩/২০১৫	৩০/০৬/২০১৫
প্রকৃত	**GD-10** - Bi-cycle	৬০০	OTM	PD	--	৭১.২৫	১.০৪% কম	১২/০৩/২০১৫	৩০/০৬/২০১৫

উৎসঃ আরডিপিপি ও প্রকল্প অফিস

বাস্তবে উক্ত প্যাকেজের আওতায় ৬০০টি বাই-সাইকেল ক্রয়ের নিমিত্তে OTM পদ্ধতিতে ই-জিপিতে গত ১২/০৩/২০১৫ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র বাংলা (দৈনিক জনকন্ঠ-১৩.০৩.২০১৫) ও ইংরেজী (The New Age-১৩.০৩.২০১৫) পত্রিকার পাশাপাশি সিপিটিইউ (১২.০৩.২০১৫) এর ওয়েবসাইডেও প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র বিক্রির সংখ্যা ছিল ০১টি। ২৯/০৩/২০১৫ তারিখে দরপত্র খোলা হয় এবং ০১/০৪/২০১৫ তারিখে দরপত্র প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়। এরপর সুপার অফিস মেশিন'কে ০৫/০৪/২০১৫ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। NOA প্রদানের ৪দিন পর ০৯/০৪/২০১৫ তারিখে ৭১.২৫ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ৩০/০৬/২০১৫ তারিখে চুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৪। **GD-21 Desktop Computer and GD- 22 Tab:** এ প্যাকেজের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী ৪০০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ৬০০টি ট্যাব ক্রয় বাবদ ২৯০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। ক্রয় পদ্ধতি ছিল RFQ। ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি: ৩.৫ **GD-21 Desktop Computer and GD- 22 Tab**

পর্যায়	প্যাকেজ নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে চুক্তি মূল্য কম/বেশি (%)	দরপত্র আহবান	চুক্তির কাজ সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		৯
প্রাক্কলিত	GD-21- Desktop Computer	৪০০	RFQ	PD	২০০.০০	--	--	১০/১০/২০১৬	১৫/১২/২০১৬
	GD-22- Tab	৬০০	RFQ	PD	৯০.০০	--	--	১০/১০/২০১৬	১৫/১২/২০১৬
প্রকৃত	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় / (ইজিপি-১)	১০০০	OTM	PD	২৯০.০০	২৮৪.৫৮	১.৮৭% কম	০৭/১২/২০১৬	১৫/০১/২০১৭

উৎসঃ আরডিপিপি ও প্রকল্প অফিস

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ ২টি আলাদা ছিল এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল RFQ। বাস্তবে ২টি প্যাকেজ একসাথে করে ই-জিপিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল OTM। দরপত্র বাংলা (দৈনিক জনকন্ঠ-০৮.১২.২০১৬) ও ইংরেজী (The New Age-০৮.১২.২০১৬) এবং সিপিটিউ (০৭.১২.২০১৬) এর ওয়েসবসইডেও প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র বিক্রির সংখ্যা ছিল ০১টি। ০৭/১২/২০১৬ তারিখে দরপত্র খোলা হয় এবং ০৯/০১/২০১৭ তারিখে দরপত্র প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়। এরপর ০৯/০১/২০১৭তারিখে ফ্লোরা লিঃ'কে NOA প্রদান করা হয়। NOA প্রদানের ৬দিন পর ১৫/০১/ ২০১৭ তারিখে ২৮৪.৫৮ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ১৫/০১/২০১৭ তারিখে চুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৩.৩.২ সেবা ক্রয় পর্যালোচনা:

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সেবা ক্রয়ের মাত্র ১টি প্যাকেজ ছিল। মূলত প্রকল্পের আওতায় ১০০টি উপজেলায় ১০০ জন এমএলএসএস আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের নিমিত্তে আরডিপিপিতে ১৮০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয় এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল FBS। সেবা ক্রয়ের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি: ৩.৬ সেবা ক্রয়

পর্যায়	প্যাকেজ নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে চুক্তি মূল্য কম/বেশি (%)	দরপত্র আহবান	চুক্তির কাজ সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		৯
প্রাক্কলিত	SD-1-MLSS Outsourcing	১০০	FBS	PD	১৮০.০০	--	--	০৮/১০/২০১৪	১৫/১০/২০১৪
প্রকৃত	MLSS Outsourcing	১০০	FBS	PD	--	১৮৪.৬৯	২.৬০% বেশি	১৪/০৫/২০১৪	৩০/০৬/২০১৮

উৎসঃ আরডিপিপি ও প্রকল্প অফিস

বাস্তবে সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে গত ১৪/০৫/২০১৪ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় এবং ক্রয় পদ্ধতি ছিল FBS। দরপত্র বাংলা (দৈনিক জনকণ্ঠ-১৫.০৫.২০১৪) ও ইংরেজী (The New Age-১৫.০৫.২০১৪) পত্রিকার পাশাপাশি সিপিটিইউএর ওয়েবসাইডেও প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র বিক্রির সংখ্যা এবং প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ছিল ১৪টি। ১১/০৬/২০১৪ তারিখে দরপত্র খোলা হয় এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা০৪টি। ০৭/১২/২০১৪ তারিখে দরপত্র প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়। এরপর ০৭/১২/২০১৪ তারিখে জ্যামসন ট্রেডিং এজন্সি'কে NOA প্রদান করা হয়। NOA প্রদানের ২২দিন পর ২৯/১২/২০১৪ তারিখে ১৮৪.৬৯ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ৩০/০৬/২০১৮ তারিখে চুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়। বাস্তবে ক্রয় পদ্ধতি, চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এবং পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি/আইন এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে, ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী চুক্তি মূল্যের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে জানানো হয়, ফিক্সড বাজেট পদ্ধতিতে এ ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। মোট চুক্তি মূল্য ১৮৪.৬৯ লক্ষ হলেও আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ১০০ জন এমএলএসএস-এর বেতন-ভাতা বাবদ ১৭৩.৫০ লক্ষ টাকা আউটসোর্সিং খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং অবশিষ্ট ১১.১৯ লক্ষ টাকা সরবরাহকারীর সার্ভিস চার্জ বাবদ ডিপিপি'র সার্ভিস বেনিফিট খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এছাড়া, দরপত্র আহবান ০৮/১০/২০১৪, চুক্তি স্বাক্ষর ১৫/০৯/২০১৪ এবং চুক্তির কাজ সম্পন্নের সম্ভাব্য তারিখ ১৫/১০/২০১৪ দেখানো হয়েছে যেখানে আরডিপিপি'র সম্ভাব্য তারিখ ভুল/ত্রুটি ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.৪ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জন ও প্রভাব পর্যালোচনা

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী কি প্রভাব পড়েছে তা সমীক্ষাকালীন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে। সারণি ৩.৭ এ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জন ও প্রভাব সম্পর্কিত ফলাফল দেয়া হলো-

সারণি: ৩.৭ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জন এবং প্রভাব

বিবরণ		প্রকল্পের অর্জন	প্রকল্পের প্রভাব
প্রকল্পের লক্ষ্য			
১	২০১৮ সালের মধ্যে ২,০৫,২৫২ জন সুফলভোগীর দারিদ্র্যতা হ্রাস	প্রকল্পটি ২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরে শুরু হয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় ২,০৫,২৫২ জন সুফলভোগীর দারিদ্র্যতা হ্রাসের লক্ষ্যে সুফলভোগী সদস্যের মধ্যে ১০৯৬৫০ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) ঋণ এবং ৮০,২০০ জন সুফলভোগীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঋণ সহায়তা কর্মসূচীর মাধ্যমে ৪৩,৪৬০ জনের সরাসরি কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় ২,০৫,২৫২ জন সুফলভোগীর প্রায় সকলেই নারী। প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীগণ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সুফলভোগী পরিবারের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। পরিবারে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যতা হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের সমতা, সামাজিকভাবে নারীদের মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।
২	স্থানীয় সম্প্রদায়ের ৮০,২০০ জন সুফলভোগীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রকল্পের আওতায় ৮০,২০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে কৃষি, প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ৩০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্যারাটেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের বহুমূখীকরণ সম্ভব হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই নারী সদস্য। প্রায় সকল সুফলভোগী নারী হওয়ায় নারীর আর্থিক ক্ষমতা, সামাজিক ক্ষমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য			
(১)	গ্রামীণ পরিবারের পুরুষ ও মহিলা উভয়কে সংগঠিত করা এবং উৎপাদন, স্ব-কর্মসংস্থান এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ঋণ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান। (৬০০০টি সমিতিতে প্রায় ২,০৫,২৫২টি পরিবার সংগঠিত। প্রায় ২,০৫,২৫২টি পরিবার ঋণ সহায়তা। প্রায় ৮০,২০০ সুফলভোগীর প্রশিক্ষণ)	এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ৬,০০০টি সমিটিত গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল কিন্তু প্রকৃত বাস্তবায়ন হয় ৬,৩১৪টি এবং ২,০৫,২৫২ জন সুফলভোগীর মধ্যে বাস্তবে মোট ২,০৯,৭৯৯টি পরিবার অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৪,৫৪৭ জন সুফলভোগীকে প্রকল্পের আওতায় বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৩১৪টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ২,০৯,৭৯৯ জন সুফলভোগী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ৮০৪৫.৯২লক্ষ টাকা পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। এতে প্রত্যেক সদস্য গড়ে	প্রকল্প এলাকায় মোট ৬৩১৪টি সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে মোট ২,০৯,৭৯৯ জন সুফলভোগী সদস্যের মধ্যে ১০৯৬৫০ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সমিতির ঋণ আদায়ের হার ছিল ৯৮% যা অত্যন্ত সন্তোষজনক। সুফলভোগীদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান হয়েছে।

বিবরণ		প্রকল্পের অর্জন	প্রকল্পের প্রভাব
		৩৮৩৫.০০ টাকা নিজস্ব পুঁজি/সঞ্চয় গঠন করে তাদের পারিবারিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আইজিএ (শষ্য, চাস, শাক-সবজি চাস নার্সারী ও ফলের বাগান সৃজন, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, ছাগল পালন, মাছ চাষ, মোরগ-মুরগী পালন ইত্যাদি) ও সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ৮৮.৮২% সুফলভোগীর সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	
(২)	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতার নিশ্চিত করা।	প্রকল্পের আওতায় ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আইজিএ (শষ্য, চাস, শাক-সবজি চাস নার্সারী ও ফলের বাগান সৃজন, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, ছাগল পালন, মাছ চাষ, মোরগ-মুরগী পালন ইত্যাদি) ও সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ৮৮.৮২% সুফলভোগীর সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ৮৫.৭১% এর দক্ষতা উন্নয়ন, ৮৩.৮৩% এর পরিবারে পুষ্টিহীনতা হ্রাস এবং ৮২.৮০% সুফলভোগীর কর্মসংস্থানে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আয় বৃদ্ধি হয়েছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কৃষি, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য ও আয়বৃদ্ধিমূলক ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রকল্প মেয়াদে গড়ে ৪-৫ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছেন।
(৩)	বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।	প্রকল্পের আওতায় ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে কৃষি, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য ও আয়বৃদ্ধিমূলক ইত্যাদি বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ৩০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্যারাটেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুফলভোগীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সকল প্রশিক্ষণই স্থানীয় পর্যায়ে প্রদান করা হয়েছে, যা ছিল বাস্তবধর্মী। কিন্তু প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এবং গুণগতমান আরও উন্নত করার আবশ্যকতা ছিল।
(৪)	সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।	প্রকল্পের আওতায় প্রায় সকল সুফলভোগী নারী। প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে সামাজিক উন্নয়ন, দল উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের মধ্যে প্রায় শতভাগ নারী সদস্য। সকল সুফলভোগী নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর আর্থিক ক্ষমতা, সামাজিক ক্ষমতা এবং নারীর আর্থ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম

বিবরণ		প্রকল্পের অর্জন	প্রকল্পের প্রভাব
			হয়েছে।
(৫)	কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদান।	প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি অধিকতর সক্ষম সুফলভোগী সদস্যকে পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন সময় পর্যন্ত মোট ৮,৬৯২ জন উদ্যোক্তার মাঝে মোট ২৪,৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে ৪৩৪৬০ জনের কর্ম-সংস্থান হয়েছে। গড়ে ক্রমপুঞ্জিত আকারে প্রত্যেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রকল্প মেয়াদে ২.৮২ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছেন।	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ঋণ প্রাপ্তির ফলে তাদের ব্যাবসা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রকল্প মেয়াদে গড়ে ৪-৫ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছেন যার ফলে তাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দারিদ্র্যতা হ্রাস পাচ্ছে।
(৬)	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।	২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলার ২০৫২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ১০.০০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ১০.০০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। মূলত গ্রামীণ নারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণ সরবারহের দ্বারা আত্ম-কর্মসংস্থান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচনই ছিলো এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৮০৪৫.৯২ লক্ষ টাকা সুফলভোগী সদস্যদের আমানত/পুঁজি গঠন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, ৮০৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে কৃষি, প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ৩০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্যারাটেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্পভুক্ত ৮৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	যেহেতু প্রকল্পের সুফলভোগী প্রায় সবাই নারী সদস্য। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীগণ শাক/সবজি চাষ, গরু/ছাগল পালন, হাঁস/মুরগীর খামার, পোল্ট্রি উৎপাদন, মৎস্য চাষ, সেলাই ও এমব্রয়ডারী ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত হওয়ার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং পরিবারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ঋণ প্রাপ্তির ফলে তাদের ব্যাবসার মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

প্রকল্পের আউটপুট			
বিবরণ		প্রকল্পের অর্জন	প্রকল্পের প্রভাব
(১)	প্রায় ২,০৫,২৫২ জন ঋণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পাবেন ৮০,২০০ জন সুফলভোগী তাদের সক্ষমতা ও সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ পাবেন; প্রায় ৫,৮০,০০৫ লাখ টাকা সঞ্চয় জমা হবে।	বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় ২,০৯,৭৯৯ জন সুফলভোগীর দারিদ্র্যতা হ্রাসের লক্ষ্য সুফলভোগী সদস্যের মধ্যে ১০৯৬৫০ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আইজিএ, সামাজিক উন্নয়ন, দল উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মোট ৮০৪৫.৯২ লক্ষ টাকা সুফলভোগী সদস্যদের আমানত/পুঁজি গঠন করা সম্ভব হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের ঋণ সহায়তা এবং সক্ষমতা ও সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

পর্যালোচনা ও মতামত:

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় মোট ৬৩১৪টি সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে মোট ২,০৯,৭৯৯ জন সুফলভোগী সদস্যের মধ্যে ১০৯৬৫০ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সমিতির ঋণ আদায়ের হার ছিল ৯৮% যা সন্তোষজনক। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৮০৪৫.৯২ লক্ষ টাকা সুফলভোগী সদস্যদের আমানত/পুঁজি গঠন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, কৃষি, প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্যারাটেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্পভুক্ত ৮৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন ৮,৬৯২ জন উদ্যোক্তার মাঝে মোট ২৪,৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে ৪৩৪৬০ জনের কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। গড়ে ক্রমপুঞ্জিত আকারে প্রত্যেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রকল্প মেয়াদে ২.৮২ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছেন এবং গড়ে প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ৪-৫ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ প্রকল্পের অবদান বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে ঋণের যোগান আরো বৃদ্ধির আবশ্যকতা ছিল। অর্থাৎ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সুফলভোগীর দারিদ্র্যেতা হ্রাস, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সুফলভোগীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতার নিশ্চিত করা, সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের সচেতনতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

৩.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ফলাফল অর্জন (Outcomes) পর্যালোচনা:

(১) সমিতি গঠন: আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬০০০টি, প্রকৃত বাস্তবায়ন ৬,৩১৪টি। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৩১৪টি সমিতি গঠন বেশি করা হয়েছে। আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিটি সমিতিতে ৩৫-৪০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্তি হিসেবে মোট ২,০৫,২৫২ জন সুফলভোগীর দারিদ্র্যতা দূরীকরণই ছিল মূল লক্ষ্য। সে অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় বাস্তবে ৩১৪টি সমিতি বেশি গঠনের মাধ্যমে মোট ২,০৯,৭৯৯টি পরিবার অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৪,৫৪৭ জন সুবিধাভোগীকে প্রকল্পের আওতায় বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) সুফলভোগীদের মূলধন/পুঁজি গঠন: প্রকল্পের আওতায় ৬৩১৪টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ২,০৯,৭৯৯ জন সুফলভোগী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ৮০৪৫.৯২লক্ষ টাকা পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। এতে প্রত্যেক সদস্য গড়ে ৩৮৩৫.০০ টাকা নিজস্ব পুঁজি/সঞ্চয় গঠন করে তাদের পারিবারিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে গড়ে সঞ্চয় ছিল ৬৩২৫.০০ টাকা। কিন্তু পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পর বর্তমানে তাদের গড় সঞ্চয় ৩৪৮৫০.০০ টাকা। এছাড়া, সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে গড়ে সম্পদের মূল্য ছিল ১৮,০৩,৪০৬.০০ টাকা। কিন্তু পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পর বর্তমানে তাদের গড় সম্পদের মূল্য ৩৪,৬০,৮৪১.০০ টাকা (সারণি ৩.২৫ ও ৩.২৬ দৃঃ)।

(৩) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ৫৪% সুফলভোগী পারিবারিক খাবার মিটাতে অক্ষম ছিলেন। অপরদিকে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে পারিবারিক সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর অতিরিক্ত থাকে প্রায় ৬৪% এবং পারিবারিক মৌলিক ব্যয় মিটাতে সক্ষম আছে প্রায় ২৮% যা পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ছিল মাত্র ২.৬%। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের ৬০.৮% এর পয়ঃব্যবস্থাপনা, ৮৮.১% এর আর্সেনিক মুক্ত পাকা মেঝেযুক্ত নলকূপের পানি পান, ৯৭% সুফলভোগী এমবিবিএস ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা, ৬৩.৭% এর পারিবারিক সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, এছাড়া ৫৪.৯% মধ্যম আকারের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং ৪২.৬% উচ্চমাত্রায় কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির পূর্বের থেকে ৫০.০৪% আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। (সারণি- ৩.৭, ৩.৯)

(৪) প্রশিক্ষণের প্রভাব: প্রকল্পের আওতায় ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে বিভিন্ন আইজিএ (শষ্য, চাস, শাক-সবজি চাস নার্সারী ও ফলের বাগান সৃজন, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, ছাগল পালন, মাছ চাষ, মোরগ-মুরগী পালন ইত্যাদি) ও সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ৮৮.৮২% সুফলভোগীর সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ৮৫.৭১% এর দক্ষতা উন্নয়ন, ৮৩.৮৩% এর পরিবারে পুষ্টিহীনতা হ্রাস এবং ৮২.৮০% সুফলভোগীর কর্মসংস্থানে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আয় বৃদ্ধি হয়েছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। (সারণি- ৩.৮ ও ৩.৮.১)

(৫) আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি: প্রকল্পের আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে সরাসরি ৪৩,৪৬০ জনের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে সম্পদের মূল্য ৫০% (বৃদ্ধি) পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়া, গড়ে প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ৪-৫ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া, প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের আয়-বর্ধন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আছে। এর মধ্যে মধ্যম আকারের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আছে ৫৫%, উচ্চমাত্রায় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আছে ৪৩% এবং কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নেই এমন সদস্যের সংখ্যা ২.৫% (সারণি ৩.১০)।

(৬) নারীর ক্ষমতায়ন: প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের প্রায় সকলেই ছিল নারী সদস্য। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীদের যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারী ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। প্রায় সকল সুফলভোগী নারী হওয়ায় নারীর

ক্ষমতায়ন, নারীর আর্থিক ক্ষমতা এবং নারীর আর্থ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

(৭) পিডিবিএফ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ এর ৬টি জেলায় (ফরিদপুর, নাটোর, রংপুর, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া) আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ১০০টি উপজেলা অফিস স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, পিডিবিএফ এর প্রকল্পভুক্ত ৮৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে পিডিবিএফর দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ বাস্তব ভিত্তিক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছে। উক্ত অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা অন্যান্য প্রকল্পতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে আসবে। (অনুচ্ছেদ ৩.২ (খ) দ্রষ্টব্য)

৩.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা

সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ক পরিপত্র, ২০১৬ মোতাবেক ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন সকল সকল বিনিযোগ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ প্রকল্পের মূল ডিপিপি জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৬ মেয়াদে বিগত ০৫ জুন ২০১২ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বাধ্যবাধকতা না থাকায় বেইজলাইন কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন সার্ভে কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বিষয়াদি বিস্তারিত নিম্নে আলোচনা করা হলো-

৩.৬.১ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পটি ০৫ জুন ২০১২ তারিখে অনুমোদন হয় এবং ৪/০৯/২০১২ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ৪ মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে বাস্তবায়নকাল পর্যন্ত ২ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। ২ জন প্রকল্প পরিচালকই পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করেন এবং একাধিক প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন না। যা প্রকল্পের ভাল দিক বলে বিবেচিত হয়েছে। সারণি ৩.৮ এ প্রকল্প পরিচালকের বিস্তারিত তথ্যাদি দেয়া হলো-

সারণি: ৩.৮- প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি

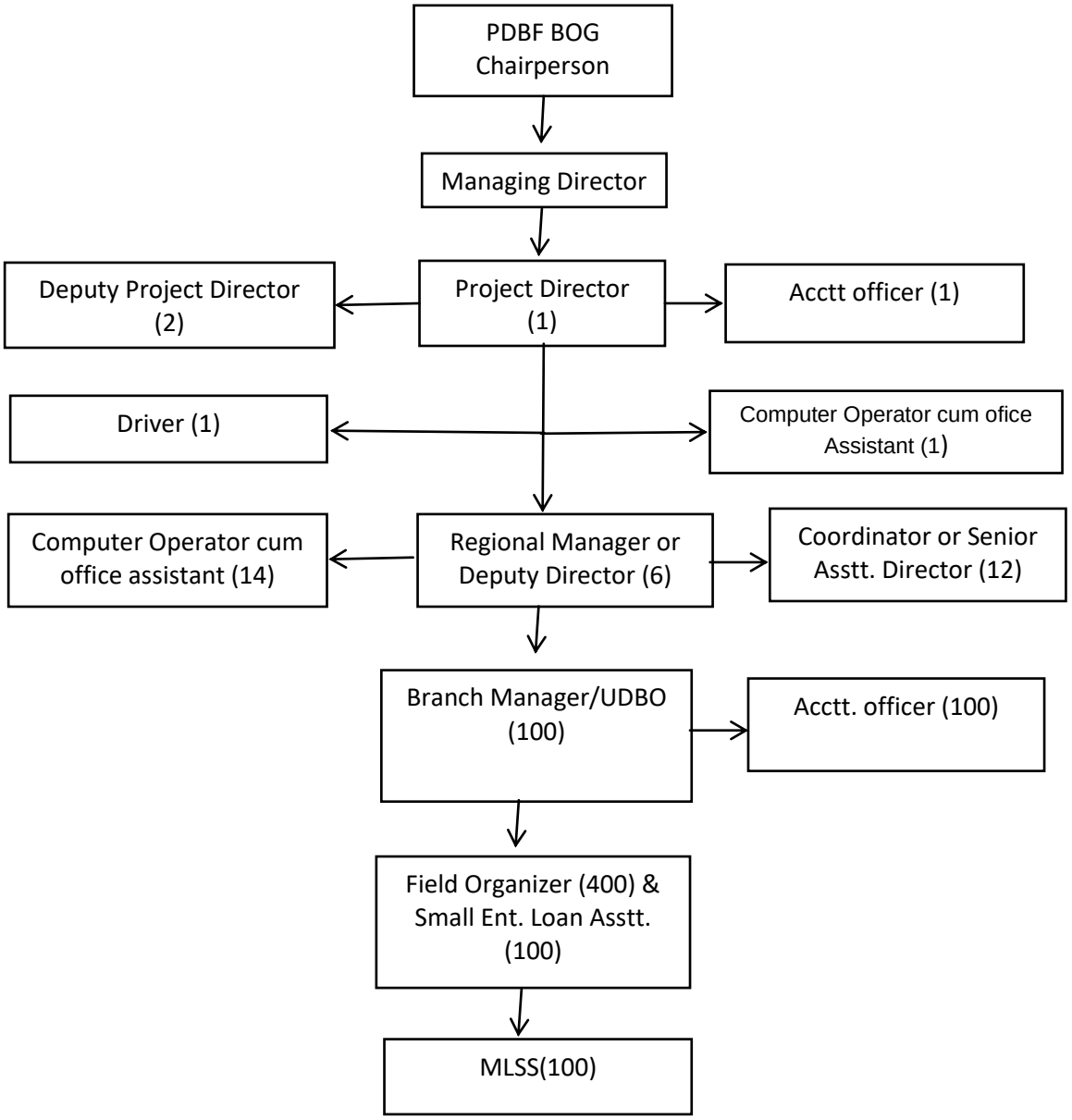
ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বের প্রকৃতি (পূর্ণকালীন/ অতিরিক্ত)	দায়িত্বকাল		একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল কিনা?
				হইতে	পর্যন্ত	
০১	মোঃ সগির হোসাইন	পিডিবিএফ অতিরিক্ত পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৪/০৯/২০১২	৩১/১২/২০১৫	না
০২	ড. মোঃ মনারুল ইসলাম	পিডিবিএফ যুগ্ম-পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১/০১/২০১৬	৩০/০৬/২০১৮	না

উৎসঃ পিসিআর

৩.৬.২ প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা:

প্রকল্পটি সারা দেশের০৭টি বিভাগের ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রতিটি কার্যক্রম পিডিবিএফ এর উপজেলা কার্যালয় হতে সম্পাদন হয়েছে। পিডিবিএফ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে মাঠ পর্যায়ে ১০০টি উপজেলার কর্মকর্তা/কর্মচারী সকলেই প্রকল্পের সাথে নিয়োজিত ছিল। তবে প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ১০০ জন এমএলএসএস নিয়োগ করা হয়েছিল শুধু প্রকল্প সময়ের জন্য। প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে কাজ তদারকির জন্য শতভাগ জনবল ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

Project Organogram



চিত্রঃ আরডপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অর্গানোগ্রাম

সারণি: ৩.৯ প্রকল্পের জনবল

পদের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী সংখ্যা	প্রকৃত জনবল নিয়োগ	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৫	১৫	নিয়োগ প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয় এবং তাঁরা নিয়োগপত্র অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে যোগদান করেন।	প্রকল্পকালীন জনবলের কোন ঘাটতি ছিল না। তবে, প্রকল্প শেষে মোট ৫১৫ জনের মধ্যে ৪৬০ জন ডিপিপি অনুযায়ী পিডিবিএফ-এর মূল কার্যক্রমের সাথে আত্তীকরণ করা হয়।
মাঠ সংগঠক	৪০০	৪০০		
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহকারী	১০০	১০০		

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

৩.৬.৩ প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা সংক্রান্ত পর্যালোচনা

সমীক্ষাকালে প্রকল্পের আওতায় পিআইসি ও পিএসসি সভার তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। দেখা যায় যে, ডিপিপি/আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় পিআইসি ও পিএসসি সকল সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্প সময়ে ৯টি পিআইসি সভা এবং ৮টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত দেয়া হলো-

সারণি ৩.৯- পিআইসি ও পিএসসি সভা সংক্রান্ত

সভার নাম	লক্ষ্যমাত্রা		সময়ের ধরন		প্রকৃত অর্জন
	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী	
১	২	৩	৪	৫	৬
পিআইসি সভা	১৮	১৮	৩ মাস অন্তর	৪ মাস অন্তর	৯টি
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা	১৮	১২	৩ মাস অন্তর	৬ মাস অন্তর	৮টি

উৎসঃ প্রকল্প অফিস ও আরডিপিপি

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও সভার সিদ্ধান্ত

সভার তারিখ	পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
২৬/০৪/২০১৬	কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমিতি গঠন ও সদস্য ভর্তির অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমিতি গঠন ও সদস্য ভর্তির অগ্রগতি নিশ্চিত করা হয়েছে।
	সুফলভোগী সদস্যদের পর্যায়ক্রমে গ্র্যাজুয়েট সদস্যে উন্নীত করার সূচক/মানদন্ড নির্ধারণ করতে হবে।	গ্র্যাজুয়েট সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে।
	প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৮ (০২ বছর) বৃদ্ধিসহ এর প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৪২৯.২৪ লক্ষ টাকা (মূল ডিপিপ'র ১৫.৯৫% বৃদ্ধি) নির্ধারণ করা যেতে পারে।	সুপারিশ অনুযায়ী মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

৩.৬.৪ অডিট পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় ২ বার অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। অডিট আপত্তির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো-

সারণি: ৩.১০ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত

অর্থ-বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিসের জবাব	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
২০১৬-২০১৭	ভ্যাট ও আয়কর নির্ধারিত সময়ে জমা না করা সত্ত্বেও ২% হারে (মাসিক) সুদ কর্তন না করায় সরকারের ৬৯,৬৮৭.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন অফিসের আওতাধীন পিডিবিএফ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় পর্যায়) ও সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের হিসাব ISSAI ভিত্তিতে Entity Wide পদ্ধতিতে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, সরবরাহকারী এবং সেবা প্রদানকারীর নিকট হতে পিডিবিএফ কর্তৃক ভ্যাট আয়কর কর্তন করে সময় মত সরকারি কোষাগারে জমা করা	পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্প: অডিট আপত্তিকৃত ৬৪,৮১৭/- টাকা, যাহা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে (চালান নং- ৫২; তারিখ: ০৫/০৪/২০১৮ইং, সোনালী ব্যাংক লিঃ, মিরপুর সেকশন-১ শাখা, ঢাকা)। উল্লেখ্য, মোট চালানের পরিমাণ ৮৩,৭০০/- টাকা, এর মধ্যে অডিট আপত্তিকৃত ৬৪,৮১৭/- টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রমাণক হিসেবে ট্রেজারী চালানের কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি।

অর্থ-বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিসের জবাব	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
		হয় নাই। ফলে সরকারী আদেশ অনুযায়ী পিডিবিএফ এর উপর ২% দন্ড সুদ আরোপণীয়। সুতরাং দন্ড সুদ বাবদ মোট ৬৯,৬৮৭.০০ (উনসত্তর হাজার ছয় শত সাতাশি) টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।	হলো (পরিশিষ্ট নং-২৪: ২ পাতা)। পিডিবিএফ সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়: আপত্তিকৃত ভ্যাট ও আয়কর যথারীতি জমা করা হয়েছে। তবে নিরীক্ষা চলাকালীন স্থানীয় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করায় এবং অজ্ঞতা হেতু এরূপ ঘটনা ঘটেছে। এ প্রেক্ষিতে দন্ড সুদ ৪,৮৭০/- টাকার ব্যক্তিগত দায় হতে পরিশোধিত বিষয় অব্যাহতি দানের জন্য সুপারিশ করা হলো। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। এমতাবস্থায় উত্থাপিত আপত্তিটি নিস্পত্তি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।		
২০১৬-২০১৭	সম্প্রসারণ প্রকল্পের গাড়ি অনিয়মিত ব্যবহারের ফলে ৫,৭৪,৫৪১/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি প্রসঙ্গে।	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন অফিসের আওতাধীন পিডিবিএফ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় পর্যায়) ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের হিসাব ISSAI ভিত্তিতে Entity Wide পদ্ধতিতে নিরীক্ষাকালে লগ বহি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, অত্র প্রকল্পের Dhaka Metro Gha-১৩-৭৩৯০ গাড়িটি প্রকল্প পরিচালক/ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহার না করে পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়মিত ব্যবহার করেছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উল্লেখিত গাড়ি অনিয়মিত ব্যবহারের কারণে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ১,৯৪,৮৬৩.০০ টাকা এবং জ্বালানী বাবদ ৩,৭৯,৬৭৮.০০ টাকা সর্বমোট (১,৯৪,৮৬৩ + ৩,৭৯,৬৭৮) = ৫,৭৪,৫৪১.০০ (পাঁচ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত একচল্লিশ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত প্রকল্প তথা পিডিবিএফ এর বৃহত্তর স্বার্থে গাড়ীটি ব্যবহার করলেও একই সময়ে অন্য কোন গাড়ী ব্যবহার করেননি। পাশাপাশি পিডিবিএফ এর অন্য গাড়ী প্রকল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী ব্যয় প্রকল্পের অনুকূলেই সংগঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় উত্থাপিত আপত্তিটি নিস্পত্তি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি।
২০১৭-২০১৮	সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২,১৩,৪৩,৮০০.০০ টাকার কম্পিউটার/প্রিন্টার অনিয়মিত ভাবে পিডিবিএফ কে প্রদান করা প্রসঙ্গে।	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন অফিসের আওতাধীন পিডিবিএফ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় পর্যায়) ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের হিসাব ISSAI ভিত্তিতে Entity Wide পদ্ধতিতে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয়; অত্র প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।	পিডিবিএফ সরকারের একটি সংস্থা এবং পিডিবিএফ কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি জুন, ২০১৮ মেয়াদে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্তি হলে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম, জনবল, সকল সম্পদ ও দায়-দেনা পিডিবিএফ এ হস্তান্তরিত হবে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) আওতায় ৩০০টি এবং বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ১০০টি সহ মোট ৪০০টি কার্যালয় রয়েছে। উক্ত কার্যালয়ের জন্য মোট ৪০০টি কম্পিউটার, ৪০০টি প্রিন্টার এবং ৪০০টি	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি।

অর্থ-বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিসের জবাব	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
		সে প্রেক্ষিতে ডিপিপি মোতাবেক ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ১০০টি ব্রাঞ্চ কার্যালয়সহ সর্বমোট ১০৬ টি কার্যালয় অত্র প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম বিদ্যমান। সে মোতাবেক ১০৬টি ব্রাঞ্চ ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে উল্লেখিত সংখ্যক কম্পিউটার/প্রিন্টার ক্রয় করা সমীচিন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ভাউচার নং ৬/১১ তাং ১৫-০৬-২০১৭খ্রি: বিলের মাধ্যমে সরবরাহকারী Flora Limited, Motijheel, Dhaka থেকে ২,৮৪,৫৮,৪০১/- টাকার ৪০০ সেট কম্পিউটার/প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত ১০০ সেট কম্পিউটার/প্রিন্টার অত্র প্রকল্পের ১০০টি ব্রাঞ্চ কার্যালয়ে বিতরণের পর অবশিষ্ট (৪০০-১০০)= ৩০০ সেট কম্পিউটার/প্রিন্টার প্রকল্প বহির্ভূত কার্যক্রম/পিডিবিএফ কে বিতরণ করা হয়েছে। ফলে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস এর একক দর (৪৮৫৯৪ + ৬৯২০ + ১৫৬৩২) = ৭১,১৪৬ টাকা x ৩০০ সেট = ২,১৩,৪৩,৮০০.০০ টাকা অতিরিক্ত ক্রয় করে প্রকল্প বহির্ভূত/পিডিবিএফ কে প্রদান করায় সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে।	ইউপিএস ক্রয়ের জন্য প্রকল্প দলিল মূলে অনুমোদন রয়েছে ও প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রয়েছে। প্রমাণক হিসেবে প্রকল্প দলিলের ছায়ালিপি সংযুক্ত (পরিশিষ্ট নং-২৫: ২ পাতা)। যার প্রেক্ষিতে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ক্রয় করা হয় এবং সে আলোকে ১০০ সেট কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস অত্র প্রকল্পের ১০০টি ব্রাঞ্চ কার্যালয়ে বিতরণের পর অবশিষ্ট (৪০০-১০০) = ৩০০ সেট কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস পিডিবিএফ কে বিতরণ করা হয়। এতে কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়নি এবং সরকারের কোন আর্থিক অপচয় হয়নি। এমতাবস্থায় উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।		
২০১৭-২০১৮	প্রকল্পের ডিপিপি বহির্ভূত দেশে ভ্রমণ করায় ভ্রমণ খরচ বাবদ সরকারের ২৯,৮৯,৮৬১/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।	বিবরণঃ পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প কার্যালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের ফলে ভ্রমণের বিপরীতে ৫৭,৫৩,৩৪৬ টাকা খরচ হয়েছে। অপরদিকে ভিয়েতনামে ভ্রমণ খরচ হয়েছে ২৭,৬৩,৪৮৫ টাকা। ফলে ডিপিপিতে উল্লেখিত দেশের বাইরে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করায় ভ্রমণ খরচ বাবদ সরকারের (৫৭,৫৩,৩৪৬-২৭,৬৩,৪৮৫)= ২৯,৮৯,৮৬১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। **নিরীক্ষার সুপারিশঃ** দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক এ অধিদপ্তর কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকুলে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৯.৮৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় ৮৭.০৩ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এর জন্য সংশোধিত ডিপিপিতে কোন দেশের নাম উল্লেখ ছিল না (কপি সংযুক্ত)। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুমোদনক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভিয়েতনামে বৈদেশিক ভ্রমন কার্যক্রম সম্পন্ন হয় (জিও কপি সংযুক্ত) এবং বাজেট অতিরিক্ত কোন ব্যয় করা হয়নি। এছাড়াও ভ্রমণ পরবর্তীতে এতদসংক্রান্ত একটি ভ্রমণ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি।

অর্থ-বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিসের জবাব	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
২০১৭-২০১৮	**শিরোনামঃ** পিডিবিএফ কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, পিডিবিএফ এর জীপ গাড়ীর জ্বালানি ব্যবহার ও মেরামত বাবদ খরচ ডিপিপি বহির্ভূতভাবে প্রকল্প খাতে ব্যয় করায় সরকারের-৪৬,০২,৭৭৩/- টাকা ক্ষতি।	**বিবরণঃ** পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন পিডিবিএফ আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী, বেতন ভাতা সংক্রান্ত নথিপত্র ও বিল ভাউচার পর্যালোচনা পরিলক্ষীত হয় যে, প্রকল্পের বিপরীতে সরকারের অনুমোদিত পদ ব্যতীত পিডিবিএফ কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, পিডিবিএফ এর জীপ গাড়ীর জ্বালানি ব্যবহার ও মেরামত বাবদ ৪৬,০২,৭৭৩/- টাকা অনিয়মিতভাবে প্রকল্প খাত হতে ব্যয় করা হয়েছে। **নিরীক্ষার সুপারিশঃ** পিডিবিএফ এর বিপরীতে প্রকল্প খাত হতে ব্যয়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান পূর্বক এ অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের রংপুর অঞ্চলসহ মোট ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার, হিসাব কর্মকর্তা, ড্রাইভার ও নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন-ভাতা, গাড়ীর জ্বালানী এবং গাড়ী মেরামত বাবদ পিডিবিএফ থেকে ব্যয় নির্বাহ করার কথা থাকলেও পিডিবিএফ হতে অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রকল্পের জিওবি খাত হতে ৪৬,০২,৭৭৩/- টাকাসহ ৬টি অঞ্চলে মোট ১,৭৪,৮৭,৮৮৯/- টাকা ব্যয় করেন। পরবর্তীতে উক্ত সমুদয় অর্থ প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মধ্যে পিডিবিএফ বর্ণিত প্রকল্পের অনুকুলে প্রকল্প ব্যাংক হিসাবে ফেরত প্রদান করে। এমতাবস্থায়, আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি।
২০১৭-২০১৮	সমাপ্ত প্রকল্পের কম্পিউটার/ল্যাপটপ পিডিবিএফকে হস্তান্তর না করায় প্রতিষ্ঠানের ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৯৮ টাকার মালামালের হদিস পাওয়া যায়নি।	বিবরণঃ পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প কার্যালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতির বিবরণী ও হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সমাপ্তকৃত দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পে ব্যবহৃত কম্পিউটার/ল্যাপটপ ছিল ৪৩৬ যার মধ্যে পিডিবিএফ কে হস্তান্তর করা হয় ৩৮টি বাকি ৩৯৮ কম্পিউটার/ল্যাপটপ এর কোন হিসাব/অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ফলে রেওয়ামিল এর হিসাব অনুযায়ী ৪৩৬ টি কম্পিউটার/ল্যাপটপ এর অবলোপন বাদে বর্তমান মূল্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ ৪৭ হাজার ২২৬ টাকা হলে ৩৯৮টির বর্তমান হিসাব মূল্য হয় ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৯৮ টাকা। যা অপচয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। **অনিয়মের কারণঃ** সমাপ্ত প্রকল্পের কম্পিউটার/ল্যাপটপ পিডিবিএফ কে	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কম্পিউটার/ ল্যাপটপ পিডিবিফ এ হস্তান্তর করা হয়েছে যা পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়সহ উপজেলা কার্যালয়ে রক্ষিত রয়েছে। উক্ত মালামালের প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র কপি সংযুক্ত। এমতাবস্থায়, আপত্তিতি নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি।

অর্থ-বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিসের জবাব	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
		হস্তান্তর না করা। **নিরীক্ষার সুপারিশঃ** সমাপ্ত প্রকল্পের কম্পিউটার/ল্যাপটপ পিডিবিএফ কে হস্তান্তর করে উক্ত মালামালের প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র ও পিডিবিএফ এর ইনভেন্টরী/স্টক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করে উক্ত রেকর্ডপত্র প্রতি স্বাক্ষর করতঃ এ অধিদপ্তরকে অভিহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো			
২০১৭-২০১৮	শিরোনাম : প্রকল্পের প্রশিক্ষাণার্থীদের রাত্রি যাপনের জন্য সিট ভাড়া বাবদ ৭৮,৭৫০ (আটাত্তর হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।	বিবরণ: পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের হিসাব নিয়মানুগ পদ্ধতিতে নিরীক্ষাকালে ''দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ'' শীর্ষক প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী, Income Statement, Balance Sheet& Trial Balance, General Ledger প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নথিপত্র ও বিল ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পের প্রশিক্ষাণার্থীদের রাত্রি যাপনের জন্য সিট ভাড়া বাবদ ৭৮,৭৫০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়। নিরীক্ষার সুপারিশ: দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	পিডিবিএফ আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্যারাটেক প্রশিক্ষণ বাবদ প্রতিটি ব্যাচে ২৫+৫= ৩০ জনের বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায় =১,২৮,৫৫০X৩=৩,৮৫,৬৫০/= টাকা। তার মধ্যে প্রতিটি ব্যাচ ২৫ জন প্রশিক্ষাণার্থীদের রাত্রি যাপন বাবদ =২০০X৭X২৫=৩৫,০০০/= টাকা। মোট ০৩ টি ব্যাচে রাত্রি যাপন বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে (৩৫০০০X৩)=১,০৫,০০০/= টাকা। যাহা অনুমোদিত বাজেট অনুসারে পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের প্রশিক্ষাণার্থীদের রাত্রি যাপনের জন্য ২০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও রাত্রিযাপন ভাতা=৫০/= টাকা হারে ০৩ টি ব্যাচের মোট ভাড়া নির্ধারণ করে =৭৮,৭৫০/= টাকা অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। সদয় অবগতির জন্য উল্লেখ্য, যে ভাড়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ হটিক্যালচার সুফলভোগীদের জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য অফিসের রেট অনুযায়ী প্রতিটি সীট ভাড়া ২০০/- হারে পরিশোধ করা হয়েছে (বিল ভাউচারের কপি সংযুক্ত)। প্যারাটেক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত বাজেট খাত অনুসারে ব্যয় করা হয়েছে। বাজেটের অতিরিক্ত কোন ব্যয় সম্পন্ন করা হয়নি। এমতাবস্থায়, উত্থাপিত আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি।

প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে দুই বার অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ২টি অডিট আপত্তি এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৫টি অডিট আপত্তি রয়েছে। অর্থাৎ, প্রকল্পের আওতায় মোট ৭টি অডিট আপত্তি রয়েছে যা এখনও নিস্পত্তি হয়নি। ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা আয়োজনের মাধ্যমে দ্রুত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.৬.৫ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন এবং আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা:

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে সারা দেশের ২০টি ১০০টি উপজেলায় জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় ২০৯৭৯৯টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৪৫৪৭ জন সুবিধাভোগী বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প শেষে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৩৮.৭২% বেশি আমানত সংগ্রহ, চাহিদার ভিত্তিতে বাস্তব পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৯০,০০০ লক্ষ টাকা বেশি ঋণ বিতরণ এবং ঋণ সংগ্রহ ছিল সন্তোষজনক (৯৮.০%)। প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে পর্যলোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীগণ প্রকল্পের ধারা অনেক উপকৃত হয়েছে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আইমএইডি কর্তৃক সর্বশেষ গত ০৬/০৭/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের আওতায় রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে ১০টি সুপারিশ প্রদান করা হয়; যথা

১. মাঠ পর্যায়ে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের আয়বর্ধক কার্যক্রম (IGA) খাত বা ট্রেড বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন বিশেষত সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ যেমন- সকল বিউটিশিয়ান কোর্স, আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি চালু করা যেতে পারে;
২. মাঠ পর্যায়ে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারকে অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এতে করে সমিতির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে।
৩. সমিতির সদস্যদের বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদেরকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন-শ্রেষ্ঠ সদস্য পুরুষ্কার প্রাদন, সমিতির সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৪. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সমিতির সদস্য এবং ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতাদেরকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনতে হবে;
৫. সমিতির সদস্যদের ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে উপজেলাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিবর্তে কয়েকটি সমতি একত্রিত করে গ্রামের কোন নির্দিষ্ট জাগায় Cluster ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৬. সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যগণদেরকে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং
৭. কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সার্বিক অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে সামাজিক ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ খাতে সার্বিক অগ্রগতি আশাপ্রদ নয়। প্রকল্প পরিচালককে এ বিষয়ে কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রকল্প অফিস কর্তৃক জানা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে আইএমইডি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিয়মিত প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি করতেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে দেখা যায় যে, বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ যেমন- সকল বিউটিশিয়ান কোর্স, আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি চালু করা হয়নি। এ ব্যাপারে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, ডিপিপি/আরডিপিপি'তে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উল্লেখ ছিলনা এবং কোন সংস্থান ছিল না বিধায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। এছাড়া, জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৯৮.০% যা সন্তোষজনক যার কারণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারকে অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন করার প্রয়োজন হয়নি। সমিতির সদস্যদের বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদেরকে প্রণোদনা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সমিতির সদস্য এবং ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতাদেরকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এছাড়া, সুফলভোগীদের সামাজিক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

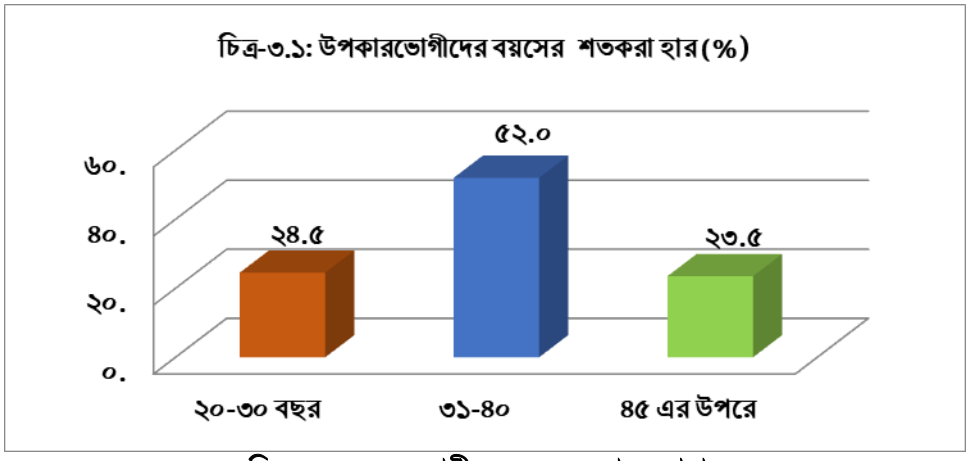
৩.৭ প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় পর্যালোচনা

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য প্রকল্পভুক্ত ২৮ টি উপজেলা হতে মোট ১০৬৪ জন সুফলভোগী সদস্যের নিকট থেকে প্রকল্পের কর্মকান্ড সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। তাই সুফলভোগীদের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে আর্থ-সামাজিক বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সমীক্ষাকালীন সময়ে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সুফলভোগীদের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ প্রদান করা যায়নি। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ পিডিবিএফ ছাড়াও অন্যান্য এনজিও প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেন। যার ফলে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সফলতার পুরোটা প্রভাব এ প্রকল্পের নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সম্পদের পরিমাণ, দক্ষতা, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের পরিবর্তনে এ প্রকল্প অনেকটা সহায়তা করেছে।

এছাড়া, সুফলভোগী সদস্য অন্য এনজিও প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করায় এ প্রকল্পের প্রভাব পুরোটা ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ে সুফলভোগী সদস্যদের পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বের ও পরের অবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো-

৩.৭.১ সুফলভোগীদের বয়সের অনুপাত

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পে সুফলভোগী সদস্যগণের সর্বনিম্ন বয়স ২০ বছর এবং সর্বোর্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর। বয়সের উপর ভিত্তি করে তাদের আয় কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতা নির্ভর করে। সুফলভোগী সদস্যদের বয়স এর তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত বয়সভিত্তিক চিত্র নিম্নের সারণি ৩.১ এ প্রাদন করা হলো। প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগী সদস্যের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সুফলভোগী সদস্যদের ২০-৩০ বছর বয়স ২৪.৫%, ৩১-৪০ বছর, ৫২.০% এবং ৪৫ বছরের উর্ধ্বে ২৩.৫%।



চিত্র-৩.১: সুফলভোগীদের বয়সের শতকরাহার

৩.৭.২ শিক্ষাগত যোগ্যতা

প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১০৬৪ জন সুফলভোগী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২৬.৪% সুফলভোগী সদস্য স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, ২৬.৪% সুফলভোগী, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন এমন সদস্য সংখ্যা ১৩.২%, দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন এমন সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০% এবং ৪১% সুফলভোগী সদস্য দশম শ্রেণির উর্ধ্বে পড়াশুনা করেছেন। ন্যূনতম স্বাক্ষরতা জ্ঞান সম্পন্ন সুফলভোগী সদস্য সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বাক্ষর জানার বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে সদস্যগণ সচেতনভাবে এবং সঠিক খাতে ঋণের টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। বিস্তারিত নিম্নের সারণি-৩.২ এ প্রদান করা হল।

সারণি-৩.২: সুফলভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরাহার
শুধু মাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারে	২৮১	২৬.৪
পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত	১৪০	১৩.২
দশম শ্রেণি পর্যন্ত	২১২	১৯.৯
দশম শ্রেণির উপরে	৪৩১	৪০.৫
মোট	১০৬৪	১০০.০

৩.৭.৩ পরিবারের সদস্য সংখ্যা

প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী সদস্যদের পারিবারিক আকার এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমিতির কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ১-৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা ১৯.০% অর্থাৎ এরা ছোট পরিবারভুক্ত। অপরদিকে ৪-৫ সদস্য বিশিষ্ট অর্থাৎ মধ্যম আকারের পরিবারের সংখ্যা ৬২.৫%, ৫ এর অধিক সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা ১৮.৫%। পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৬। বিস্তারিত নিম্নের সারণি ৩.৩ এ দেয়া হল।

সারণি-৩.৩: সুফলভোগীদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা

সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরাহার
১-৩ জন (ছোট পরিবার)	২০৩	১৯.০
৪-৫জন (মধ্যম পরিবার)	৬৬৫	৬২.৫
৫- এর বেশী (বড় পরিবার)	১৯৬	১৮.৫
মোট	১০৬৪	১০০.০
গড় সদস্য	৪.৬	

প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী সদস্যদের পারিবারিক আয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমিতি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০০০০০ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয় করেন ৩৫.১% সদস্য, ১০০০০১-১৬০০০০ টাকা আয় করেন ৩২.৬% পরিবার এবং ১৬০০০০ এর বেশী আয় করেন ৩২.৩% পরিবার। বিস্তারিত সারণি ৩.৪ দেয়া হল।

সারণি-৩.৪: সুফলভোগীদের পরিবারের বর্তমান বাৎসরিক আয়

বর্তমান বাৎসরিক আয়	সংখ্যা	শতকরা হার
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	৩৭৩	৩৫.১
১০০০০১-১৬০০০০ টাকা	৩৪৭	৩২.৬
১৬০০০০ এর বেশী	৩৪৪	৩২.৩
মোট	১০৬৪	১০০.০
গড় আয়	১৬১,১১৬	

৩.৭.৪ সুফলভোগীদের পরিবারের জমির পরিমাণ

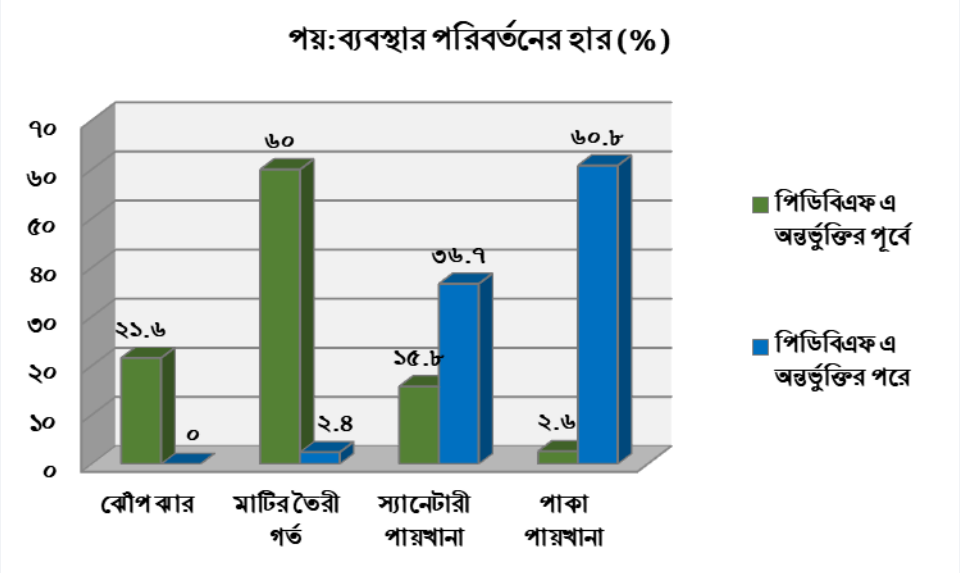
প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী সদস্যদের জমির পরিমাণ এবং মাসিক আয়ের উপর ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভর করে। সুফলভোগী সদস্যদের যদি কিছু পরিমাণ জমি থাকে তবে তারা প্রকল্প থেকে গ্রহিত ঋণের টাকা সঠিক খাতে বিনিয়োগসহ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলশ্রুতিতে সুফলভোগী সদসদের ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সুফলভোগী সদস্যদের জমির পরিমাণের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১-২৫ শতাংশ জমি আছে এমন সদস্য সংখ্যা ৩৮.৬%, ২৬-১০০ শতাংশ জমি আছে এমন সুফলভোগী সদস্য সংখ্যা ৪০.৬%, ১০০ শতাংশের উর্দ্ধে জমি আছে এমন সদস্য সংখ্যা ২০.৭%। বিস্তারিত সারণি-৩.৫ এ দেয়া হল।

সারণি-৩.৫: সুফলভোগীদের পরিবারের জমির পরিমাণ

জমির পরিমান শতাংশ	সংখ্যা	শতকরা হার
১-২৫ শতাংশ	৪১১	৩৮.৬
২৬-৫০ শতাংশ	৪৩৩	৪০.৭
১০০ শতাংশের বেশী	২২০	২০.৭
মোট	১০৬৪	১০০.০

৩.৭.৫ পয়:ব্যবস্থার পরিবর্তন

জরীপে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যে পয়ঃব্যস্থাপনা সম্পর্কে নিম্নের সারণি ৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলো। নমুনায়িত সুফলভোগী সদস্যদের পয়ঃব্যবস্হাপনা তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় য়ে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে প্রায় ৬০% সদস্য মাটির তৈরী গর্তে এবং মাত্র ১৫% সদস্য স্যানেটারী পায়খানা ব্যবহার করতেন। অপরদিকে পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে প্রায় ৬১% সদস্য পাকা পায়খানা এবং প্রায় ৩৭% সদস্য স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করছেন। উন্মুক্ত জায়গায় বা মাটির তৈরি গর্তে পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে কোন সদস্য মল ত্যাগ করেন না মর্মে প্রাপ্ত তথ্য প্রতীয়মান হয়।



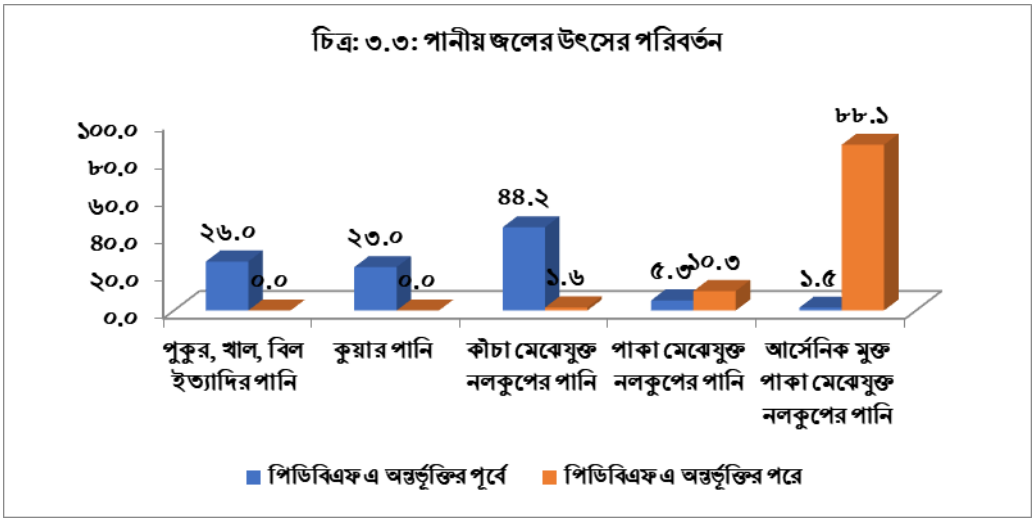
চিত্র-৩.২: সুফলভোগীদের বাড়ীর পয়:ব্যবস্থার পরিবর্তন

৩.৭.৬ পানীয় জলের উৎসের পরিবর্তন

জরিপে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যে পানীয় জলের উৎসের পরিবর্তন সম্পর্কে নিম্নের সারণি ৩.৮ এ উপস্থাপন করা হলো। নমুনায়িত সুফলভোগী সদস্যদের পানীয় জলের উৎসের পরিবর্তন বিষয়ক তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় য়ে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে প্রায় ৯৩% সদস্য কাঁচা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি ও কুয়ার পানি পান করত। অপরদিকে পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে, প্রায় ৮৮% সদস্য আর্সেনিক মুক্ত পাকা মেঝেযুক্ত নলকূপের পানি পান করেন। এ থেকে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে তাদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

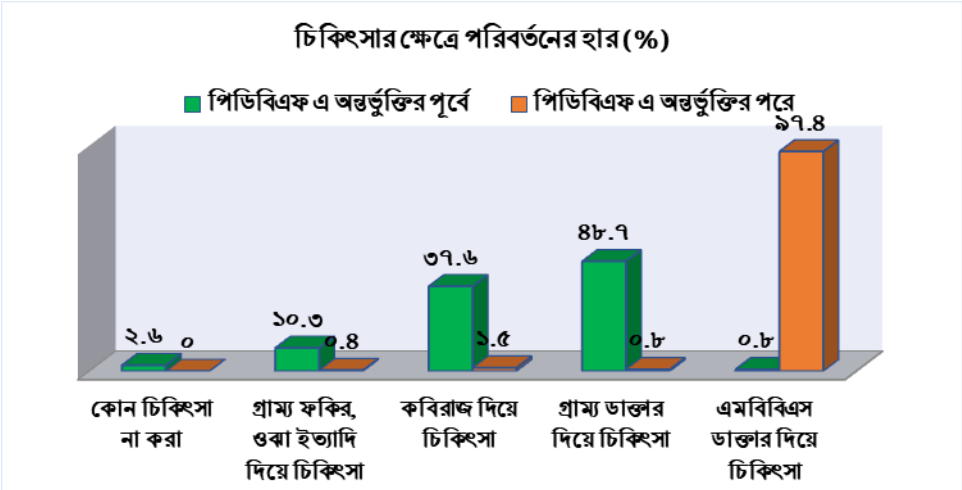
সারণি-৩.৬: সুফলভোগীদের পানীয় জলের উৎসের পরিবর্তন পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে

পানীয় জলের উৎসের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে		পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদির পানি	২৭৭	২৬.০	-	০.০
কুয়ার পানি	২৪৫	২৩.০	-	০.০
কাঁচা মেঝেযুক্ত নলকূপের পানি	৪৭০	৪৪.২	১৭	১.৬
পাকা মেঝেযুক্ত নলকূপের পানি	৫৬	৫.৩	১১০	১০.৩
আর্সেনিক মুক্ত পাকা মেঝেযুক্ত নলকূপের পানি	১৬	১.৫	৯৩৭	৮৮.১
মোট	১০৬৪	১০০.০	১০৬৪	১০০.০



৩.৭.৭ চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

জরিপে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্পর্কে নিম্নের চিত্র ৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলো। নমুনায়িত সুফলভোগী সদস্যদের রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ-এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে এমবিবিএস ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা হতেন না বল্লেই চলে। অপরদিকে পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে প্রায় ৯৭% সদস্য এমবিবিএস ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ থেকে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে তাদের পরিবর্তনের মাত্রা অনেক বেড়েছে।

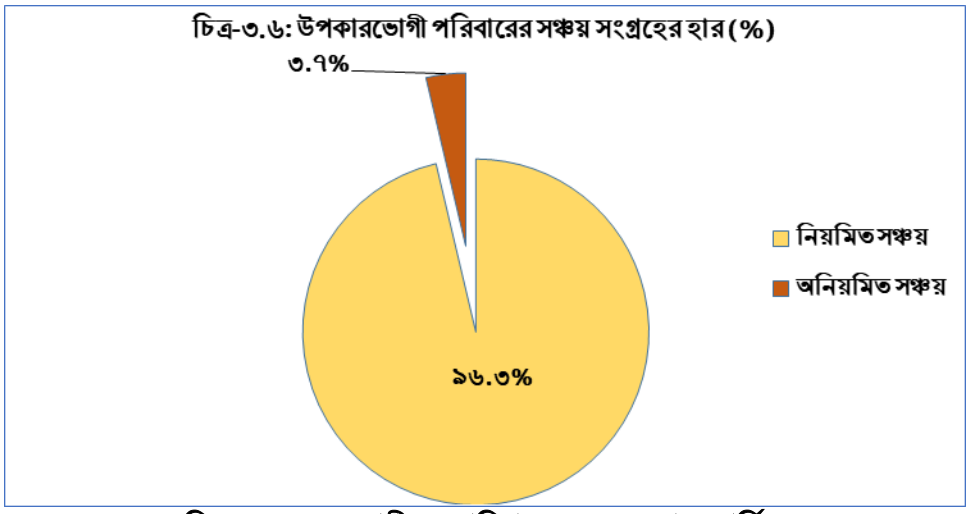


চিত্র-৩.৩: পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

সঞ্চয় ও ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

৩.৭.৮ সঞ্চয় এবং ঋণ সম্পর্কিত পরিবর্তন

সুফলভোগী সমিতির সদস্য/সদস্যগণ নিয়মিত ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুজি গঠন করে থাকে। সমিতিভুক্ত সুফলভোগী সদস্যদের সঞ্চয় জমা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৯৬.৩% সুফলভোগী নিয়মিত সঞ্চয় করেন। অবশিষ্ট ৪% মাঝে মাঝে সঞ্চয় করে থাকেন। বিস্তারিত সারণি-৩.৭। অপরদিকে সুফলভোগী সদস্যগণ নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে থাকেন জানিয়েছেন প্রায় ৯৮%। চিত্র-৩.৪।



চিত্র-৩.৪: সুফলভোগীদের পরিবারের সঞ্চয় করা সম্পর্কিত

সারণি-৩.৭: সুফলভোগীদের পরিবারের ঋণ সম্পর্কিত আলোচনা

ঋণ সম্পর্কিত আলোচনা	সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধ	১০৪০	৯৭.৭
অনিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধ	২৪	২.৩
কখনই ঋণ পরিশোধ করে নাই	-	-
মোট	১০৬৪	১০০.০

৩.৭.৯ প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত মতামত

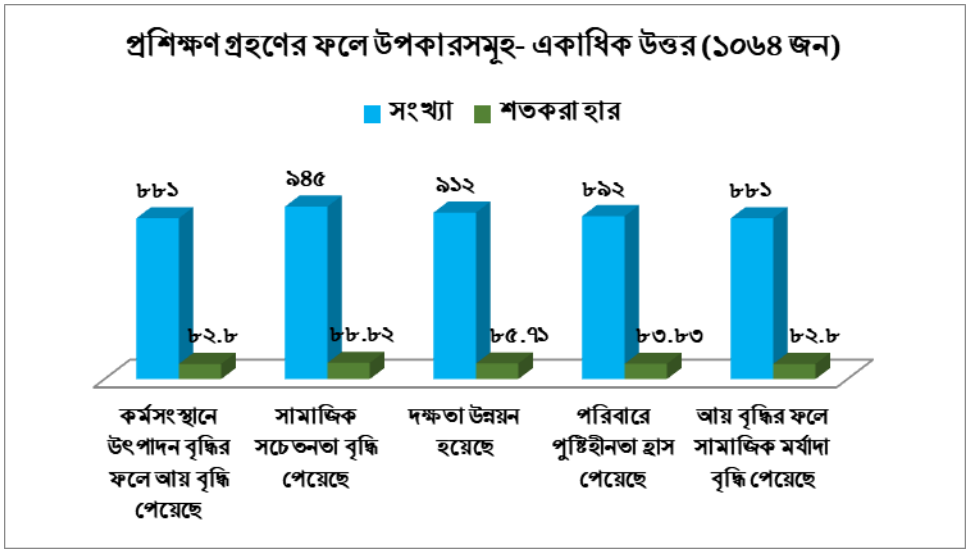
প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ, জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপন, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত মতামতে কোন প্রশিক্ষণ পায়নি মর্মে জানিয়েছেন ১২.৩% সদস্য, শুধু মাত্র ৩ দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ২৫.৮% সদস্য এবং ৩ দিনের বেশী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন প্রায় ৬২% সদস্য। নমুনায়িত সুফলভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের একাধিক উত্তরে দেখা যায় যে, ৯২.৬% সদস্য শাক-সবজি চাষ, নেতৃত্ব বিকাশ ও দল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৮৫.৫%, মোরগ-মুরগী পালন ৭৭%, নার্সারী ও ফলের বাগান উন্নয় ৭০%, শষ্য চাষ ৬৯.৫%, গরু মোটাতাজাকরণ ৬১%, ব্লক বটিক ৫৮%, এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর কিছু সুফলভোগী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বিস্তারিত সারণি-৩.৮ এ প্রদান করা হল। সর্বোপরি প্রকল্পের আওতায় ১০০% সুফলভোগী সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৩.৮ প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত মতামত

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
কোন প্রশিক্ষণ পায়নি	১৩১	১২.৩
শুধু মাত্র ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	২৭৫	২৫.৮
৩ দিনের বেশি	৬৫৮	৬১.৯
মোট	১০৬৪	১০০.০
প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ		
শষ্য চাষ	৭৪০	৬৯.৫
শাক-সবজি চাষ	৯৮৫	৯২.৬
নার্সারী ও ফলের বাগান সৃজন	৭৫০	৭০.৫
বীজ উৎপাদন	২১০	১৯.৭
মাছ চাষ	৩৪৫	৩২.৪
গরু মোটাতাজাকরণ	৬৫০	৬১.১
গাভী পালন	৪৯০	৪৬.১
ছাগল পালন	২১৫	২০.২
মোরগ-মুরগী পালন	৮২০	৭৭.১
সামাজিক উন্নয়ন	৩২০	৩০.১
নেতৃত্ব বিকাশ ও দল উন্নয়ন	৯২০	৮৬.৫
জেন্ডার উন্নয়ন	১৬০	১৫.০
বয়স্ক শিক্ষা	২৮০	২৬.৩
ব্লক বাটিকা	৬২০	৫৮.৩
একাধিক উত্তর = ১০৬৪		

৩.৭.৯.১ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে উপকারসমূহ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আইজিএ এবং সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সুফলভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ৮৮.৮২% জানান সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ৮৫.৭১% জানান দক্ষতা উন্নয়ন, ৮৩.৮৩% জানান পরিবারে পুষ্টিহীনতা হ্রাস পেয়েছে এবং ৮২.৮০% উত্তরদাতা জানান কর্মসংস্থানে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আয় বৃদ্ধি হয়েছে। বিস্তারিত চিত্র ৩.৮.১।



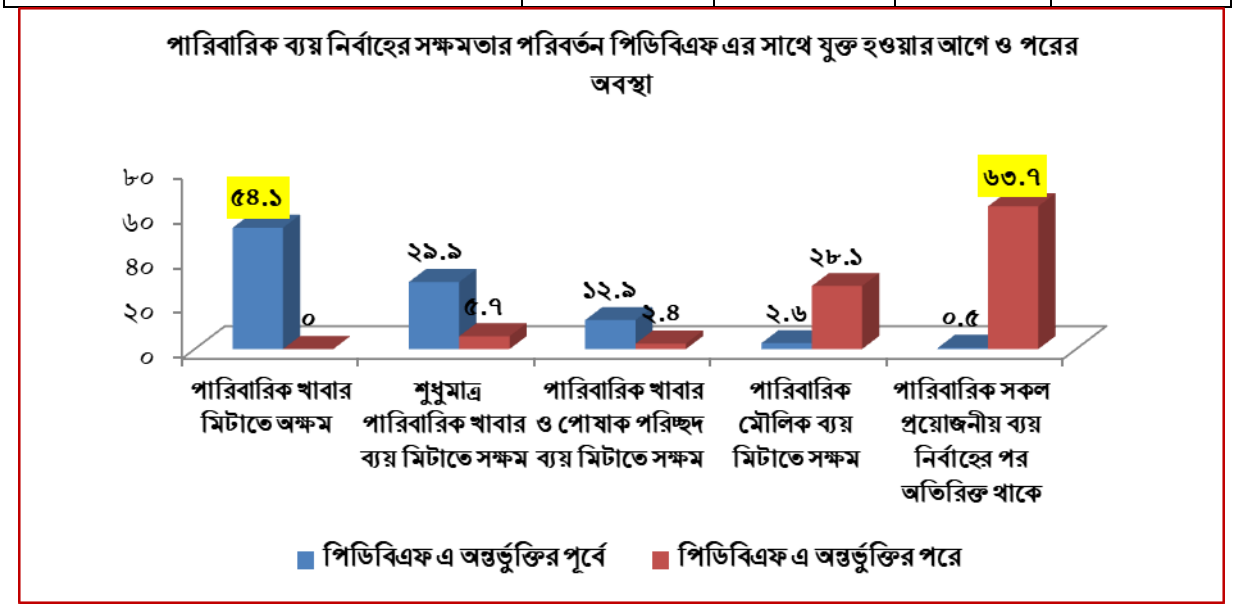
চিত্রঃ ৩.৮.১ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে উপকারসমূহ

৩.৭.১১ পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতার পরিবর্তন

প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতার পরিবর্তন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে প্রায় ৫৪% সুফলভোগী পারিবারিক খাবার মিটাতে অক্ষম ছিলেন। অপরদিকে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে পারিবারিক সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর অতিরিক্ত থাকে প্রায় ৬৪% এবং পারিবারিক মৌলিক ব্যয় মিটাতে সক্ষম আছে প্রায় ২৮% যা পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ছিল মাত্র ২.৬%। অতএব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে সুফলভোগীগণ অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। বিস্তারিত সারণি-৩.৯ এ প্রদান করা **হয়েছে।**

সারণি-৩.৯: পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতার পরিবর্তন পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে

মতামত	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে		পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
পারিবারিক খাবার মিটাতে অক্ষম	৫৭৬	৫৪.১	-	০.০
শুধুমাত্র পারিবারিক খাবার ব্যয় মিটাতে সক্ষম	৩১৮	২৯.৯	৬১	৫.৭
পারিবারিক খাবার ও পোষাক পরিচ্ছেদ ব্যয় মিটাতে সক্ষম	১৩৭	১২.৯	২৬	২.৪
পারিবারিক মৌলিক ব্যয় মিটাতে সক্ষম	২৮	২.৬	২৯৯	২৮.১
পারিবারিক সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর অতিরিক্ত থাকে	৫	০.৫	৬৭৮	৬৩.৭
মোট	**১০৬৪**	**১০০.০**	**১০৬৪**	**১০০.০**



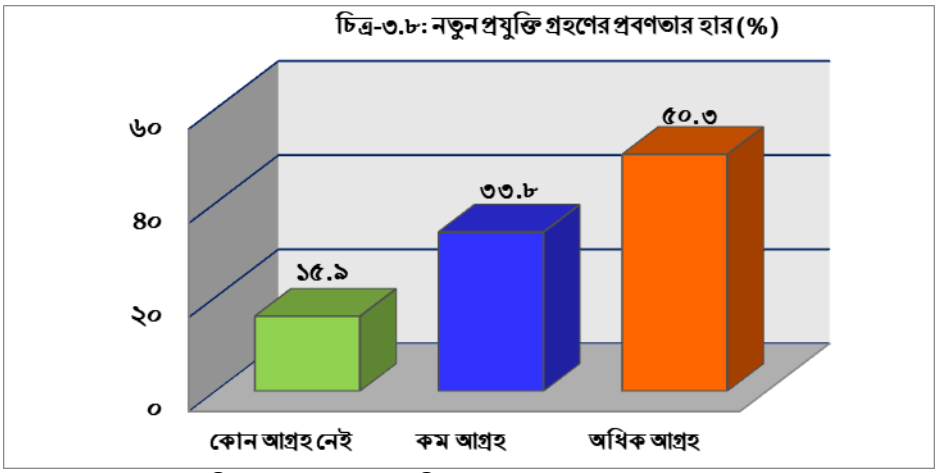
৩.৭.১০.১ আয়-বর্ধন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ

প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের আয়-বর্ধন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আছে। এর মধ্যে মধ্যম আকারের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আছে সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ প্রায় ৫৫% সদস্যের, উচ্চমাত্রায় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আছে প্রায় ৪৩% সদস্যের এবং কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নেই এমন সদস্যের সংখ্যা খুবই কম, মাত্র ২.৫%। বিস্তারিত সারণি-৩.১০ তে দেয়া হল।

সারণি-৩.১০ আয়-বর্ধন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ

অংশগ্রহণ	সংখ্যা	শতকরা হার
কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নেই (স্কোর -০)	২৭	২.৫
মধ্যম আকারের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আছে (স্কোর ১-১০)	৫৮৪	৫৪.৯
উচ্চমাত্রায় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আছে (স্কোর -১০ এর বেশী)	৪৫৩	৪২.৬
মোট	১০৬৪	১০০.০

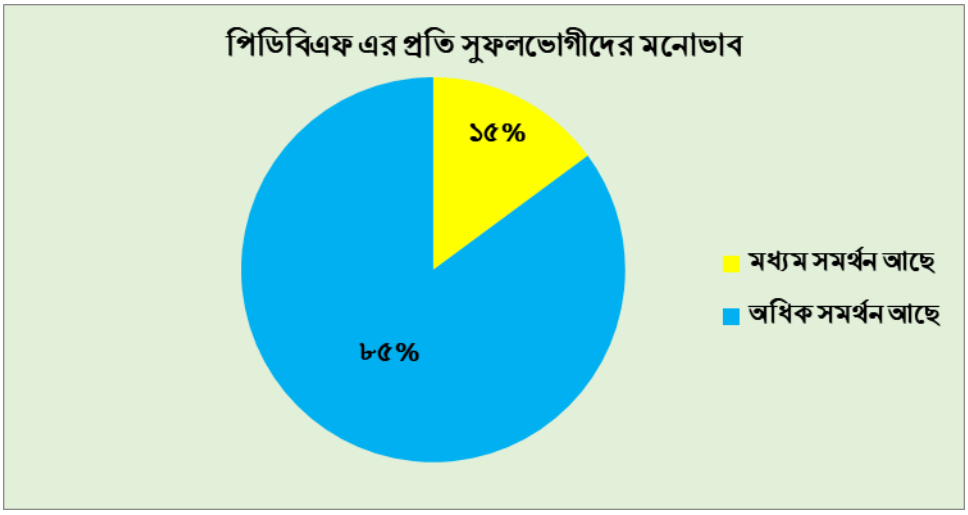
প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের প্রবনতায় নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে অধিক আগ্রহ আছে ৫০.৩% সদস্যের, নুতন প্রযুক্তি গ্রহণে কম আগ্রহ আছে ৩৩.৮% এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে কোন আগ্রহ নেই এমন সদস্যের সংখ্যা ১৫.৯% সদস্যের। বিস্তারিত চিত্র-৩.৮ তে দেয়া হল।



চিত্রঃ ৩.৮ নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের প্রবণতার হার (%)

৩.১১ পিডিবিএফ এর প্রতি মনোভাব

প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের পিডিবিএফ এর প্রতি মনোভাব সম্পর্কে জানতে চাইলে, ৮৫.১% সদস্য জানান তারা অধিক সমর্থন করেন' এবং 'মধ্যম সমর্থন আছে' বলেন মাত্র ১৪.৯% সদস্য, 'কম সমর্থন আছে' এমন উত্তরদাতার সংখ্যা নেই। বিস্তারিত সারণি-৩.১১ তে দেয়া হল।



চিত্রঃ ৩.১১ সুফলভোগীদের পিডিবিএফ এর প্রতি মনোভাব

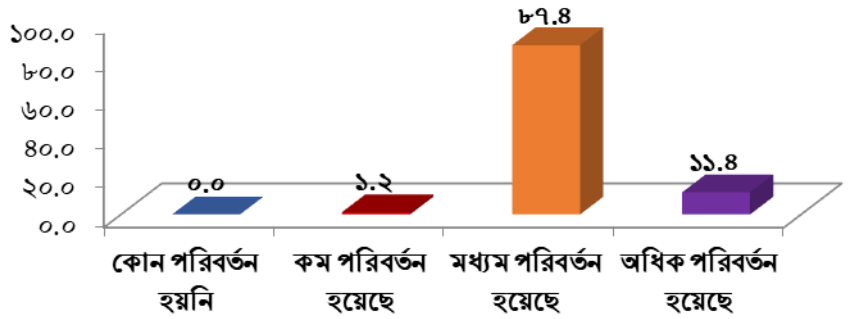
সুফলভোগীদের সকল বিষয়ে পরিবর্তন

প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের সকল পরিবর্তনের মাত্রায় দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হয়ে কোন পরিবর্তন হয়নি এমন একজন সদস্যও নেই, মধ্যম পরিবর্তন হয়েছে ৮৭.৪% সুফলভোগীর এবং অধিক পরিবর্তন হয়েছেন ১১.৪% সুফলভোগীর। বিস্তারিত সারণি ৩.১২ এ দেয়া হল।

সারণি-৩.১২ পিডিবিএফ এর প্রতি মনোভাব

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
কোন পরিবর্তন হয়নি (স্কোর=০)	-	-
কম পরিবর্তন হয়েছে (স্কোর=১-১০)	১৩	১.২
মধ্যম পরিবর্তন হয়েছে (স্কোর=১১-২০)	৯৩০	৮৭.৪
অধিক পরিবর্তন হয়েছে (স্কোর=২০ এর বেশী)	২১২	১১.৪
মোট	১০৬৪	১০০.০

চিত্র-৩.৯: পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হয়ে সকল বিষয়ে পরিবর্তনের মাত্রা (%)



সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা: এ প্রকল্পে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ প্রদান করা যায়নি। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ পিডিবিএফ ছাড়াও অন্যান্য এনজিও প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেন। যার ফলে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সফলতার পুরোটা প্রভাব এ প্রকল্পের নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে, প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সম্পদের পরিমাণ, দক্ষতা, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের পরিবর্তনে এ প্রকল্প অনেকটা সহায়তা করেছে। নিম্নে বিস্তারিত দেয়া হলো-

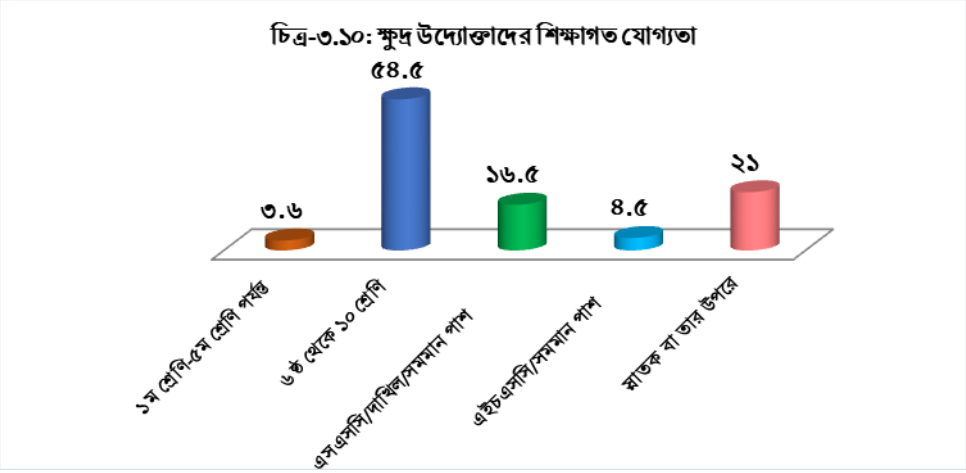
৩.৭.১১ সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বয়সের তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত বয়সভিত্তিক তথ্য নিম্নের সারণি ৩.১৩ এ প্রদান করা হলো। প্রকল্পভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৪০ এর বেশী উত্তরদাতর বয়স ৪৮.৬%, ৩১-৪০ বয়সের প্রায় ৪৩%, ২২-৩০ বছর বয়সের ৮.৫%। বিস্তারিত সারণি-৩.১৩ এ প্রদান করা হল।

সারণি-৩.১৩: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বয়সের শতকরা হার

বয়স/বছর	সংখ্যা	শতকরা হার
২২-৩০ বছর	১৯	৮.৫
৩১-৪০ বছর	৯৬	৪২.৯
৪০ এর বেশি	১০৯	৪৮.৬
মোট	২২৪	১০০.০
গড় বয়স	৪০.৫৬	

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য নিম্নের চিত্র ৩.৬ এ প্রাদন করা হলো। প্রকল্পভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৬ষ্ঠ থেকে ১০ শ্রেণি পর্ন্ত লেখা পড়া করেছেন ৫৪.৫%, স্নাতক বা তার উপরে আছেন ২১%, এসএসসি/দাখিল/সমমান পাশ ১৬.৫%, এইচএসসি/সমমান পাশ ৪.৫% এবং ১ম শ্রেণি-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন ৩.৬% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

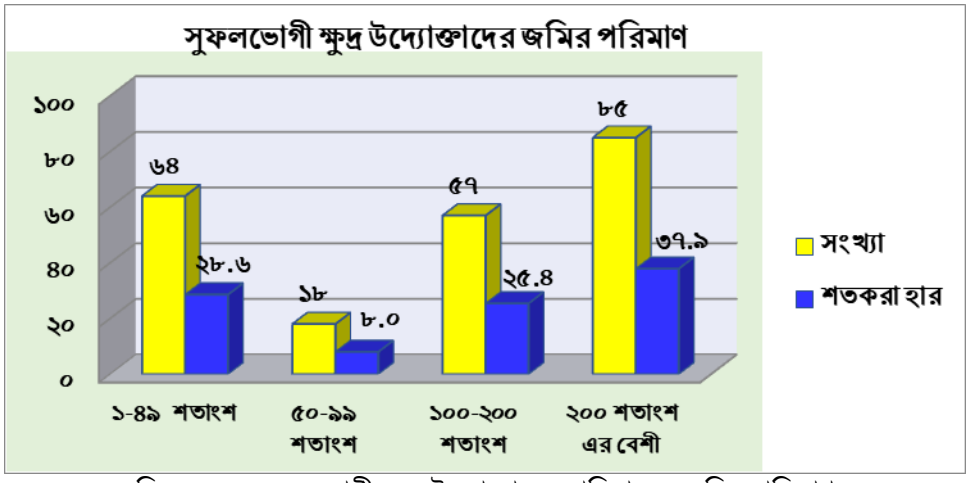


সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবারের আকার সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের সারণি ৩.১৪ এ প্রাদন করা হলো। প্রকল্পভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবারের আকার সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ছোট পরিবাব, ৩-৪ জন সদস্য আছেন ২৫.৯% পরিবারে, ৪-৫ জন ৪৬.৯%, ৫ এর উপরে আছে ২৭.২% পরিবারে।

সারণি-৩.১৪: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা

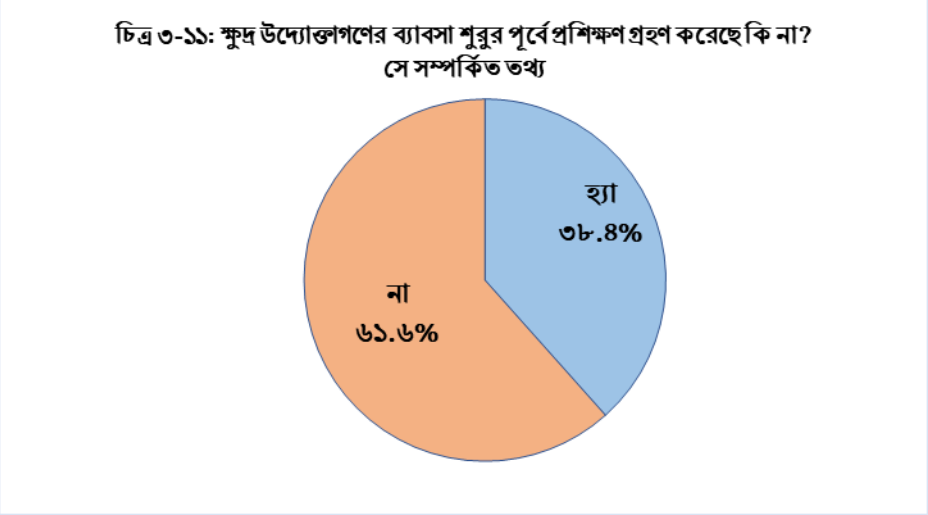
সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা	শতকরা হার
১-৩ জন, ছোট পরিবার	৫৮	২৫.৯
৪-৫ জন, মধ্যম পরিবার	১০৫	৪৬.৯
৫- এর বেশি, বড় পরিবার	৬১	২৭.২
মোট	২২৪	১০০.০

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবারের জমির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের সারণি ৩.১৫ এ প্রাদন করা হলো। প্রকল্পভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবারের জমির পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০ শতাংশের বেশী জমি আছে প্রায় ৩৮%, ১-৪৯ শতাংশ জমি আছে ২৮.৬%, ১০০-২০০ শতাংশ জমি আছে ২৫% এবং ৫০-৯৯ শতাংশ জমি আছে ৮% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের। বিস্তারিত চিত্র ৩.১০।



চিত্র-৩.১০: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবারের জমির পরিমাণ

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যাবসা শুরু করার আগে প্রশিক্ষণ ছিল কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৬২% জনিয়েছেন যে, তাদের কোন প্রশিক্ষণ ছিল না, বাকী ৩৮% এর প্রশিক্ষণ ছিল। বিস্তারিত নিম্নের চিত্র ৩.৭ এ দেয়া হল।



৩.১৬: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ বাৎসরিক গড় সঞ্চয়

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ বাৎসরিক গড় সঞ্চয় হিসাবে দেখা যায় যে, সকল সদস্যেরই পিডিবিএফ-এ সঞ্চয় ছিল গড়ে প্রায় ৩০৭৬৭ টাকা, ব্যাংকে সঞ্চয় ছিল মাত্র ৬৮ জনের গড়ে ৬১১০৭ টাকা এবং এনজিও-তে সঞ্চয় ছিল ৩১ জন সদস্যের গড়ে ৬৪২৭৪ টাকা বিস্তারিত নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হল।

সারণি-৩.১৬: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ বাৎসরিক গড় সঞ্চয়

মতামত	সংখ্যা	গড় সঞ্চয় টাকা
পিডিবিএফ-এ সঞ্চয়	২২৪	৩০৭৬৭
এনজিও-তে সঞ্চয়	৩১	৬৪২৭৪
ব্যাংকে সঞ্চয়	৬৮	৬১১০৭
অন্য উপায়ে সঞ্চয়	-	-

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ এবং ঋণের টাকার ব্যবহার সম্পর্কে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গড়ে প্রায় ৭৩৬৫৪৩.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন, উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ গড়ে ৬৭২৭৭০.০০ টাকা। অর্থাৎ ৯১% ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার করেছন। ফলে তাদের ব্যাবসা উন্নয়ন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিস্তারিত নিম্নের সারণিতে দেয়া হল।

সারণি-৩.১৭: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ এবং ঋণের টাকার ব্যবহার

গ্রহণকৃত ঋণের পরিমাণ গড় (টাকা)	উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ গড় (টাকা)	ঋণের ব্যবহার (%)
৭৩৬৫৪৩.০০	৬৭২৭৭০.০০	৯১%

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেশীরভাগ সিদ্ধান্তই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নেওয়া হয়। বিস্তারিত নিম্নের সারণি ৩.১৮ এ প্রদান করা হল।

সারণি-৩.১৮: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা	সংখ্যা	শতকরা হার
আয় উৎসারি কর্মকান্ড গ্রহণে কে সিদ্ধান্ত নেয়?		
নিজেই সিদ্ধান্ত নেই	৯	৪.০
পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়	২১৫	৯৬.০
পরিবারের বাইরের লোকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়	-	-
মোট	**২২৪**	**১০০.০**
পারিবারিক বিষয়ে সাধারণত কে সিদ্ধান্ত নেন?		
নিজেই সিদ্ধান্ত নেই	২০	৮.৯
পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়	২০৪	৯১.১
পরিবারের বাইরের লোকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়	-	-
মোট	২২৪	১০০.০
গৃহস্থালীর জিনিস বিক্রয়ের বিষয়ে প্রধানত: কে সিদ্ধান্ত নেয়?		
নিজেই সিদ্ধান্ত নেই	-	
পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়	২২৪	১০০.০
পরিবারের বাইরের লোকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়	-	-
মোট	২২৪	১০০.০
সামাজিক বিষয়ে সাধারণত কে সিদ্ধান্ত নেন?		
নিজেই সিদ্ধান্ত নেই	১০	৪.৫
পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়	১৯০	৮৪.৮
পরিবারের বাইরের লোকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়	২৪	১০.৭
মোট	২২৪	১০০.০

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে জন প্রতি এক সেট সাধারণ পোষাক ব্যবহার করতেন ৮৪.৮% সদস্য। অপরদিকে পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে জন প্রতি তিন সেট ভাল পোষাক ব্যবহার করেন ৫১.৩% সদস্য। অতএব দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে বিস্তারিত সারণি ৩.১৯ এ দেয়া হল।

সারণি-৩.১৯: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন

পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে		পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
জন প্রতি এক সেট সাধারণ পোষাক	১৯০	৮৪.৮	-	
জন প্রতি দুই সেট সাধারণ পোষাক	২০	৮.৯	৮	৩.৬
জন প্রতি এক সেট সাধারণ এবং এক সেট ভাল পোষাক	১৪	৬.৩	৪০	১৭.৯
জন প্রতি তিন সেট ভাল পোষাক	-	-	১১৫	৫১.৩
জন প্রতি তিন সেটের উপরে ভাল পোষাক	-	-	৬১	২৭.২
মোট	২২৪	১০০.০	২২৪	১০০.০

সারণি-৩.২০: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে বাড়ীর পয়: ব্যবস্থার পরিবর্তন

পয়: ব্যবস্থার ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে		পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
উন্মুক্ত স্থান	-	-	-	-
কাঁচা পায়খানা/মাটির তৈরী গর্ত	৪৯	২১.৮৮	-	-
রিংস্লাবসহ পায়খানা	৮৮	৩৯.২৮	৩১	১৩.৮
পাকা সাধারণ বেজ ল্যাট্রিন	৬২	২৭.৬৭	১১৯	৫৩.১
পাকা উঁচু বেজ ল্যাট্রিন (হাই কমড)	২৫	১১.১৭	৭৪	৩৩.১
মোট	২২৪	১০০.০	২২৪	১০০.০

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, একাধিক উত্তরে সদস্যগণ জানিয়েছেন পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করে এবং তফসিলি ব্যাংকের চেয়ে পিডিবিএফ থেকে ঋণ পাওয়া সহজ বলে জানান ৯৮.২%, পিডিবিএফ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে অবদান রাখছে জনিয়েছেন প্রায় ৮৭%, গ্রামের মহাজনদের চেয়ে পিডিবিএফ থেকে ঋণ নেওয়া ভালো ৯৬%, অন্যান্য সংস্থার তুলনায় পিডিবিএফ এর ঋণের সুদের হার কম জানিয়েছেন ৯৩.৮% এবং পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ পাওয়া খুবই সহজ বলেছেন ৭৯.৫%। বিস্তারিত সারণি ৩.২১ এ দেয়া হল।

সারণি-৩.২১: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি (সেল্প) সম্পর্কে মনোভাব

মনোভাবসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
পিডিবিএফ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে অবদান রাখছে	১৯৪	৮৬.৬
পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি (সেল্প) উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে	১৮৫	৮২.৬
পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করে	২২০	৯৮.২
অন্যান্য সংস্থার তুলনায় পিডিবিএফ এর ঋণের সুদের হার কম	২১০	৯৩.৮
পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ পাওয়া খুবই সহজ	১৭৮	৭৯.৫
তফসিলি ব্যাংকের চেয়ে পিডিবিএফ থেকে ঋণ পাওয়া সহজ	২২০	৯৮.২
গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ	১৪৫	৬৪.৭
গ্রামের মহাজনদের চেয়ে পিডিবিএফ থেকে ঋণ নেওয়া ভালো	২১৫	৯৬.০
একাধিক উত্তর =২২৪		

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে পানীয় জলের উৎসের পরিবর্তন এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়, পূর্বে পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি পান করত ১১.২%, অপরদিকে পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে দেখা যায় ৫৩.১% সদস্য পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি পান করতেন। রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে এমবিবিএস ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতেন মাত্র ৩.১% অপরদিকে পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে দেখা যায় প্রায় ৮০%। বিস্তারিত সারণি ৩.২২ ও ৩.২৩ এ প্রদান করা হল।

সারণি-৩.২২: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে পানীয় জলের উৎসের পরিবর্তন

পানীয় জলের উৎস	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে		পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদির পানি	৩০	১৩.৪	-	-
কুয়ার পানি	৬৯	৩০.৮	-	-
কাঁচা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি	৯২	৪১.১	-	-
পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি	২৫	১১.২	১১৯	৫৩.১
আর্সেনিক মুক্ত পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি	৮	৩.৬	১০৫	৪৬.৯
মোট	**২২৪**	**১০০.০**	**২২৪**	**১০০.০**

সারণি-৩.২৩: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে		পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
কোন চিকিৎসা না করা	-	-	-	-
পীর, গ্রাম্য কবিরাজ ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা	৫৬	২৫.০	-	-
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা	৫১	২২.৮	৩	১.৩
গ্রাম্য ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা	১১০	৪৯.১	৪২	১৮.৮
এমবিবিএস ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা	৭	৩.১	১৭৯	৭৯.৯
মোট	**২২৪**	**১০০.০**	**২২৪**	**১০০.০**

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের 'পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির' সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আয়ের ক্ষেত্রে ৫০% পরিবর্তন হয়ে প্রায় ৫০% বেড়েছে।

সারণি-৩.২৪: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন

আয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
	গড় আয় টাকা	গড় আয় টাকা
ব্যাবসা থেকে মাসে আয়	২৯,১৮২.০০	৫৮৪২০.০০

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগেও পরে সম্পদের মূল্য পরিবর্তন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গড়ে প্রায় ৫০% পরিবর্তন হয়েছে। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নের সারণি ৩.২৫ ৩.২৬ এ দেখানো হল।

সারণি-৩.২৫: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিরসাথে যুক্ত হওয়ার আগেও পরে সম্পদের মূল্য পরিবর্তন

পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
মোট গড় মূল্য (টাকা)	**মোট গড় মূল্য (টাকা)**
১৮,০৩,৪০৬.০০	৩৪,৬০,৮৪১.০০

সারণি-৩.২৬: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন

সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে (গড় টাকা)	পিডিবিএফ এঅন্তর্ভুক্তির পরে (গড় টাকা)
পিডিবিএফ এ সঞ্চয়	৬৩২৫.০০	৩৪৮৫০.০০

সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগেও পরে ব্যাবসার সম্প্রসারণের পরিবর্তন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতি মাসে কর্মীদের কত বেতন, প্রতিদিন বিক্রি, ব্যবসায়ীক সম্পদের মূল্য এবং ব্যাবসা এলাকার মূল্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এতে প্রমাণিত হয় যে, পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে তাদের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নের সারণি ৩.২৭ এ দেয়া হল।

সারণি-৩.২৭: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগেও পরে ব্যাবসার সম্প্রসারণের পরিবর্তন

প্রশ্নসমূহ	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে (গড় টাকা)	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে (গড় টাকা)
প্রতি মাসে কর্মীদের কত বেতন	-	১২২৩৫.০০
প্রতিদিন বিক্রি	১৫৬৯৬.০০	৪৩০৫৩.০০
ব্যবসায়ীক সম্পদের মূল্য	৮০৪৭৩৫.০০	২১৭৪৪৬৩.০০
ব্যাবসা এলাকার মূল্য	৮৮০৭৫৭.০০	২৮৮৪৭৯১.০০

৩.৮ সরেজমিনে পরিদর্শন

প্রকল্পটি সারা দেশের ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে তা সমীক্ষাকালে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সরেজমিনে ১৪টি জেলা পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনের ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো-

চিত্রে প্রদর্শিত নারী সদস্যটি প্রকল্পের সুবিধাভাগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি জানান যে, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে তার অভাব, দারিদ্র্যতা ছিল নিত্য সঙ্গি। কিন্তু প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা এবং সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে তার দিন বদলের পালা শুরু হয়। তিনি ঋণের টাকা দিয়ে ছাগল ক্রয় করেন। ধীরে ধীরে তিনি ছাগলের খামার গড়ে তুলেন। ছাগলের খামারের মাধ্যমে তার কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধি পায়। পরিবার এবং সামাজিকভাবে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান।



চিত্রঃ নারী উদ্যোক্তা, রাজশাহী

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ছিল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ। সে অনুযায়ী প্রকেল্পর আওতায় সুফলভোগীদের মাঝে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৯৮% ঋণ সংগ্রহ করা হয়। তবে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ চাহিদা মোতাবেক ক্ষুদ্র ঋণ পাননি। তারা জানান যে, প্রকল্প থেকে পর্যায়ক্রমে ক্রমপুঞ্জিত ২.৮২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়েছেন। কিন্তু সে ঋণ তাদের ব্যাবসা সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ঠ ছিল না। প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আরও বাড়ানো দরকার ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেন।



চিত্রঃ নারী উদ্যোক্তা, গোপালগঞ্জ

প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী প্রায় সকলেই ছিল নারী সদস্য। এ কারণে প্রকল্প থেকে ঋণ বিতরণের সময় ঋণের টাকার ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ঋণ বিতরণ করা হতো। সরেজমিনে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ঋণ গ্রহণ করে সুফলভোগীগণ, পোল্ট্রি খামার, হাঁস/মুরগির খামার, শাক/সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, গরু/ছাগলের খামার ইত্যাদি পেষায় নিয়োজিত হয়েছেন। যার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সুফলভোগীদের পরিবারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।



চিত্রঃ নারী উদ্যোক্তা, কুড়িগ্রাম

৩.৮.১ পর্যালোচনা ও মতামত:

প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী প্রায় সকলেই ছিল নারী সদস্য। সুফলভোগীদের থেকে জানা যায়, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে তাদের দারিদ্র্যতা ছিল চির সঙ্গী। ঠিকমতো ৩ বেলা খেতে পারতো না বলেও মতামত প্রকাশ করেন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে ছিল দুঃশ্চিন্তা। কিন্তু প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। উক্ত প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান নিজ নিজ কর্মসংস্থানে প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়,ব্যাবসায়িক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় বলে জানান। তবে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ চাহিদা মোতাবেক ক্ষুদ্র ঋণ পাননি। তারা জানান যে, প্রকল্প থেকে পর্যায়ক্রমে ক্রমপুঞ্জিত ২.৮২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়েছেন কিন্তু সে ঋণ তাদের ব্যাবসা সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ঠ ছিল না। প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আরও বাড়ানো দরকার ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

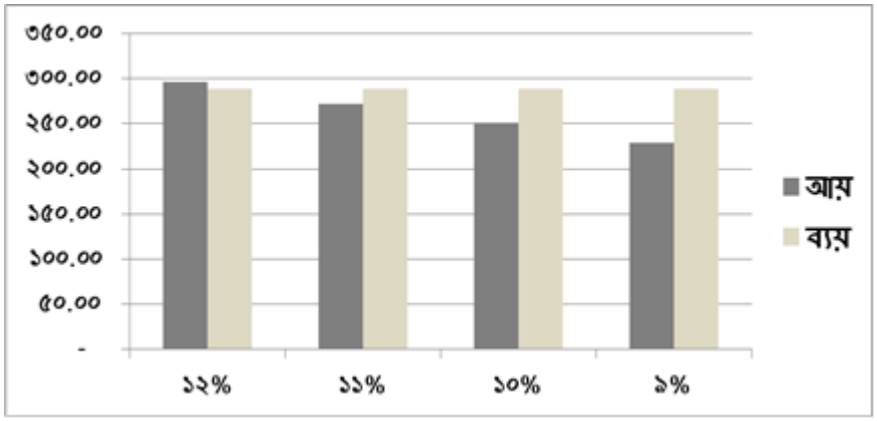
৩.৯ সেবা মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা

পিডিবিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লীর সুফলভোগী সদস্যদের পল্লী পরিসেবা নিশ্চিতকরণ এবং তাঁদের জীবিকায়ন চক্র সচল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫৫টি জেলার ২৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ৩৫৭টি উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত প্রায় ৪৫০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করছেন। উল্লেখ্য যে, বিত্তহীনদের কল্যাণে গৃহীত এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ সকল পরিচালন ব্যয় পিডিবিএফ-এর নিজস্ব আয় থেকেই নির্বাহ করা হয়। সরকারের পক্ষ হতে দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন প্রকার বাজেটরি সাপোর্ট কিংবা বেতন-ভাতাসহ পরিচালন ব্যয় বাবদ কোন অর্থ পিডিবিএফ-কে দেয়া হয় না। পিডিবিএফ পল্লীর অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে বিনিয়োগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট সেবা মূল্যে ঋণ-সেবা প্রদান করে থাকে । বর্তমানে এই সেবা মূল্যের হার ১২.০০% -১২.৫০% পর্যন্ত। পিডিবিএফ অর্জিত সেবামূল্য থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা ১৮৫.০ কোটিসহ আনুষাঙ্গিক সকল ব্যয় ২৮৮.৫৫ কোটি টাকা পরিশোধ নিশ্চিত করে থাকে।

মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগী হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় ১ ডিজিটে সুদের হার নির্ধারণের ব্যাপারে মতামত প্রদান করা হয়। প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পিডিবিএফ এর বর্তমান সেবা মূল্যের হার ১২%-১২.৫%। ১ডিজিটে এই হার নির্ধারণ করলে আয়/ব্যয়ে কি ধরণে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তার তুলনামূলক চিত্র নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-৩.২৮: সেবা মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির হার **(কোটি টাকায়)**

সেবামূল্যের বর্তমান হার	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত/ (ঘাটতি)
১২%-১২.৫%	২৯৬.২৮	২৮৯.৬৪	৬.৬৪
১১%	২৭১.৮০	২৮৯.৬৪	(১৭.৮৪)
১০%	২৫০.৫০	২৮৯.৬৪	(৩৯.১৪)
৯%	২২৯.০২	২৮৯.৬৪	(৬০.৬২)



চিত্র: ৩.১২: সেবা মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির হার

উপরোল্লিখিত ছক অনুযায়ী সেবা মূল্যের হার ১২% থেকে ১% হ্রাস করলে প্রতিষ্ঠানের মোট ঘাটতি দাঁড়ায় ১৭.৮৪ কোটি টাকা, ২% হ্রাস করলে ৩৯.১৪ কোটি টাকা এবং ৩% হ্রাস করলে ঘাটতি দাঁড়ায় ৬০.৬২ কোটি টাকা। অর্থাৎ সিঙ্গেল ডিজিটে সেবা মূল্যের হার করা হলে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যায়ের উপর প্রভাব পড়বে। এ প্রভাব মোকাবেলার জন্য প্রতি আর্থিক বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ প্রায় ৬০ কোটি টাকার বেশি সরকারি তহবিলের প্রয়োজন দেখা দিবে।

৩.১০ এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল

গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগের প্রতি বিভাগ থেকে ১টি করে সর্বমোট ৭টি FGD পরিচালনা করা হয়েছে। এফজিডির মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডিতে সুফলভোগীরা ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষক, ব্যাবসায়ী, নারী উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি এফজিডিতে ১২-১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো-



চিত্রঃ এফজিডি, চিলমারী, কুড়িগ্রাম



চিত্রঃ এফজিডি, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ



চিত্রঃ এফজিডি, দাউদকান্দি, কুমিল্লা



চিত্রঃ এফজিডি, সদরপুর, ফরিদপুর

ফলাফলসমূহ:

ক) (পিডিবিএফ) এর প্রকল্প কর্তৃক কার্যক্রমসমূহ

সভায় উপস্থিত সকলেই মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল ঋণ প্রদান, কিস্তি নেওয়া, সঞ্চয় করা, কেন্দ্র/সমিতি গঠন, উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, কেন্দ্র ব্যবস্থামূলক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এসবের মধ্যে ঋণ প্রদান কার্যক্রম সবচেয়ে ভালো বলে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী সকলেই একমত পোষণ করেন। সেই সাথে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ও ভালো বলে অনেকে মন্তব্য করেন।

খ) পেশা সম্পর্কিত

অংশগ্রহণকারীদের পেশাঃ এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এই পেশার মধ্যে গৃহিণি, কৃষি কাজ, গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন, শাক/সবজীর চাষ, মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী, ভ্যানচালক, দিন মজুর, দর্জি প্রভৃতি পেশার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গ) ঋণের টাকার ব্যবহার

উপস্থিত সকলেই মতামত প্রকাশ করেন যে, ঋণের টাকা তারা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডেই ব্যয় করেছেন, যেমন- গবাদী পশু পালন, হাঁস-মুরগীর খামার, কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যাবসা, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রির খামার, পান চাষ, ভ্যান/রিক্সা ক্রয়, মুদি দোকান, চায়ের দোকান ইত্যাদি কাজে ব্যয় করেছেন।

ঘ) অন্যান্য উৎস হতে ঋণ গ্রহণ

অধিকাংশ আলোচনাকারী জানান যে, তারা অন্য কোন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করেন না। তবে অনেকেই অন্যান্য উৎস যেমনঃ ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, একটি বাড়ি একটি একটি খামার প্রভৃতি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। যারা অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন তাদের অধিকাংশই ৪/৫ টা এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন।

এই প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম ভাল, কারণ হিসেবে তারা মনে করেন যে, সুদের হার কম, জামানত বিহীন ঋণ, নারীদের ক্ষমতায়ন, মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের ব্যবহার ভাল প্রভৃতি।

ঙ) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম এবং ঋণ বিতরণে কোনো অনিয়ম/ অসুবিধা ছিল কিনা, অন্য কোন সরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছেন কি না এবং সুদের হার

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঋণ বিতরণ সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সকলেই মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের আওতায় যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ছিল তাতে কোন প্রকার অনিয়ম/অসুবিধা ছিল না। সবাই জানিয়েছেন যে, তারা অন্য কোন সরকারি সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন নাই কেউ কেউ বলেছেন তারা অন্য এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছেন। তারা ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার ১২% থেকে কমিয়ে ৯% করা ও মৌসুমী ঋণের ব্যবস্থা করার কথা জানিয়েছেন।

চ) প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করাতে লাভবান হয়েছেন কিনা-

উপস্থিত সকলে মতামত প্রকাশ করেন যে, ঋণের টাকা গ্রহণ করে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করে লাভের অংশ থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ করেছেন। এতে করে তাদের বিনিয়োগ অক্ষত ছিল। বছর শেষে গ্রহণকৃত ঋণের সকল টাকা তারা পুঁজির সাথে যোগ করে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা হয়েছে বলে জানান। এছাড়াও জানান যে, তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, ফলে তারা স্ব পেশায় আরও দক্ষ হচ্ছেন। তারা প্রকল্প হতে পুনঃ পুনঃ ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা ব্যবহার করে তারা তাদের স্ব-স্ব কর্মসংস্থানের উন্নতি সাধন করতে পারেন। পাশাপাশি তারা কিছু সঞ্চয়ও করতে পারছেন।

ছ) কর্মসংস্থান

প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণের ফলে তাদের এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে সকলেই মতামত দেন। ঋণ গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যে খুব কম পেশা থেকে আয় করা সম্ভব। তাই দুই সপ্তাহ পর ঋণ পরিশোধ করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য বলে তারা জানান। তবে অনেকেই বলেন যে, ঋণ কিস্তি পরিশোধের জন্য তারা কিছু অর্থ রেখে দেন যা দিতে প্রথম দুই কিস্তি পরিশোধ করা যায়।

জ) সঞ্চয় কার্যক্রম

উপস্থিত সকলেই পিডিবিএফ-এ সঞ্চয় করেছিলেন। তারা সাপ্তাহিক ভাবে সঞ্চয় করে থাকেন। তবে তাদের সঞ্চয়ের যার যার সামর্থ অনুযায়ী নির্ভর করে। এই প্রকল্পে সঞ্চয় করতে তাদের কোন ঝুঁকি নাই বলে তারা সকলেই মনে করেন। এই সঞ্চিত টাকা তারা তাদের পারিবারিক কাজে বা তাদের ব্যাবসার কাজে ব্যয় করে থাকেন। সঞ্চিত টাকা হিসাব নিকাশের জন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। সেই সাথে তাদের হিসাবের কোন গরমিল ছিল না বলে তারা সকলেই মনে করেন। অধিকাংশই পিডিবিএফ-এ যুক্ত হওয়ার আগে তারা অন্য কোন সমিতিতে যুক্ত ছিলেন না, তবে অন্যরা বলেন যে, তারা অন্য কোন সমিতিতে যুক্ত ছিলেন।

ঝ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

উপস্থিত সকলেই প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সুফলভোগী উত্তরদাতাদের মতে প্রকল্প কর্তৃক সুফলভোগীদের বিনিয়োগে সকল বিষয়ের উপর নজর না দিয়ে প্রধানত গাভী পালন, গরু

মোটাতাজাকরণ, হাস-মুরগী পালন, সবজী চাষ ইত্যাদি বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাদের মতে প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের সময়সীমাও কম থাকে; এইক্ষেত্রে মাত্র দুই-তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া প্রদত্ত প্রশিক্ষণে হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগটা কম থাকে বিধায় কাজের সময় প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করা যায় না। তারা মনে করেন যে, প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো হলে তাদের জন্য ভালো হতো। এছাড়া, জানান যে, এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ যেমন: মোবাইল মেরামত, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক্যাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;

ঞ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সন্তানের শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করেছিলেন। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সুফলভোগী উওরদাতাদের মতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগী সদস্যদের দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে, তাদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের সামাজিক মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, সদস্যের মাঝে সমবায়ী কর্মকান্ডের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের মধ্যে নতুন নেতৃত্ব (যেমন কেন্দ্রের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন ইত্যদি) সৃষ্টি হয়েছে।

ট) নারীর ক্ষমতায়ন

উপস্থিত সকলেই মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের ফলে তারা পরিবারে নিজস্ব মতামত প্রদান করতে সক্ষম, ঋণ গ্রহণ করে আয় বর্ধক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের মতে প্রকল্প কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে পরিবারে যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ হিসেবে তারা মনে করেন, যেহেতু প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী সদস্যরা অর্থ আয় করেছেন ও তা বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্পদের মালিক হয়েছেন, তাই পরিবারে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঠ) প্রকল্পের সমস্যা বা দুর্বলদিক

উপস্থিত সকলেই মতামত প্রকাশ করেন যে, ঋণ পরিশোধ করার পর ঋণ পেতে অনেক সময়ের দরকার হয়; প্রশিক্ষণকালীন কোন ভাতা না থাকা; মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের জন্য যাতায়াত সমস্যা এবং পিডিবিএফ এর উপজেলা পর্যায়ে নিজস্ব ভবন না থাকা।

ড) ফোকাস গ্রুপ আলোচনার সারসংক্ষেপ:

১) প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ দিনের পরিবর্তে ৭ দিন করা ও প্রশিক্ষণের জন্য দৈনিক ভাতার ব্যবস্থা করা;
২) ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার ১২% থেকে কমিয়ে ৯% করা ও মৌসুমী ঋণের ব্যবস্থা করা।
৩) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের কিস্তি ১২ মাসের পরিবর্তে ২৪ মাসে ঋণের কিস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;
৪) ক্ষুদ্র ঋণের সার্ভিস চার্জ হাজারে ১২৫/- টাকার পরিবর্তে ১০০/-ফি করা;
৫) ঋণ বিতরণের তিন মাস পর ঋণের কিস্তি আদায়ের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়;
৬) সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা;
৭) প্রকল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৮) এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ যেমন: মোবাইল মেরামত, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক্যাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা; এবং
৯) প্রতিদিন যাতায়াত না করে উপজেলায় থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

৩.১১ কেআইআই হতে প্রাপ্ত ফলাফল

গুণগত তথ্য অনুসন্ধানের অন্যতম পন্থা "কেআইআই" (KII)। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্পর্কিত মতামত, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব, স্থানীয় এলাকায় কর্মসংস্থান ও প্রভাব, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের প্রভাব, ঋণ কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে ২৫টি কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। কেআইআই হতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো-



চিত্রঃ নিবিড় আলোচনা (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে)

নিবিড় আলোচনার ফলাফলসমূহ:

আলোচ্য বিষয়: ১- প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কোন কাজ অসম্পন্ন থাকলে তার কারণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসম্পন্ন নেই। শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কোন ধরণের প্রধান ঝুঁকি ছাড়াই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

আলোচ্য বিষয়:২ সমিতি গঠন, ঋণ বিতরণ এবং ঋণ আদায়ের হার কেমন ছিল?

প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্প এলাকায় মোট ৬৩১৪টি সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে মোট ২,০৯,৭৯৯ জন সুফলভোগী সদস্যের মধ্যে ১০৯৬৫০ লক্ষ টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সমিতির ঋণ আদায়ের হার ছিল ৯৮% যা অত্যন্ত সন্তোষজনক।

আলোচ্য বিষয়: ৩- প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী গ্রামীণ পরিবারগুলোর ডাটা বেইজ তৈরি করেছেন কী? তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী গ্রামীণ পরিবারগুলোর ডাটা বেইজ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত এই ডাটাবেজ মনিটরিং করা হয়। সমস্ত তথ্য অফিসে সংরক্ষিত থাকে, সুফলভোগীরা চাইলে তাদের ডাটাবেইজ দেখতে পারে। এছাড়া তাদের বর্তমান অবস্থা অতীতের তুলনায় যথেষ্ট ভালো। ঋণ সহায়তার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। যার ফলে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেকেই স্বাবলম্বি হতে পেরেছে বলে মন্তব্য করেন।

আলোচ্য বিষয়: ৪ পল্লী এলাকার সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা বর্ণনা করুন-

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের আওতায় বেশিরভাগ সুফলভোগী নারী। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। আর বেশিরভাগই গ্রামে বসবাস করে যাদের কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। তাই প্রকল্পের আওতায় পল্লী নারীদের এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঋণ সহায়তা এবং দক্ষতা উন্নয়নও সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে বেশিরভাগ সুফলভোগী পরিবারের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি হাঁস/মুরগী পালন, গরু/ছাগলের খামার, কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষি/অকৃষি, ছোট ব্যাবসা ইত্যাদি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। যার ফলে পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আয় বৃদ্ধির ফলে পল্লী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়: ৫- প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী গ্রামীণ পরিবারের মাঝে ঋণ বিতরণ সিস্টেমগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রথমে সমিতির সদস্য হতে হয়, এরপর সমিতির সভানেত্রীর সিদ্ধান্তক্রমে ঋণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সদস্য নির্বাচন ও ভর্তি এবং ৪ সপ্তাহ সঞ্চয় জমা করার পর সদস্যদেরকে ঋণ দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় বেশিরভাগ নারী উদ্যোক্তা ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

আলোচ্য বিষয়: ৬- প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী গ্রামীণ পরিবারের কত জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

প্রকল্পের আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে সরাসরি ৪৩,৪৬০ জনের কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। গড়ে প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ৪-৫ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন মর্মে কর্মকর্তারা মতামত প্রদান করেন।

আলোচ্য বিষয়: ৭-প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের মূলধন/পুঁজি গঠন সম্পর্কে মতামত প্রদান করুন।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্পের আওতায় বেশিরভাগ সুফলভোগীই নারী সদস্য। প্রকল্পের আওতায় ৬৩১৪টি সমাজ/পাড়া গঠিত হয়েছে ২০৫২৫২ জন সুফলভোগী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ৮০৪৫.৯২লক্ষ টাকা পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছেন। এতে প্রত্যেক সদস্য গড়ে ৩৮৩৫.০০ টাকা নিজস্ব পুঁজি/সঞ্চয় গঠন করে তাদের পারিবারিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছেন।

আলোচ্য বিষয়: ৮- প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করা হয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, ৮০৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে কৃষি, প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ৩০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্যারাটেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্পভুক্ত ৮৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

৩.১১.১ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

অধিকাংশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের অভিমত হলো তারা প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত আছেন। কিন্তু প্রকল্পের কাজের সাথে তাদের তেমন কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আবার কেউ কেউ প্রকল্প সম্পর্কে অবহিতই নন। যারা প্রকল্প সম্পর্কে জানেন তারা বলেন যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের পাশাপাশি প্রকল্প হতে প্রকল্প সুফলভোগীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার ফলে এলাকায় কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তাও সৃষ্টি হচ্ছেন। তারা আরো জানান যে, এই প্রকল্পের ফলে এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক নারীগণ আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত

হচ্ছেন। তারা আরোও জানান যে, প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল মাত্র ৩ দিন হওয়ায় ঋণের টাকা সম্পুর্নরূপে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

৩.১১.২ ইউপি চেয়ারম্যান হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

অধিকাংশ উপজেলা ইউপি/চেয়ারম্যান প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত নন। কেউ কেউ এই প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত আছেন কিন্তু তাদের প্রকল্পের কাজের সাথে তেমন কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই। যারা প্রকল্প সম্পর্কে জানেন তারা জানান যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের পাশাপাশি প্রকল্প হতে প্রকল্পের সুফলভোগীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডের উপর দুই দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার ফলে এলাকায় কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তাও সৃষ্টি হচ্ছেন।

তারা জানান যে, প্রকল্পের ফলে এলাকায় মৎস্য চাষ, মুরগীর খামার, গরু মোটাতাজাকরণ খামার, সবজী চাষ, ছাগলের খামার, ক্ষুদ্র মুদি দোকান, অটো চালক প্রভৃতি পেশার আধিক্য দেখা দিয়েছে। উপজেলায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হচ্ছেন।

তারা জানান যে, প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচন ও ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জন প্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্টতা বাড়ানো প্রয়োজন, তা না হলে ঋণ খেলাপীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.১২ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফল

তারিখ: ১২ এপ্রিল, ২০২২ রোজ মঙ্গলবার।
স্থানঃ এনজিও ফোরাম আঞ্চলিক কার্যালয়, **রংপুর।**

সভার তারিখ: ১২ এপ্রিল, ২০২২, সময়: সকাল ৩.৩০ ঘটিকা, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারিগণের পরিচিতিঃ **আবদুল্লাহ আল মামুন, মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **মোঃ হেলাল খান**, মূল্যায়ন কর্মকর্তা (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মুহিউদ্দিন আহমদ পান্নু, পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা) বিভাগ, পিডিবিএফ, প্রাধান কার্যালয়, ঢাকা, মোঃ মাহবুবার রহমান, উপ-পরিচালক, পিডিবিএফ, রংপুর। ড. অশোক কুমার ঘোস, (টিম লিডার), মোস্তাক আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিস, ঢাকা, পিডিবিএর রংপুর জোনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, সুফলভোগী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্রঃ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, এনজিও ফোরাম আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কর্মশালায় অশোক কুমার ঘোষ, (টিম লীডার), প্রথমে একে একে সবার পরিচয় গ্রহণ করেন, তারপর তিনি উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তারপর মোঃ হেলাল খান (মূল্যায়ন কর্মকর্তা আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কর্মশালার উদ্দেশ্য ও **"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)"** প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন এবং অংশগ্রহণকারী সকল সুধীবৃন্দকে এ প্রকল্প সম্পর্কিত যত প্রকার সুবিধা অসুবিধা যেমন প্রশিক্ষণ, ঋণ, সঞ্চয়, সুদের হার, ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা, ঋণ পাওয়ার ফলে সুবিধা ইত্যাদি সহ যে কোনো সমস্যার কথা কোন প্রকার দ্বিধা না করে উপস্থাপনের আহবান জানান। তিনি আরও বলেন যে এ কর্মশালায় তাদের উত্থাপিত সমস্যাগুলো প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরো বলেন সরকার ভর্তুকির ব্যবস্থা করে আপনাদের জন্য এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। এ প্রকল্পের ফলে নারীরা বেশি স্বাবলম্বী হয়েছেন মর্মে জানা যায়।

অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে ড. অশোক কুমার ঘোষ ও মোস্তাক আহমেদ উন্মুক্ত আলোচনা শুরু করেন। আপনারা কিভাবে জানতে পেরেছেন এ প্রকল্প সম্পর্কে, উত্তরে তারা জানান বিভিন্ন সময়ে সভা হয়েছে, এ সকল সভার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। একজন সুফলভোগী জানান, তিনি প্রথমে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যাবসা শুরু করেন, তারপর ঐ ঋণ পরিশোধ করে আবার ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যাবসা শুরু করেন, ৩য় বার তিনি ৩ লক্ষ টাকা নিয়ে

ব্যাবসা করে অনেক উন্নতি লাভ করেছেন। বর্তমানে তার ৩টি গরু এবং ৫শত ব্রয়লার মুরগী রয়েছে এবং তার পরিবার নিয়ে অনেক ভাল আছেন। তিনি বলেন পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সারা দেশে চালু হোক।

এর পর ফিরোজ আহমেদ যিনি একজন ক্ষুদ্র উদ্যেক্তা, তার স্টেশনারী ব্যাবসা আছে, তিনি জানান, সে আগে অনেক অসুবিধায় ছিলেন, যখন জানতে পারেন যে, পিডিবিএফ থেকে খুব সহজে ঋণ পাওয়া যায়, তারপর যোগাযোগ করে অল্প সময়ের মধ্যে ১লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তার ব্যাবসা শুরু করেন। তারপর ১লক্ষ টাকা পরিশোধ করে আবার ৩লক্ষ টাকা নিয়ে সাপলাইয়ের ব্যাবসা শুরু করেন। বর্তমানে তার প্রায় ৮-৯ লক্ষ টাকা কেশ আছে বলে জানান। তিনি বলেন পিডিবিএফ থেকে যদি সহজ শর্তে এ ঋণ না পেতাম, তা হলে এ করোনার সময়ে আমার খুব অসুবিধা হয়ে যেত। বর্তমানে তার মাসিক আয় ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা।

কলি বেগম নামের আর এক জন সুফলভোগী জানান, তার দুই মেয়ে পড়াশুনা করে কিন্তু ২০১৭ সালে হঠাৎ তিনি খুব অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়েন। তারপর পিডিবিএফ থেকে ৮০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যাবসা শুরু করেন, এ টাকা পরিশোধ করে আবার ঋণ গ্রহণ করেন, বর্তমানে দুই মেয়েকে ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছেন, মাসে তার ২০-২৫ হাজার টাকা আয় হয়। এভাবে একে একে অনেকেই তাদের সুবিধার কথা বলেন। অসুবিধা হিসেবেও তারা কিছু মতামত দিয়েছেন। আলোচনা পর্বে ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, পিডিবিএফ সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি যদি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঋণের ব্যবস্থা করা হত তাহলে আরো অনেক উপকার হত। পিডিবিএফ এর কর্মীগণ বাইসাইকেলে করে সুফলভোগীদের থেকে সঞ্চয় আদায় করেন। যদি তাদের জন্য অন্ততপক্ষে একটি মোটরসাইকেল ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক বৃদ্ধি পায়। পিডিবিএফ এর আরেক কর্মী বলেন আমরা অনেক কঠোর পরিশ্রম করি। আমাদের জন্য একটি মটরসাইকেল ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। তারা আরো বলেন যে, যে সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ে পিডিবিএফ এর কার্যপরিধি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সেসব এলাকায় উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।

পিডিবিএফ এর পরিচালক মুহিউদ্দিন আহমদ পান্নু, (অর্থ ও পরিকল্পনা) বলেন, এ প্রকল্পের ফলে নারীদের উন্নয়ন হয়েছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্যই ১৯৯৯ সালে এ পিডিবিএফ এর কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলমান আছে। তিনি পিডিবিএফ এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের বিভিন্ন সুবিধার কথা তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে প্রধান অতিথি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। প্রথমেই তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন। এরপর উপস্থিত অনেকের সুপারিশ এবং মতামতগুলো সম্পর্কে বলেন, অনেকের চাহিদা সুদের হার কমানো, প্রশিক্ষণ প্রদান করা, প্রশিক্ষণের ভাতা ব্যবস্থা করা, ঋণ বিতরণের তিন মাস পর ঋণের কিস্তি আদায়ের ব্যবস্থা, প্রকল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে পুনরায় দ্রুত ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা এবং মৌসুমী ঋণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। আপনারা যা বলেছেন, এ ব্যাপারে যতটা সম্ভব চেষ্টা করা হবে। তারপর তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উন্মুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ

(১) সুবিধা সম্পর্কিত আলোচনায় সুফলভোগীগণ বলেন

- সহজেই যে কোন সময় চাহিদামতো সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যায় এবং সুফলভোগী সদস্যদের ঋণ সেবা প্রাপ্তিতে কোন সদস্যকে হয়রানির স্বীকার হতে হয় না।
- সুফলভোগী সদস্যদের ঋণ গ্রহণের জন্য ইকুইটি এর প্রয়োজন হয় না এবং কিস্তির মাধ্যমে সহজে সুফলভোগী সদস্য ঋণ পরিশোধ করতে পারে।
- ক্ষুদ্র ঋণ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের পাশাপাশি সুফলভোগী সদস্যগণ দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুবিধা পাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, পারিবারিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে।
- ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি গঠনের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
- নারীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় প্রোডাক্ট থাকার কারণে সুফলভোগী সদস্যগণ পছন্দ মাফিক সঞ্চয় জমা করার সুযোগ পাচ্ছে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তথা নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাংক ঋণ প্রক্রিয়া কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ, অন্যদিকে প্রকল্প থেকে সহজেই স্বল্প সময়ে ঋণ সুবিধা পাওয়া যায়।
- গ্রামীণ জীবন মানের উন্নয়ন, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রসার, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের উন্নয়ন ঘটছে।

(২) অসুবিধা সম্পর্কে আলোচকগণ বলেন

- ঋণ পরিশোধ করার পর ঋণ পেতে সময় লাগা;
- ঋণের যথাপোযুক্ত ব্যবহার না হলে সুফলভোগী সদস্য আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে;
- এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করলে এবং সামর্থের চেয়ে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করলে সদস্য দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে;
- প্রণোদনা ঋণ বিতরণে সমস্যা হওয়া;
- প্রশিক্ষণ ভাতা না থাকা;
- কর্মীদের জন্য যাতায়াত সমস্যা;
- পিডিবিএফ এর উপজেলা পর্যায়ে নিজস্ব ভবন না থাকা;

(৩) উম্মুক্ত আলোচনার পরামর্শসমূহ

- কর্মীদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা;
- প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ দিনের পরিবর্তে ৭ দিন করা ও প্রশিক্ষণের জন্য দৈনিক ভাতার ব্যবস্থা করা;
- ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার ১২% থেকে কমিয়ে ৯% করা ও মৌসুমী ঋণের ব্যবস্থা করা।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের কিস্তি ১২ মাসের পরিবর্তে ২৪ মাসে ঋণের কিস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- ঋণ বিতরণের তিন মাস পর ঋণের কিস্তি আদায়ের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়;
- ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে দ্রুত সময়ে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা;
- প্রকল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- এলাকা ভিত্তিক টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ যেমন: মোবাইল মেরামত, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক্যাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা; প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ঋণ বিতরণ করা এবং
- প্রতিদিন যাতায়াত না করে উপজেলা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

৩.১৩ প্রকল্পের সাফল্যগাথা (Success Stories)

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী ৫ জন সুফলভোগীর কেস স্ট্যাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। নিম্নে ৫ জন সুফলভোগীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিস্তারিত দেয়া হলো-

কেইস স্ট্যাডি-১

জীবন যুদ্ধে জয়ী কুলসুম বেগম



গ্রামের নাম শিয়ালী। পটুয়াখালী সদর উপজেলা থেকে প্রায় ০৪ কিঃমি দূরে এই গ্রাম। এই গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা কুলসুম বেগম। দারিদ্র্যতা, অভাব/অনটন ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। স্বামীর অল্প আয়ে ০২ ছেলেসহ মোট ০৪ জনের সংসারে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছিল কুলসুম বেগম। দুঃখ কষ্টের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের কষ্টের কথা পাশের বাড়ির পারভীন বেগমের সাথে বললেন। সব শুনে পারভীন বেগম পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন শিয়ালী গ্রামের মহিলা সমিতির সদস্য হিসাবে ভর্তি হয়ে সহজ শর্ত ঋণ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। পরের দিন ছিল উক্ত সমিতির সাপ্তাহিক সভা। কুলসুম বেগম পটুয়াখালী সদর কার্যালয় মাঠকর্মী মোঃ হান্নান মিয়ার সাথে পরিচিত হন। মাঠ কর্মী কুলসুম বেগমকে সমিতির নিয়ম কানুন ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ বিষয়ে বিস্তারিত জানালে তিনি সমিতির সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাঠ কর্মী কুলসুম বেগমকে সদস্য হিসেবে ভর্তি করে দেন। পরের সপ্তাহে ২০০০/- টাকা সঞ্চয় জমা করে প্রথমে ২০০০০/ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। নিজের আয়ের কিছু জমানো টাকা এবং ঋণের ২০০০০/-টাকাসহ মোট ৪০০০০/-টাকা দিয়ে বাছুরসহ একটি গাভী ক্রয় করেন। গাভীটি প্রতিদিন ০৪ কেজি দুধ দেয়। দুধ বিক্রি করে প্রতি দিন ৩০০/-টাকা মাসে ৯০০০/-টাকা আয় হয়। এরই সাথে তার স্বামীও মুদি দোকান শুরু করেন। এভাবে ৬ষ্ঠ বারে নারী উদ্যোক্তা প্রকল্প থেকে ১০০০০০/ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ০২টি অটো রিক্সা ক্রয় করেন। ০১টি অটো রিক্সা তার স্বামী নিজে চালান অপরটি ভাড়া দেন। এতে মাসে প্রায় প্রায় ১৫০০০/-টাকা আয় হয়। বর্তমানে তিনি সাধারণ সঞ্চয় ও লাখপতি সঞ্চয় বাবদ সর্বমোট ৩৮৬০০/- টাকা পুজি গঠন করেন। তিনি বর্তমানে ০৬টি গাভী এবং ০৫টি ছাগলের মালিক হয়েছেন। বাড়ির ভীত পাকা করে টিনের ঘর তৈরি করেছেন। এভাবে কুলসুম বেগম ও তার স্বামী জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যতার সাথে যুদ্ধ করে পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে সুখী সুন্দর জীবনের মুখ দেখেছেন। তাই তিনি এলাকার অবহেলিত মহিলাদেরকে পিডিবিএফ সমিতিতে ভর্তির জন্য সর্বদা উৎসাহিত করেন।

কেস স্ট্যাডি-২

ছাগল পালনের মাধ্যমে সফলতা পেয়েছে রিমা বেগম

রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার সরেরহাট দক্ষিণ পাড়া গ্রামের মুক্তার সরকার এর স্ত্রী রিমা বেগম। বয়স ৩১। দারিদ্র্যের কষাঘাতে তার সংসার পরিচালনা করা দূর্বিসহ হয়ে পড়েছিল। এমন এক দুঃসময়ে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন বাঘা কার্যালয় হতে ঐ গ্রামের এক ব্যক্তির অনুরোধে সমিতি গঠন উপলক্ষ্যে জরিপ করতে যান এক মাঠ সংগঠক। রিমা বেগম পাশে দাঁড়িয়ে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন কতৃক পরিচালিত সমিতির নিয়ম কানুনগুলো শুনেন। স্বামী মোঃ মুক্তার সরকার ভ্যান চালক সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরলে রিমা বেগম স্বামীকে সমিতির নিয়ম কানুন গুলি বলেন এবং জানান যে, তার নিজের ইচ্ছাও ছিল সমিতিতে ভর্তি হওয়া। অবশেষে স্বামী তাকে সমিতির সদস্য হওয়ার অনুমতি দেন। পরবর্তী সপ্তাহে উক্ত কর্মী তার গ্রামে গেলে তিনি সমিতিতে ভর্তি হন।



চিত্রঃ রিমা বেগমের ছাগল পালন

তার পর তিন সপ্তাহ সঞ্চয় জমা হওয়ার পরে এক রাত্রিতে তার স্বামীকে সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে কয়েকটি ছাগল কিনে সে নিজেই সেগুলো পালন করার জন্য স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। স্বামী রাজি হন। সমিতির নির্ধারিত দিনে রিমা বেগম ছাগল পালনের উদ্দেশ্যে ১৫০০০/- (পনের হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডশন বাঘা কার্যালয় হতে। ঐ টাকা দিয়ে পাশের হাট থেকে তিনটি ছাগল ক্রয় করেন। রিমা বেগম অতি আগ্রহে ও যত্ন সহকারে ছাগল পালন করতে থাকেন। স্বামীর ভ্যান হতে অর্জিত আয় দিয়ে কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। ৬ মাস অতিবাহিত হলো তিনটি ছাগলই বাচ্চা দিল তা ছাগলের সংখ্যা দাড়াল ৯টি। আরো ছয়মাস অতিবাহিত হলো, গ্রহণ কৃত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়ে গেল। তার সঞ্চয় জমা ইতিমধ্যে ৫৫০০ (পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আরো ৬ মাস অতিবাহিত হলে ভরনকৃত তিনটি ছাগলই পুনরায় বাচ্চাদিলে ছাগলের সংখ্যা হয়ে দাড়াল ১৫টি। রিমা বেগম এক রাত্রিতে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি ছাগল বিক্রয় করে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কেনেন। রিমা বেগমের দুই সন্তান তার মধ্যে এক সন্তান বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। ছেলেটি লেখা পড়াতে ও মেয়েটি স্কুলে যাওয়া শুরু করে। বাড়ীতে যখন ১৪ টি ছাগল তখন স্বামী প্রতিদিন ভ্যান চালায় এমন অবস্থায় তাদের মনোবল সুদৃঢ় হয়। আর্থিক অবস্থাও ঘুরে দাড়ায়। এক বছরের মাথায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন হতে ছাগল পালনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। রিমা বেগম হয়ে উঠেন একজন প্রশিক্ষিত ছাগল পালনকারী। চিকিৎসা, খাদ্য পরিচর্যায় পারদর্শী হয়ে পড়েন রিমা বেগম। গ্রামের পাশ দিয়ে পদ্মা নদীর বিশাল চর যেখানে ছাগল চরান, মোটেই ঝামেলার নয়, প্রচুর ঘাস। রিমা বেগম যখন ঝাক ধরে ছাগল চরাতে যান তখন গ্রামের আরো কিছু পরিবার ও ছাগল চরাতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তারাও শুরু করেন ছাগল পালন। এখন ঐ সমিতির আরো ৫ টি পরিবার ছাগল পালন করছে। রিমা বেগম ২ দফায় ২০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঐ টাকা দিয়ে ছাগলের ঘরটি ঠিক মতো মেরামত করেন। প্রতি বছর ছাগল দুইবার বাচ্চা দিতে থাকে। সে এখন প্রায় প্রতি মাসে একটি দুইটি ছাগল ১০,০০০-১৫,০০০ টাকায় বিক্রি করছে। স্বামীর আয় ও ছাগল বিক্রয়ের আয় তার সংসারের এনে দেয় এক অনাবিল আনন্দ, ঘুচে যায় অভাব অনটন। তার চোখে মুখে সে এক নতুন স্বপ্ন।

কেস স্ট্যাডি-৩

জাকিয়ার আবিষ্কার মুরগির মলে মাছ চাষ

পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কালাইয়া গ্রামের বাসিন্দা জাকিয়া বেগম। দিন মজুর স্বামীর প্রতিদিনের আয় দিয়ে ৬(ছয়) জনের সংসার প্রায় অচল। অভাব অনটনের ভারে জর্জরিত। পাশে এক বাড়িতে একদিন রান্নার তেল ধার করতে গিয়ে দেখেন যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডশনের মাঠ সংগঠক কিছু সংখ্যক মহিলাদের নিয়ে বৈঠক করছেন। সেখানে কিছু সময় দাঁড়িয়ে দেখেন এবং তাদের নিয়ম কানুন শুনে সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিছু দিন পর তিন কালাইয়া প্যাদা বাড়ী মহিলা সমিতির সদস্য হন। পরবর্তীতে পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্প বাউফল উপজেলা কার্যালয়ে মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।



চিত্রঃ জাকিয়ার মুরগী এবং মাছের চাষ

প্রশিক্ষণের পর জাকিয়া বেগম উপজেলা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কার্যালয় থেকে ১৫০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও পিডিবিএফ কর্মকর্তা বাউফল এর পরামর্শ ক্রমে মাছ চাষ ও ব্রয়লার মুরগী শেড তৈরী করে কাজ শুরু করে। প্রতিটি মুরগীর বাচ্চা ২৮/-টাকা দরে ৩০০টি মুরগীর বাচ্চা ক্রয় করেন মোট ৮৪০০/-টাকা দিয়ে। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে পুকুরটিতে মাছের পোনা চাষ শুরু করেন। প্রতি ৩২ দিন পরপর মুরগী বিক্রি করে এবং মুরগীকে যে খাবার দেয়া হয় তা দ্বারা মাছের খাবারের চাহিদার প্রায় অর্ধেক পূরণ হয়। খাবার বাবদ দৈনিক গড়ে ২০০/- টাকা লাগে। এতে মোট খরচ হয় ৩২X২০০=৬৪০০/- টাকা। ৩২ দিন পর মুরগী বিক্রি করে তাতে সমস্ত খরচ বাদ দিলেও আয় প্রায় ১২০০০/- টাকা। নিচে পানি থাকায় মুরগীর রোগ বালাই আক্রমনের কোন ভয় থাকে না। জাকিয়ার স্বামী এখন আর অন্যের জমিতে কাজ করেন না। একসাথে এভাবে মুরগী এবং মাছের চাষ এতটা লাভজনক তা সে ভাবতেও পারে নি। তার দেখা দেখি এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করে ঐ গ্রামের চিত্র আজ বদলে গেছে এবং জাকিয়ার সংসারে আজ সুখের সুবাতাস বইছে।

কেস স্ট্যাডি-৪

ফেরদৌসীর এখন সুদিন

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদ উপজেলার ফেরদৌসি বেগম তার জীবনে এক নতুন গল্পের সৃষ্টি করেছেন। পিডিবিএফ মুকসুদপুর কার্যালয়ের কৃষ্ণাদিয়া পূর্ব পাড়া মহিলা সমিতির সদস্য ফেরদৌসি বেগম এমনই এক কর্মময় জীবনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ফেরদৌসি বেগম ছিলেন নিতান্তই দরিদ্র অসহায় সম্বলহীন একজন গৃহিণি। তার একটি টিনের ছোট ঘর ছাড়া সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। সংসারের অভাব অনটনের জন্য তার ২ মেয়ে ও ১ ছেলের স্কুল পড়ার খরচ তিনি বহন করতে পারতেন না। স্বামী ছিলেন সাধারণ একজন কৃষক।



চিত্রঃ ফেরদৌসি বেগমের গাভী পালন

এমন এক সময় ২০১০ সালে পিডিবিএফ মুকসুদপুর কার্যালয়ের আওতায় কৃষ্ণাদিয়া পূর্বপাড়া মহিলা সমিতিতে সদস্যভুক্ত হয়ে ১ম দফায় ১০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি গাভী ও বাছুর ক্রয় করেন। এরপর পিডিবিএফ থেকে গাভী পালনের উপর দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গাভী পালনে উৎসাহিত হন। সেই গাভী থেকে দুধ বিক্রি করে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে,২য় দফায় ঋণ গ্রহণ করে আরও একটি গাভী ক্রয় করেন। পর্যায়ক্রমে গাভী দুধ ও বাছুর বিক্রি করে বর্তমানে ৪ টি উন্নত জাতের গাভী ও ৩ টি বাছুর সহ একটি খামারের মালিক হয়েছেন। এই খামার থেকে বর্তমানে দৈনিক গড়ে ২০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়, যার দৈনিক বাজার মূল্য ১০০০ হাজার টাকা। তিনি এখন ২টি টিনশেড থাকার ঘর ও ১টি টিনশেড ঘোয়াল ঘর তৈরি করেছেন। তার পরিবারের সকলে স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করেছেন। তার বড় মেয়ে কলেজে পড়াশুনা করে, ছোট মেয়ে ২য় শ্রেণি এবং ছেলে ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। তার স্বামী এখন মাঠের জমিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন করছেন । তিনি শেষ দফায় ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর নৈতিক ও মানসিক শক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতার সাথে অর্থনৈতিক পুঁজির মিলন ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছেন উন্নয়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তার অধ্যবসায়, পরিশ্রম, দৃঢ়তা, সত্য নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তীতা তাঁকে সমাজের একজন সম্মানী ও আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ফেরদৌসি বেগম সবাইকে উৎসাহ প্রদান করেন।

কেইস স্ট্যাডি-৫

আত্ম প্রত্যয়ী ফাতেমা বেগম

সিরাজগঞ্জ জেলার কামালখন্দ উপজেলার পশ্চিম দিকে ৯/১০ কি.মি. দূরে বিয়ারা গ্রাম। এই গ্রামের বাসিন্দা ফাতেমা বেগম। বেকার স্বামী, ২ ছেলে ও মাকে নিয়ে ৫ জনের সংসারে কষ্টের দিন ছিল তার নিত্য সঙ্গী। দুঃখ কষ্টে কোনমতে ০৫ জনের সংসার চলে যেত। ফাতেমা বেগম অন্যের বাড়ীতে তাঁতের কাজ করতেন। সেখানের আয় দিয়ে সংসারের কিছু কাজে লাগলেও দারিদ্র্যতা দূর হয়না। ফলে অভাবের সংসারে তাকে খুব দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করতে হয়। কষ্টের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি তার দুঃখের কথা এক আত্মীয় আলেয়া বেগমের নিকট বলেন। সব শুনে আলেয়া বেগম তাকে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর চর কামালখন্দ গ্রামের মহিলা সদস্য হিসাবে ভর্তি হয়ে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন।



ছবিঃ ফাতেমা বেগমের তাঁতের কাজ

পরের দিন ছিল উক্ত সমিতির সাপ্তাহিক সভা। আলেয়া বেগম কামারখন্দ উপজেলার মাঠ কর্মীর সাথে ফাতেমা বেগমকে পরিচয় করিয়ে দেন। মাঠ কর্মী ফাতেমা বেগমকে সমিতির নিয়ম কানুন এবং ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিষয়ে বিস্তারিত জানালে তিনি সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাঠ কর্মী ফাতেমাকে সদস্য হিসেবে ভর্তি করে নেন। পরের সপ্তাহ ৫০০/- টাকা জমা করে তিনি ১০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন ও নিজের আয়ের কষ্টের কিছু জমানো টাকা দিয়ে সুতা রং এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করেন। অতঃপর তাঁত দিয়ে কাপড় বানানোর কাজ শুরু করেন। তার ছেলে আল আমিন নিজেই পাইকারী এবং খুচরা দরে তাঁতের কাপড় বিক্রয় করেন। খরচ বাদে ফাতেমা বেগম এর প্রতি মাসে প্রায় ৭০০০/- টাকা আয় করেন।

উক্ত টাকা দিয়ে সংসারের খরচের পাশাপাশি ঋণ ও সঞ্চয়ের কিস্তি তিনি নিয়মিত দিতে থাকেন। পরের দফায় তিনি ১৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরো একটি তাঁত স্থাপন করেন এবং তৃতীয় দফায় ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তার তাঁতের সংখ্যা ৪টি। উক্ত চারটি তাঁত থেকে সকল খরচ বাদ দিয়ে প্রতি মাসে

তিনি ১৮০০০-২০০০০/- টাকা আয় করছেন। তিনি তার ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। তার মেয়েকে তিনি সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে পড়ানোর চিন্তা ভাবনা করেছেন। মেয়েকে বাহিরে পাঠিয়ে পড়াবেন কেন এমন প্রশ্নে ফাতেমাকে করা করা হলে তিনি বলেন, সরকারি কলেজে পড়ালে মেয়ের ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসবে।

ফাতেমা বেগমের সততা, পরিশ্রম ও বুদ্ধির কারণে তার সচেতনতা যেমন বেড়েছে তেমনি আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমিতির সবাই মিলে তাকে সমিতির সভানেত্রী নির্বাচন করেছেন। ফাতেমা বেগমের তাঁতে এখন দুইজন লোক কাজ করছে। বর্তমানে ফাতেমা বেগম পিডিবিএফ এর কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মীর পরামর্শের কথা এবং প্রতিষ্ঠানের সহজ শর্তে ঋণ ও অন্যান্য সুবিধার কথা বিভিন্ন গ্রামের লোকের কাছে প্রচার করেছেন। যে ফাতেমা বেগমের সংসার চলত না এখন সেই ফাতেমা দুইজন লোক নিয়োগ দিয়ে তাঁত পরিচালনা করছেন। এভাবে ফাতেমা পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হয়ে দারিদ্র্যতার সঙ্গে যুদ্ধ করে কঠিন পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে সাফল্য ছিনিয়ে এনেছেন।

৩.১৪ প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা

ডিপিপি/আরডিপিপি'তে টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত না থাকয় প্রকল্পের টেকসইকরণ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে ডিপিপি প্রণয়নের সময় সুনির্দিষ্ট একটি টেকসই পরিকল্পনা ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। প্রকল্পের কাজ টেকইসকরণে কিছু বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে যেমন- প্রকল্পের আওতায় এলাকাগুলোর চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেকানিক, সেলাই ও এমব্রয়ডারি, কৃষি ও অকৃষি ইত্যাদি)। ধারাবাহিকভাবে উন্নতি হচ্ছে এমন সদস্যগণের চলতি ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে পরবর্তীতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে। সুফলভোগী সদস্যগণের মাধ্যমে নিজ নিজ সমিতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভীপালন, ছাগল পালন, হাঁস পালন, মোরগ-মুরগী পালন, শাক সবজি চাষ, মাছ চাষ, ক্ষুদ্র ব্যাবসা ইত্যাদি আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকা শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। সুফলভোগী সদস্যগণের মধ্য থেকে প্যারাটেক ও প্যারাভেট তৈরি করে তাদের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) বিশ্লেষণ

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths) ও দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses), সুযোগসমূহ (Opportunities) এবং ঝুঁকিসমূহ (Threats) নিম্নে মেট্রিক্স আকারে সংক্ষেপে প্রদান করা হলো:

প্রকল্পের সবল দিকসমূহ	**প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ**
• পিডিবিএফ এর ১০০টি উপজেলা কার্যালয় স্থাপন; • আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা থেকেও চাহিদার ভিত্তিতে ৩১৪টি সমিতি বেশি গঠন এবং ৪৫৪৭ জন সুবিধাভোগী বেশি অন্তর্ভুক্ত করা; • চাহিদার ভিত্তিতে বাস্তব পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৯০,০০০ লক্ষ টাকা বেশি ঋণ বিতরণ এবং নিয়মিত কিস্তি আদায় করা; • আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যদের বাস্তব ধারণা এবং তাঁদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; • পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক থাকা; • সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, সমন্বয় ও সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ, সমিতির সাধারণ সদস্যদের উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, ফলে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি এবং সেবা প্রদানকারী জাতিগঠণমূলক সংস্থা/বিভাগের সাথে লিংকেজ সৃষ্টির ব্যবস্থা; • মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য গাইডলাইন হিসেবে ঋণ পরিচালন নীতিমালা প্রণয়ন ও মুদ্রণ এবং মাঠ কর্মী পর্যায়ে তা হ্যান্ডবুক হিসেবে সরবারহকরণ। প্রকল্পের মাঠ কর্মীদের প্রকল্প কর্মকান্ড সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান; • অনলাইনভিত্তিক সফটওয়্যার চালুকরণের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত এবং সকল সুফলভোগী সদস্যদের তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেইজ তৈরি;	• প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন না করা; • ডিপিপি/আরডিপিপিতে প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত না করা; • আঞ্চলিক কার্যালয় হতে উপজেলা কার্যালয়সমূহে যোগাযোগ ও নিবিড় তদারকির ঘাটতি। • সুফলভোগীদের চাহিদা মোতাবেক পোষ্ট-ট্রেনিং সাপোর্ট এর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না করা। • সমিতির সুফলভোগী সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুঃস্থ, দরিদ্র ও বিত্তহীন সদস্য চিহ্নিত না করা। • ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন মোতাবেক ঋণ সহায়তা প্রদান করতে না পারা। • অন্য প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়েছে কি না তার ডাটাবেইজ না থাকা।
প্রকল্পের সুযোগসমূহ	**প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ**
• পিডিবিএফ এর সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ; • সুফলভোগীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি। • সামাজিক বন্ধন, পুঁজি গঠন ও বিকাশ লাভের সৃষ্টি। • প্রকল্প থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং সুফলভোগী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। • সুফলভোগী সদস্যগণের নেতৃত্ব বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ; • ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি গঠনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। • নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তথা নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির সুযোগ। • গ্রামীণ জীবন-মানের উন্নয়ন, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রসার, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।	• প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ এবং এক হাতে একাধিক ঋণ গ্রহণ করলে সদস্যের ক্ষতির আশংকা থাকবে। • প্রকল্প ও ঋণের ধারাবাহিকতা না থাকলে সম্পদ ও মূলধনের পরবর্তী ব্যবহার ঝুঁকির আশংকা তৈরি হতে পারে; • ঋণের যথাপোযুক্ত ব্যবহার না হলে সুফলভোগী সদস্য আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। • এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করলে এবং সামর্থ্যের চেয়ে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করলে সে সদস্য দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে।

SWOT পর্যালোচনা:

এ প্রকল্পের অন্যতম সবলদিক হচ্ছে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ এর ১০০টি উপজেলা অফিস স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, পিডিবিএফ এর প্রকল্পভুক্ত ৮৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে পিডিবিএফর দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবে ৩১৪টি সমিতি বেশি গঠনের মাধ্যমে মোট ২,০৯,৭৯৯টি পরিবার অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৪,৫৪৭ জন সুবিধাভোগীকে প্রকল্পের আওতায় বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক সফটওয়্যার চালুকরণের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত এবং সকল সুফলভোগী সদস্যদের তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে যা প্রকল্পের অন্যতম সবলদিক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

এ প্রকল্পের বেশকিছু দুর্বলদিক লক্ষ্য করা গিয়েছে- প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। তাই সুফলভোগীদের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে আর্থ-সামাজিক বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ডিপিপি/আরডিপিপিতে প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা আবশ্যক। সুফলভোগীদের চাহিদা মোতাবেক পোষ্ট-ট্রেনিং সাপোর্ট এর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না করা। বাস্তবে সুফলভোগীদের চাহিদা মোতাবেক পোষ্ট-ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হলে প্রকল্পের শতভাগ প্রভাব নিশ্চিত করা যেতো। পিডিবিএফ এর আঞ্চলিক কার্যালয় হতে উপজেলা কার্যালয়সমূহে যোগাযোগ ও নিবিড় তদারকির ঘাটতি পরিলক্ষীত হয়েছে। সমিতির সুফলভোগী সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুঃস্থ, দরিদ্র ও বিত্তহীন সদস্য চিহ্নিত না করা। ঋণ বিতরণের সময় দুঃস্থ, দরিদ্র ও বিত্তহীন সদস্য চিহ্নিত করতে পারলে মূলত তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সু-স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যেতো। এছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা করা হয় কিন্তু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন মোতাবেক ঋণ সহায়তা প্রদান করা যায়নি। গড়ে প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ক্রমপুঞ্জিত ২.৮২ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছেন। যা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য অপ্রতুল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি পিডিবিএফ এর সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। এছাড়া, সুফলভোগী সদস্যদের ঋণ সহায়তার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং সামাজিক বন্ধন, পুঁজি গঠন ও বিকাশ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকাতে গ্রামে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং সুফলভোগী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুফলভোগী সদস্যগণের আয় উৎসারি কর্মকান্ডের পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এছড়া, এ প্রকল্পের বেশিরভাগ সুফলভোগী নারী সদস্য হওয়াতে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তথা নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। গ্রামীণ জীবন-মানের উন্নয়ন, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রসার, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের উন্নয়নের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ এবং এক হাতে একাধিক ঋণ গ্রহণ করলে সদস্যের আর্থিক ক্ষতির আশংকা থাকবে। প্রকল্প ও ঋণের ধারাবাহিকতা না থাকলে সম্পদ ও মূলধনের পরবর্তী ব্যবহার ঝুঁকির আশংকা তৈরি হতে পারে। ঋণের টাকা শতভাগ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার না করতে পারলে সুফলভোগী সদস্য আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া, এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করলে এবং সামর্থ্যের চেয়ে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করলে সে সদস্য দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। মূলত সদস্যদের ঋণের টাকার শতভাগ ব্যবহার এবং ঋণ বিতরণে ওভারল্যাপিং না হলে উপরোক্ত ঝুঁকিগুলো উপশম করা যাবে বলে আশা করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়
সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় রেখে সমীক্ষার সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে দেয়া হলো-

৫.১ প্রকল্প সংশোধনের কারণ পর্যবেক্ষণ: জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ বাস্তবায়নের ফলে প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে বেতন ভাতাদি বাবদ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি দেখা দেয়। প্রকল্পের অতিরিক্ত সময়ের জন্য সুফলভোগী সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ পরবর্তী আর্থিক সহায়তায় আইজিএ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ কিছু কিছু খাতসমূহে অতিরিক্ত ৪৫৯৮.৬৫ লক্ষ টাকা (মূল ডিপিপি'র ১৫.৯৫%) বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনের কারণে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। প্রকল্প সংশোধনের কারণ যৌক্তিক ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ১.৬ এবং RDPP পৃষ্ঠা-৩, অনুচ্ছেদ-৯ দ্র:)

৫.২ সমিতি গঠন পর্যবেক্ষণ: পিডিবিএফ এর ঋণ পরিচালনা নীতিমালা (COP) অনুযায়ী বাস্তবে সমিতি গঠন করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুযায়ী ৬০০০টি সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। বাস্তবে প্রকল্পের চাহিদার ভিত্তিতে ৬৩১৪টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। অর্থাৎ, আবর্তক ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৩১৪টি সমিতি গঠন বেশি করা হয়েছে। যার চাহিদা বিদ্যমান রয়েছে। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.২ (গ) পৃষ্ঠা-২৫, অনুচ্ছেদ-৩.৫.(১) দ্র:)

৫.৩ প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী অন্তর্ভুক্তি: অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী গ্রামীণ ২০৫২৫২টি পরিবারের দারিদ্র্যতা হ্রাসের লক্ষ্যে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার উল্লেখ ছিল। বাস্তবে চাহিদার কারণে প্রকল্পের আওতায় ২০৯৭৯৯টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৪৫৪৭ জন সুবিধাভোগী বেশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুফলভোগীদের বর্তমান বাৎসরিক আয় গড়ে ১৬১,১১৬ টাকা। তবে প্রকল্পের আবর্তক ঋণ এর মাধ্যমে আরও অধিক সংখ্যক দরিদ্র মানুষকে সেবা দেয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে সুফলভোগী সদস্যের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং ধারাবাহিকভাবে উন্নতি হচ্ছে এমন সদস্যগণের চলতি ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে পরবর্তীতে তাদেরকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.২ (ক) পৃষ্ঠা-২৫, অনুচ্ছেদ-৩.৫.(৩) দ্র:)

৫.৪ সুফলভোগীদের পুঁজি/আমানত গঠন: প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী ৫৮০০.০৫ লক্ষ টাকার পুঁজি/আমানত গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। বাস্তবে সুফলভোগীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ৮০৪৫.৯২ লক্ষ টাকার পুঁজি/আমানত গঠনে সক্ষম হয়েছে। এতে প্রত্যক সদস্য গড়ে ৩৮৩৫.০০ টাকা নিজস্ব সঞ্চয় গঠন করে তাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে। সুফলভোগীগণ ৯৬.৩% এখন নিয়মিত সঞ্চয় সংগ্রহ করছেন। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.২ (ক) পৃষ্ঠা-২৫, অনুচ্ছেদ-৩.৫.(২) দ্র:)

৫.৫ ঋণ বিতরণ ও ঋণ সংগ্রহ: সুফলভোগী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে চাহিদার ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত ১০৯৬৫০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। মূলত চাহিদার ভিত্তিতে বাস্তব পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা থেকেও ৯০,০০০ লক্ষ টাকা বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে ঋণ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৯৮%, যা সন্তোষজনক ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে সুফলভোগীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ এবং এক হাতে একাধিক ঋণ গ্রহণ করলে সদস্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের কিস্তি ১২ মাসের পরিবর্তে ২৪ মাসে এবং সুফলভোগীদের ঋণ প্রদানের কম পক্ষে ২ মাস পর থেকে কিস্তি আদায় করতে পারলে শতভাগ ঋণ সংগ্রহ সম্ভব হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.২ (ঘ) পৃষ্ঠা-২৬, সারণি-৩.২০ পৃষ্ঠা-৫২, এবং ৩.৭.৮ পৃষ্ঠা-৪৭ দ্র:)

৫.৬ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: প্রকল্পের আওতায় ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, ৮০৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে কৃষি, প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ৩০০ জন সুফলভোগি সদস্যকে প্যারাটেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ পরবর্তী যথাযথ ফলোআপ করা হলে শতভাগ প্রশিক্ষণের প্রভাব নির্ণয় করা যেতো। এছাড়া নার্সারী, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, মসলা জাতীয় ব্যাবসা, দুধ দিয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য তৈরি ব্যাবসা,

ফেরীওয়ালার ব্যাবসা ইত্যাদি কার্যক্রমে উৎসাহিত করে (Theoretical) প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রদর্শনীমূলক/অন-সাইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ছিল। (বিস্তারিত, অনচ্ছেদ ৩.২ (খ), অনুচ্ছেদ-৩.৭.৯ দ্র:)

৫.৭ কর্মসংস্থান সৃষ্টি: প্রকল্পের আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ফলে সরাসরি ৪৩,৪৬০ জনের কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের ফলে বর্তমানে পরিবারে বাৎসরিক গড় আয় ১৬১,১১৬ টাকা। এছাড়া প্রতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে ৪-৫ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে প্রকল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যেমন: মোবাইল মেরামত, ইলেকট্রেশিয়ান, মেকানিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করে নির্দিষ্ট কাজের ওপর ঋণ প্রদান করলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৫.৫, পৃষ্ঠা-৩৪, প্রকল্পের লক্ষ্য-১ এবং সারণি-৩.৪, পৃষ্ঠা-৪৫ দ্র:)

৫.৮ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সুফলভোগীগণ প্রকল্পের সহায়তা পেয়ে সংসারের অভাব মিটাতে পারছেন। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের ৬০.৮% এর পয়ঃব্যবস্থাপনা, ৮৮.১% এর আর্সেনিক মুক্ত পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি পান, ৯৭% সুফলভোগী এমবিবিএস ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা, ৬৩.৭% এর পারিবারিক সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, এছাড়া ৫৪.৯% মধ্যম আকারের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং ৪২.৬% উচ্চমাত্রায় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

৫.৯ নারীর ক্ষমতায়ন: প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের প্রায় সকলেই ছিল নারী সদস্য। তাই প্রকল্পে বাস্তবায়নের ফলে নারীদের যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারী ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। প্রায় সকল সুফলভোগী নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর আর্থিক ক্ষমতা এবং নারীর আর্থ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৭.৫ থেকে ৩.৭.৮, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৮ দ্র:)

৫.১০ চাহিদা মোতাবেক ঋণের অপ্রতুলতা: প্রকল্প চলাকালে ৮,৬৯২ জন উদ্যোক্তার মাঝে মোট ২৪,৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। গড়ে প্রতি সদস্য ক্রমপুঞ্জিত আকারে প্রকল্প মেয়াদে ২.৮২ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছেন, যা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার জন্য পর্যাপ্ত নয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন মোতাবেক ঋণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। মাঠ পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহ পূর্বক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৮ (ক) দ্র:)

৫.১০.১ ঋণের সার্ভিস চার্জ ১২% থেকে কমিয়ে ৯% করা: সার্ভিস চার্জ ১% হ্রাস করলে প্রতিষ্ঠানের মোট ঘাটতি দাঁড়ায় ১৭.৮৪ কোটি টাকা, ২% হ্রাস করলে ৩৯.১৪ কোটি টাকা এবং ৩% হ্রাস করলে ঘাটতি দাঁড়ায় ৬০.৬২ কোটি টাকা। পিডিবিএফ এর মন্তব্য অনুসারে সেবামূল্যের হার পরিবর্তন অর্থাৎ সিঙ্গেল ডিজিটে সেবা মূল্যের হার করা হলে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের উপর প্রভাব পড়বে। এ প্রভাব মোকাবেলার জন্য প্রতি আর্থিক বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ আনুষাঙ্গিক ব্যয় বাবদ প্রায় ৬০ কোটি টাকার বেশি সরকারী তহবিলের প্রয়োজন দেখা দিবে। তবে সুফলভোগী সদস্য ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য ও অর্থের যোগান বিবেচনা করে ঋণের সিলিং বৃদ্ধি এবং সুফলভোগি সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী সিঙ্গেল ডিজিটে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৯, পৃষ্ঠা ৬০ দ্র:)

৫.১১ পিডিবিএফ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ এর ৬টি জেলায় (ফরিদপুর, নাটোর, রংপুর, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া) আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ১০০টি উপজেলা অফিস স্থাপিত হয়েছে। পিডিবিএফ এর প্রকল্পভুক্ত ৮৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে পিডিবিএফর দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ বাস্তব ভিত্তিক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছে। উক্ত অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা অন্যান্য প্রকল্পতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে আসবে। তবে অনেক আঞ্চলিক

কার্যালয়ের পরিধি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে আঞ্চলিক কার্যালয় হতে উপজেলা কার্যালয়সমূহে যোগাযোগ ও নিবিড় তদারকির ঘাটতি ছিল। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.২ (খ), ৩.৫ (৭) দ্র:)

৫.১২ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন: প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আয়ের ক্ষেত্রে প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সম্পদ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্ব থেকে বর্তমানে ৪৭.৮৯%, সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ৮১.৮৫%, ব্যাবসায়িক সম্পদের মূল্য ৬২.৯৯% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আয় উৎসারি কর্মকান্ড বিষয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ৯৬.০% পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এছাড়া ঋণ প্রাপ্তির পর ৯১.০% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের সঠিক ব্যবহার করেছেন। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৭.৮, ৩.৭.১০, সারণি ৩.২১, ৩.২৭, ৩.২৯ এবং ৩.৩১ দ্র:)

৫.১৩ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ: সুফলভোগী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বাৎসরিক গড় সঞ্চয় আমানতে দেখা যায়, পিডিবিএফ-এ সঞ্চয় ছিল গড়ে প্রায় ৩০৭৬৭ টাকা, ব্যাংকে সঞ্চয় গড়ে ৬১১০৭ টাকা এবং এনজিও-তে সঞ্চয় ছিল গড়ে ৬৪২৭৪ টাকা। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির পর বাৎসরিক গড় সঞ্চয় ৩৪৮৫০ টাকা। এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। (বিস্তারিত, সারণি ৩.১৯ দ্র:)

৫.১৪ ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ: ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের ২৪টি প্যাকেজ ও সেবা ক্রয়ের ১টি প্যাকেজ ছিল। বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের ২৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান এবং ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ (৪) পৃষ্ঠা-৩০, অনুচ্ছেদ ৩.৩.২ দ্র:)

৫.১৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ: প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন কিংবা বেইজলাইন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়নি। ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়নকালীন বেইজলাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, সমীক্ষাকালীন সময়ে প্রকল্পের বেইজলাইন কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন না থাকায় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজি অবস্থার তথ্যাদি জানা যায়নি। এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২জন প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী শতভাগ জনবল নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প শেষে মোট জনবল ৫১৫ জনের মধ্যে ৪৬০ জন ডিপিপি অনুযায়ী পিডিবিএফ-এর মূল কার্যক্রমের সাথে আত্তীকরণ করা হয়। তবে প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভার আয়োজন করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী এখনও ৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট নিস্পত্তির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৬.১, ৩.৬.২ এবং ৩.৬.৪ দ্র:)

৫.১৬ প্রকল্প টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ: ডিপিপি/আরডিপিপি'তে টেকসইকরণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত না থাকয় প্রকল্পের টেকসইকরণ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে ডিপিপি প্রণয়নের সময় সুনির্দিষ্ট একটি টেকসই পরিকল্পনা ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। প্রকল্পের কাজ টেকইসকরণে কিছু বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে যেমন- প্রকল্পের আওতায় এলাকাগুলোর চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেকানিক, সেলাই ও এমব্রয়ডারি, কৃষি ও অকৃষি ইত্যাদি)। ধারাবাহিকভাবে উন্নতি হচ্ছে এমন সদস্যগণের চলতি ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে পরবর্তীতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে। সুফলভোগী সদস্যগণের মাধ্যমে নিজ নিজ সমিতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভীপালন, ছাগল পালন, হাঁস পালন, মোরগ-মুরগী পালন, শাক সবজি চাষ, মাছ চাষ, ক্ষুদ্র ব্যাবসা ইত্যাদি আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকা শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। সুফলভোগী সদস্যগণের মধ্য থেকে প্যারাটেক ও প্যারাভেট তৈরি করে তাদের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশমালা ও উপসংহার

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের সার্বিক পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প ফলাফল থেকে অর্জিত শিক্ষা এবং প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিকসমূহ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প ফলাফলকে টেকসইকরণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো

৬.১ সুপারিশমালা

১. নার্সারী, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, মসলা জাতীয় ব্যাবসা, দুধ দিয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য তৈরি ব্যাবসা, ফেরীওয়ালার ব্যাবসা ইত্যাদি কার্যক্রমে উৎসাহিত করে Theoretical প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রদর্শনীমূলক/অন-সাইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৫.৬ দ্র:);

২. সুফলভোগী সদস্যগণের মাধ্যমে নিজ নিজ সমিতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভীপালন, ছাগল পালন, হাঁস পালন, মোরগ-মুরগী পালন, শাক সজী চাষ, মাছ চাষ, ক্ষুদ্র ব্যাবসা ইত্যাদি আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের টাকা যেন শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে সে লক্ষ্যে পিডিএফ কর্তৃক তদারকি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৫.১৬ দ্র:);

৩. ধারাবাহিকভাবে উন্নতি হচ্ছে এমন সদস্যগণের চলতি ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে পরবর্তীতে তাদেরকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৫.৩ দ্র:);

৪. সুফলভোগীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ এবং এক হাতে একাধিক ঋণ গ্রহণ করলে সদস্যের দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাই ঋণ বিতরণে যেন ওভারল্যাপিং না হয় সে জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার যথাযথ মনিটরিং পূর্বক ঋণ বিতরণ করা প্রয়োজন (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ, ৫.৫ দ্র:);

৫. ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য বিবেচনায় ঋণের চাহিদার পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৫.১০ দ্র:);

৬. সুফলভোগী সদস্যগণের মধ্য থেকে প্যারাটেক ও প্যারাভেট তৈরি করে তাদের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা যেতে পারে (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৫.১৬ দৃ:);

৭. সুফলভোগী সদস্য ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য ও অর্থের যোগান বিবেচনা করে ঋণের সিলিং বৃদ্ধি এবং সুফলভোগী সদস্যদের দাবী অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ ১২% থেকে কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৯ এবং ৫.১০.১ দ্র:);

৮. প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী ৭টি অডিট আপত্তি এখনও নিস্পত্তি হয়নি। অডিট আপত্তি নিস্পত্তির জন্য প্রকল্প অফিস কর্তৃক ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৫.১৫ দ্র:);

৯. যে সমস্ত জায়গায় পিডিবিএফ এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের কার্যপরিধি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সে সমস্ত এলাকায় পিডিবিএফ এর উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.১১ ও ৫.১১ দ্র:);

১০. ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালীন বেইজলাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি এবং ডিপিপিতে প্রকল্প টেকসইকরণের সুনির্দিষ্ট Exit Plan অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৫.১৫ দ্র:); এবং

১১. প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অর্জন সন্তোষজনক। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প সারা দেশের প্রতিটি উপজেলায় ধারাবাহিক আকারে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে (বিস্তারিত, অনুচ্ছেদ ৩.৯, সারণি-৩.৯, ৩.১০ দ্র:)।

৬.২ উপসংহার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে সারা দেশের ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদেরকে উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ সহায়তার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড (আই জি এ) বাস্তবায়নের ফলে পরিবারে বাড়তি আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যাবসার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ ২০৯৭৯৯টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা অসীম। সুফলভোগীদের বর্তমান বাৎসরিক আয় গড়ে ১৬১,১১৬ টাকা। সুফলভোগীদের ৬০.৮% পয়ঃ ব্যবস্থাপনা, ৯৭.৪% এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা এবং ৮৮.১% এর পানীয় জলের পরিবর্তন এসেছে। যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তাই প্রকল্পের সফলতার দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের আরও অধিক জেলা ও উপজেলায় এরূপ প্রকল্প সম্প্রসারণ করে ঋণ সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

রেফারেন্সসমূহ:

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি।
- প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন।
- টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- PPA-2006- Public Procurement Act-2006, Ministry of Law, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- PPR-2008- Public Procurement Rule-2008, Ministry of Law, Justice and Perlamentary Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- Bangladesh Bureau of the Statistic-2017, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- 1 Daniel, W.W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in Health Sciences. 7th edn. New York, John Wiley & Sons
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি/পত্র।
- স্থীর চিত্র।

সংযোজনী-১

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য সাক্ষাৎকার অনুসূচি:

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার

সুফলভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা

উত্তরদাতার নাম:	গ্রাম:
সমিতির নাম:	সমিতির কোড:
সমিতিতে যোগদানের তারিখ:	সমিতি গঠনের তারিখ:

০১. বয়স: আপনার বয়স কত? ☐

০২. শিক্ষাগত যোগ্যতা: অনুগ্রহ করে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করুন।

(ক)	লিখতে ও পড়তে জানি না	
(খ)	শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারি	
(গ)	বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে লেখাপড়া করেছি	
(ঘ)	☐ শ্রেণী পর্যন্ত পাশ করেছি	

পরিবারের বাৎসরিক আয় ও ব্যয় কত টাকা ----------আয় টাকা----------ব্যয় টাকা

০৩. পরিবারের আকার: আপনার পরিবারের লোকসংখ্যা কত? ☐ জন

০৪. জমির পরিমান: মেহেরবানী করে আপনার জমি জমা সম্পর্কে তথ্য দিন।

ক্র নং	**জমির বিবরণ**	**মোট জমির পরিমান**	
		স্থানীয় একক/শতক	**হেক্টরস**
০১	বসতবাড়ীর (বাগান এবং পতিত সহ) জমি		
০২	নিজ জমি নিজ চাষে		
০৩	বন্ধক বা লিজ নেয়া জমি		
০৪	নিজ জমি অন্যকে বর্গা দেয়া		
০৫	অন্যের জমি বর্গা নেয়া		

০৫. সঞ্চয় সম্পর্কিত: অনুগহ পূর্বক আপনার সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য দিন।

০১	নিয়মিত সঞ্চয় করি	
০২	মাঝে মধ্যে সঞ্চয় করি	
০৩	কদাচিৎ সঞ্চয় করি	
০৪	কখনই সঞ্চয় করি না	

০৬. দলীয় সংহতি: অনুগ্রহ করে দলের সাথে আপনার সম্পৃক্ত থাকার মাত্রা উল্লেখ করুন।

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	অংশগ্রহণের মাত্রা			
		নিয়মিত	মাঝে মধ্যে	কদাচিৎ	কখনই না
০১	আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকা				
০২	পিডিবিএফ কর্তৃক আইনি সহায়তা গ্রহণে সদস্যদেরকে সহায়তা করা				
০৩	সকলের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারী সম্পদ/সাহায্য গ্রহনে সচেষ্ট থাকা				
০৪	যৌতুকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা				
০৫	পারিবারিক সংকট সমাধানে সহায়তা করা				
০৬	বিবাহ বিচ্ছেদ রোধে সচেষ্ট থাকা				
০৭	সদস্যের সমত্মানদের শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান				
০৮	অন্যের ঋণের কিস্তি প্রদানে সহায়তা করা				
০৯	কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা				

০৭. ঋণ গ্রহণ: মেহেরবানী করে পিডিবিএফ থেকে গৃহীত আপনার বিগত তিনটি ঋণের তথ্য দিন।

ক্র. নং	ঋণের উদ্দেশ্য	গ্রহণকৃত ঋণের পরিমান (টাকা)	উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহৃত ঋণের পরিমান (টাকা)	উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহৃত ঋণের শতকরা হার (%)
০১				
০২				
০৩				
মোট				

০৮. ঋণ পরিশোধের ধরন: অনুগ্রহ করে আপনার ঋণ পরিশোধের প্রকৃতি এবং মাত্রা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করুন এবং প্রয়োজনীয় স্থানে টিক চিহ্ন প্রদান করুন।

০১	নিয়মিত ঋণ পরিশোধ	
০২	অনিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধ	
০৩	ঋণের সামন্য পরিশোধ	
০৪	ঋণ অপরিশোধ	

০৯. পিডিবিএফ এর সাথে অংশগহণ: অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর সাথে আপনার অংশগ্রহণের প্রকৃতি এবং মাত্রা সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করুন।

ক্র. নং	অংশগ্রহণের প্রকার/ধরন	হাঁ	না	মেয়াদ (মাস)
০১	সমিতির সাধারণ সদস্য			
০২	সমিতির সংহতিদলের দলনেতা			
০৩	সমিতির সভানেত্রী			

১০. প্রশিক্ষণ গ্রহণ: মেহেরবানী করে নিম্নের ছক অনুযায়ী আপনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ সর্ম্পকিত তথ্য প্রদান করুন।

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের নাম	মেয়াদ (দিন)	প্রতিষ্ঠানের নাম
০১	শষ্য চাষ		
০২	শাক-সজি চাষ		
০৩	নার্সারী ও ফলের বাগান		
০৪	বীজ উৎপাদন		
০৫	মাছ চাষ		
০৬	গরু মোটাতাজাকরন		

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের নাম	মেয়াদ (দিন)	প্রতিষ্ঠানের নাম
০৭	গাভী পালন		
০৮	ছাগল পালন		
০৯	মোরগ-মুরগী পালন		
১০	সামাজিক উন্নয়ন		
১১	নেতৃত্ব বিকাশ ও দল উন্নয়ন		
১২	জেন্ডার উন্নয়ন		
১৩	বয়স্ক শিক্ষা		
১৪	ব্লক বটিক		
১৫	অন্যান্য (যদি থাকে)		

১১. আয়-বর্ধন কর্মকান্ড: অনুগ্রহ পূর্বক সর্বোচ্চ মাত্রার উপর ভিত্তি করে আপনার সর্বোচ্চ তিনটি আয়বর্ধন কর্মকান্ডের মাত্রা উল্লেখ করুন।

ক্র নং	কর্মকান্ডের তালিকা	অংশগ্রহনের মাত্রা			
		উত্তম	মাঝামাঝি	দুর্বল	মোটেই না
কৃষি					
০১	শষ্য চাষ				
০২	শাক-সব্জি চাষ				
০৩	পশু মোটাতাজাকরণ				
০৪	গাভী পালন				
০৫	ছাগল পালন				
০৬	মোরগ-মুরগী পালন				
অকৃষি					
০৭	মুদির দোকান				
০৮	রিক্সা/ভ্যান চালনা				
০৯	টেইলারিং				
১০	বাঁশের কাজ				
১১	অন্যান্য				

১২. নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করার প্রবনতা: মেহেরবানী করে নীচের কলাকৌশল গ্রহণের মাত্রা উল্লেখ করুন।

ক্র. নং	*কলাকৌশলের নাম*	অভিযোজনের সময়				
		জানার ১ বছরের মধ্যে ব্যবহার	জানার ১ বছরের পর ও ২ বছরের মধ্যে ব্যবহার	জানার ২বছরের পর ও ৩ বছরের মধ্যে ব্যবহার	জানার ৩ বছরের পর ব্যবহার	কখনই ব্যবহার করি নি
০১	হাইব্রিড ধান/গম/গোলআলু/ভুট্টা চাষ					
০২	ক্ষেতে আইপিএম এর ব্যবহার					
০৩	জমিতে সুষম সার ব্যবহার					
০৪	পাওয়ার টিলার/ ট্রাক্টরের মাধ্যমে জমি চাষ					
০৫	পুকুরে সার ব্যবহার					
০৬	মোরগ-মুরগীকে টীকা প্রদান					
০৭	গাভী গরমের সময় কৃত্রিম বীজ ব্যবহার					
০৮	পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষ রোপন					

১৩. পিডিবিএফ সম্পর্কে মনোভাব: অনুগ্রহ পূর্বক আপনি পিডিবিএফ এর প্রতি আপনার মনোভাব নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলোর প্রতি সমর্থনের মাত্রা দ্বারা প্রকাশ করুন।

ক্র. নং	উক্তি	অংশগ্রহণের মাত্রা				
		সম্পূর্নভাবে একমত	একমত	মতামত নেই	একমত নই	মোটেও একমত নই
(+) ০১	পিডিবিএফ সদস্যদের সমাজ সচেতন হতে সাহায্য করে					
(-) ০২	প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম কাংঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি					
(+) ০৩	পিডিবিএফ এর আয়-বর্ধন কর্মকান্ড সুফলভোগী/সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করছে					
(-) ০৪	বস্তুতঃ আয়-বর্ধন কর্মকান্ডে পিডিবিএফ এর তেমন কোন অবদান নেই					
(+) ০৫	পিডিবিএফ সুফলভোগী/সদস্যদের অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন করেছে, ফলশ্রুতিতে এখন তারা নাগরিক অধিকার সম্পর্কে দাবী আদায় করতে পারে					
(-) ০৬	সুফলভোগী/সদস্যদের সহযোগিতার পেছনে পিডিএিফ এর অসৎ উদ্দেশ্য আছে					
(+) ০৭	পিডিবিএফ সমিতির সুফলভোগী/সদস্যদের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে					
(-) ০৮	পিডিবিএফ আমাদেরকে অধিক নির্ভরশীল করছে					
(+) ০৯	পিডিবিএফ এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুফলভোগী/সদস্যদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করছে					
(-) ১০	পিডিবিএফ এর কর্মীগণ মাঠ পরিদর্শন করলেও সকল বিষয়ে সহযোগীতা প্রদান করেন না					
(+) ১১	পিডিবিএফ এ যুক্ত হলে সদস্যগণ শিক্ষার সুযোগ পায়					
(-) ১২	পিডিবিএফ সদস্য খারাপ নেতৃত্ব সৃষ্টি করে					
(+) ১৩	পিডিবিএফ নারীর ক্ষমতায়নে সাহায্য করে, যা সমাজের জন্য মংগলজনক					
(-) ১৪	পডিবিএফ নারীদেরকে বেপর্দা করে তুলে, যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর					

১৪. নারীর ক্ষমতার পরিবর্তন: পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার নারীর ক্ষমতায়নে অংশগ্রহণের মাত্রা উল্লেখ করুন।

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	ক্ষমতায়নের মাত্রা							
		পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে				পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে			
		পর্যাপ্ত	পরিমিত	খুব সামান্য	একদমই না	পর্যাপ্ত	পরিমিত	খুব সামান্য	একদমই না
০১	শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েকে সমান গুরুত্ব প্রদান								
০২	আয়-বর্ধক কর্মকান্ডে নারীকে সমান অধিকার প্রদান								
০৩	কেনা-বেচার ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ								
০৪	ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা থাকা								
০৫	চলাচলের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান								
০৬	মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা প্রদান								
০৭	বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে অগ্রনী ভূমিকা পালন								
০৮	যৌতুকের বিরুদ্ধে অগ্রনী ভূমিকা পালন								

১৫. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে পরিবর্তন: অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাত্রা উল্লেখ করুন।

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	সচেতনতার মাত্রা							
		পিডিবিএফ এ অর্ন্তভুক্তির পূর্বে				পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে			
		পর্যাপ্ত	পরিমিত	খুব সামান্য	একদমই না	পর্যাপ্ত	পরিমিত	খুব সামান্য	একদমই না
০১	পারিবারিক আইন								
০২	যৌতুক বিরোধী আইন								
০৩	বাল্য বিবাহ সম্পর্কে আইন								
০৪	নিজের অধিকার								
০৫	ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের ফলাফল								

১৬. বাড়ীর পয়:ব্যবস্থার পরিবর্তন: মেহেরবানী করে পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার বাড়ীর পয়: ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে নিম্নের প্রশ্নের জবাব দিন।

ক্র. নং	পয়: ব্যবস্থার ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
০১	উন্মুক্ত স্থান		
০২	ঝোঁপ ঝার		
০৩	মাটির তৈরী গর্ত		
০৪	স্যানেটারী পায়খানা		
০৫	পাকা পায়খানা		

১৭. পানীয় জলের উৎসের পরিবর্তন: অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার পানীয় জলের উৎস সম্পর্কে নিম্নের প্রশ্নের জবাব দিন

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
০১	পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদির পানি		
০২	কুয়ার পানি		
০৩	কাঁচা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি		
০৪	পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি		
০৫	আর্সেনিক মুক্ত পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি		

১৮. গৃহসাহলি পানির উৎসের পরিবর্তন: অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার গৃহসাহলি পানির উৎস সম্পর্কে নিম্নের প্রশ্নের জবাব দিন।

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
০১	পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদির		
০২	কুয়ার পানি		
০৩	কাঁচা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি		
০৪	পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি		
০৫	আর্সেনিক মুক্ত পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি		

১৯. রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন: মেহেরবানী করে পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নের জবাব দিন|

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
০১	কোন চিকিৎসা না করা		
০২	গ্রাম্য ফকির, ওঝা ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা		
০৩	কবিরাজ দিয়ে চিকিৎসা		
০৪	গ্রাম্য ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা		
০৫	এমবিবিএস ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা		

২০. পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতার পরিবর্তন: অনুগ্রহ পূর্বক পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য দিন

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
০১	পারিবারিক খাবার মিটাতে অক্ষম		
০২	শুধুমাত্র পারিবারিক খাবার ব্যয় মিটাতে সক্ষম		
০৩	পারিবারিক খাবার ও পোষাক পরিচ্ছদ ব্যয় মিটাতে সক্ষম		
০৪	পারিবারিক মৌলিক ব্যয় মিটাতে সক্ষম		
০৫	পারিবারিক সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর অতিরিক্ত থাকে		

২১. পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন: মেহেরবানী করে পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য দিন।

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
০১	জন প্রতি এক সেট সাধারণ পোষাক		
০২	জন প্রতি দুই সেট সাধারণ পোষাক		
০৩	জন প্রতি এক সেট সাধারণ এবং এক সেট ভাল পোষাক		
০৪	জন প্রতি তিন সেট পোষাক		
০৫	জন প্রতি তিন সেটের উপরে পোষাক		

২২. ঘরের অবস্থার পরিবর্তন: অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার নিজ ঘরের ধরন ও সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য দিন।

ক্র. নং	বাড়ির অবস্থা	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পূর্বে		পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পরে	
		সংখ্যা	স্কোর	সংখ্যা	স্কোর
০১	বাঁশের বেড়ার উপরে ছনের ছাউনী				
০২	মাটির দেয়ালের উপরে ছনের ছাউনী				
০৩	মাটির দেয়ালের উপরে টিনের ছাউনি				
০৪	সম্পূর্ন টিনের বাড়ি				
০৫	পাকা দেয়ালের উপরে টিনের ছাউনি				

২৩. সম্পদের অধিকারের পরিবর্তন: অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার সম্পদের পরিমান ও মূল্য উল্লেখ করুন |

ক্র. নং	ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পূর্বে			পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পরে		
		সংখ্যা/ পরিমান	একক মূল্য	মোট (টাকা)	সংখ্যা/ পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)
০১	জমি (শতক)						
০২	গোবাদি পশু						
০৩	ছাগল						
০৪	হাঁস ও মোরগ-মুরগী						
০৫	বৃক্ষ (কাষ্ঠল, ফলজ, বনজ ইত্যাদি)						
০৬	রেডিও/ক্যাসেট						
০৭	টেলিভিশন (সাদাকালো/রঙিন)						
০৮	ভিসিডি/ভিডিবি						
০৯	সেলাই মেশিন						
১০	শ্যালো মেশিন						
১১	পাওয়ার টিলার						
১২	রিক্সা/ভ্যান						
১৩	স্বর্নালংকার						
১৪	মোবাইল ফোন						
১৫	অন্যান্য (যদি থাকে)						
মোট							

২৪. স্বাস্থ্য কার্যক্রমে অংশগ্রণের পরিবর্তন: অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে স্বাস্থ্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সর্ম্পকে তথ্য দিন

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পূর্বে				পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পরে			
		নিয়মিত	মাঝে মধ্যে	কদাচিৎ	কখনই না	নিয়মিত	মাঝে মধ্যে	কদাচিৎ	কখনই না
০১	বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার								
০২	খাওয়ার আগে এবং পরে ভাল করে হাত ধোয়া								
০৩	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করা								
০৪	পায়খানার পূর্বে জুতা/সেন্ডেল ব্যবহার করা								
০৫	পায়খানার পরে ভাল করে সাবান/ছাই দিয়ে হাত পরিস্কার করা								
০৬	ঘর-বাড়ী ভাল করে পরিস্কার করা								

০৭	সময়মতো টিকা/ভ্যাকসিন নেয়া								
০৮	পরিবার পরিকল্পনা গ্রহন করা								
০৯	খাবার স্যালাইন তৈরী করতে জানা								
১০	আয়োডিনযুক্ত লবন ব্যবহার করা								
১১	শিশুদেরকে সুষম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো								
১২	গর্ভবতি মায়ের যথাযথ যত্ন নেয়া								
১৩	সময়মতো হাত ও পায়ের নখ কাটা								
১৪	শাক-সব্জি কাটার আগে ভাল করে ধৌত করা								

২৫. **পিডিবিএফ এর সাথে সুফলভোগীদের কার্যক্রমের বাধাসমূহঃ** অনুগ্রহ পূর্বক আপনি পিডিবিএফ এর সাথে যুক্ত হওয়ার পর আপনার কার্যক্রমে সমস্যাসমূহের বক্তব্যগুলোর প্রতি সমর্থনের মাত্রা দ্বারা প্রকাশ কারুন।

ক্র. নং	উক্তি	অংশগ্রহণের মাত্রা			
		প্রকট সমস্যা	মাঝারী সমস্যা	কম সমস্যা	সমস্যা নেই
১	সম্পূন ঋণের টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত নতুন ঋণ না পাওয়া				
২	অধিক মাত্রায় সুদের হার				
৩	সঠিকভাবে ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতা না থাকা				
৪	স্পল্পতম সময়ে হওয়ায় সম্পূর্ণ ঋণের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না				
৫	চাহিদামত ঋণ না পাওয়া				
৬	উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণে প্রশিক্ষণ এবং অন্যন্য সরবরাহ সেবার অপর্যাপ্ততা				
৭	সঞ্চয়ের জমার উপর ঋণের পরিমান নির্ভর করার চাহিদামতো ঋণ ন পাওয়া				
৮	উৎপাদনশীল আয় বর্ধন কর্মকান্ডের জন্য ঋণের পরিমান সীমিত থাকা				
৯	দলীয় পদক্ষেপের অভাব				
১০	দল গঠন না হওয়া পর্যন্ত ঋণ না পাওয়া				
১১	প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রীতার কারণে ঋণ বিতরণে বিলম্ব হওয়া				
১২	হঠাৎ অসুস্থতা এবং অন্য কোন সমস্যার কারণে পরিবারের সদস্যের উপার্জন না থাকা				
১৩	বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবের করণে				
১৪	সময়মত ঋণ না পাওয়া				

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-১/২

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য সাক্ষাৎকার অনুসূচি:

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার

সুফলভোগী (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের) জন্য প্রশ্নমালা

ক্রমিক নং- তারিখ:.....

উত্তরদাতার নাম:	উপজেলা:
ব্যাবসায়িক এলাকা:	ব্যাবসার নাম:
সদস্য কোড:	মোবাইল নম্বর:

০১. বয়স: আপনার বয়স কত? বছর

০২. শিক্ষাগত যোগ্যতা: অনুগ্রহ করে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করুন।

(ক)	লিখতে ও পড়তে জানি না	
(খ)	শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারি	
(গ)	বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে লেখাপড়া করেছি	
(ঘ)	☐ শ্রেণী পর্যন্ত পাশ করেছি	

০৩. পরিবারের আকার: আপনার পরিবারের লোকসংখ্যা কত? ☐ জন

০৪. জমির পরিমান: মেহেরবানী করে আপনার জমি জমা সম্পর্কে তথ্য দিন।

ক্র নং	**জমির বিবরণ**	**মোট জমির পরিমান**	
		স্থানীয় একক/শতক	**হেক্টরস**
০১	বসতবাড়ীর (বাগান এবং পতিত সহ) জমি		
০২	নিজ জমি নিজ চাষে		
০৩	বন্ধক বা লিজ নেয়া জমি		
০৪	নিজ জমি অন্যকে বর্গা দেয়া		
০৫	অন্যের জমি বর্গা নেয়া		

০৫. ক্ষুদ্র ব্যাবসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ: ব্যাবসা শুরু করার আগে এ সংশ্লিষ্ট আপনার কোন প্রশিক্ষণ আছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

যদি হ্যাঁ হয়, অনুগ্রহ করে প্রশিক্ষণ/ব্যাবসায়িক দক্ষতা/জ্ঞানের উৎস উল্লেখ করুন।

ক্র. নং	**প্রশিক্ষণ/ব্যাবসায়িক দক্ষতার উৎস**	**মেয়াদ (মাস)**
১	অন্য দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করে দক্ষতা অর্জন করেছি	
২	সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি	
৩	বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি	
মোট		

০৫. পিডিবিএফ এর সেল্প কর্মসূচির সাথে অংশগহণের সময়: আপনি কত বছর যাবৎ পিডিবিএফ এর সেল্প কর্মসূচির সাথে জড়িত? ☐ বছর।

০৬.সঞ্চয় আমানতের পরিমান: অনুগহ পূর্বক আপনার বাৎসরিক সঞ্চয় আমানত সম্পর্কিত তথ্য দিন।

ক্র. নং	**সঞ্চয়ের ধরন**	**সঞ্চয়ের পরিমান (হাজার টাকা)**
১	পিডিবিএফ-এ সঞ্চয়	
২	এনজিও-তে সঞ্চয়	
৩	ব্যাংকে সঞ্চয়	
৪	অন্য উপায়ে সঞ্চয়	
মোট		

০৭. ঋণের প্রাপ্যতা: মেহেরবানী করে পিডিবিএফ থেকে গৃহীত আপনার বিগত তিনটি ঋণের তথ্য প্রদান করুন।

ক্র. নং	প্রয়োজনীয় ঋণের পরিমান (টাকা)	ঋণ প্রাপ্তির পরিমান (টাকা)	প্রাপ্যতার প্রাপ্যতা (%)
১			
২			
৩			
মোট			

০৮. ঋণের ব্যবহার: দয়া করে পিডিবিএফ থেকে প্রাপ্ত আপনার বিগত দু'টি ঋণের ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করুন।

ক্র. নং	ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য	গ্রহণকৃত ঋণের পরিমান (টাকা)	উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহৃত ঋণের পরিমান (টাকা)	ঋণের ব্যবহার (%)
১				
২				
৩				
মোট				

০৯. ঋণ পরিশোধের ধরন: অনুগ্রহ করে আপনার বর্তমান/বিগত ঋণ পরিশোধের তথ্য প্রদান করুন।

মোট গ্রহণকৃত ঋণের পরিমান	পরিশোধযোগ্য ঋণের পরিমান (টাকা)	পরিশোধকৃত ঋণের পরিমান (টাকা)	ঋণ পরিশোধের ধরন (%)

১০. ঋণ গ্রহণের শর্তাবলীর বিষয়ে গ্রহীতার সন্তুষ্টি: অনুগ্রহ পূর্বক পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের শর্তাবলীসমূহের প্রতি আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা উল্লেখ করুন।

ক্র. নং	ঋণ প্রাপ্তির শর্তাবলীসমূহ	সন্তুষ্টির মাত্রা			
		খুবই সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট	মোটামোটি সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট নই
		(৩)	(২)	(১)	(০)
১	ঋণের আবেদন ও মূল্যায়ন ফরম				
২	জামিননামা				
৩	জামানতনামা				
৪	জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি।				
৫	**ট্রেড লাইসেন্স**				
৬	ঋণের আবেদন ফি-১০০/-টাকা				
৭	ঋণের এপ্রাইজাল ফি (গ্রহণকৃত মোট ঋণের ১% টাকা)				
৮	বীমা চার্জ (গ্রহণকৃত মোট ঋণের ০.৫০% টাকা)				
৯	উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদত্ত ক্রস চেক কমপক্ষে ০২টি				
১০	ভাড়ার/পজিশনের চুক্তিনামা				
১১	মূলদলিল/বায়াদলিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)				
১২	এফিডেভিট				
মোট					

১১. সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা: নীচে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা উল্লেখ করুন।

ক্র. নং	প্রশ্নাবলী	নিজেই সিদ্ধান্ত নেই	পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়	পরিবারের বাইরের লোকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়
		(৩)	(২)	(১)
১	আয় উৎসারি কর্মকান্ড গ্রহণে কে সিদ্ধান্ত নেয়?			
২	পারিবারিক বিষয়ে সাধারণত কে সিদ্ধান্ত নেন?			
৩	গৃহস্থালীর জিনিস ক্রয়ের বিষয়ে প্রধানত: কে সিদ্ধান্ত নেয়?			
৪	গৃহস্থালীর জিনিস বিক্রয়ের বিষয়ে প্রধানত: কে সিদ্ধান্ত নেয়?			
৫	সামাজিক বিষয়ে সাধারণত কে সিদ্ধান্ত নেন?			

১২.পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি (সেল্প) সম্পর্কে মনোভাব: অনুগ্রহ পূর্বক আপনি পিডিবিএফ এর সেল্প কর্মসূচি (সেল্প) সম্পর্কে আপনার মনোভাব নিম্নোক্ত 'উক্তি' গুলোর প্রতি সমর্থনের মাত্রা দ্বারা প্রকাশ করুন।

ক্র. নং	উক্তি	মনোভাবের মাত্রা				
		সম্পূর্ণভাবে একমত	একমত	মতামত নেই	একমত নই	মোটেও একমত নই
		(৪/০)	(৩/১)	(২/২)	(১/৩)	(০/৪)
(+) ১	পিডিবিএফ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে অবদান রাখছে					
(-) ২	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে পিডিবিএফের কোনো ভূমিকা নেই					
(+) ৩	পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি (সেল্প) উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে					
(-) ৪	আমাদের সহযোগিতার পেছনে পিডিএিফের একটি অসৎ উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং, তাদের সহায়তা গ্রহণের আগে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত					
(+) ৫	পিডিবিএফ এরক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করে					
(-) ৬	বস্তুত: কর্মসংস্থান তৈরিতে পিডিবিএফ এর তেমন কোন কার্যক্রম নেই					
(+) ৭	অন্যান্য সংস্থার তুলনায় পিডিবিএফ এর ঋণের সুদের হার কম					
(-) ৮	অন্যান্য সংস্থার তুলনায় পিডিবিএফ এর ঋণের সুদের হার অনেক বেশী					
(+) ৯	পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ পাওয়া খুবই সহজ					
(-) ১০	পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ পাওয়া খুবই জটিল					
(+) ১১	তফসিলি ব্যাংকের চেয়ে পিডিবিএফ থেকে ঋণ পাওয়া সহজ					
(-) ১২	পিডিবিএফ গ্রামীণ জনগণকে তাদের প্রয়োজনের বিপরীতে অপর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করে					
(+) ১৩	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ					
(-) ১৪	পিডিবিএফ এমন কাজ করছে যা মানুষ এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর					
(+) ১৫	গ্রামের মহাজনদের চেয়ে পিডিবিএফ থেকে ঋণ নেওয়া ভালো					
(-) ১৬	গ্রেস পিরিয়ড স্বল্পতার কারণে মোট ঋণের পরিমাণ সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়নি					

১৩. সুফলভোগীদের দ্বারা অনুভূত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির প্রভাব:

ক. খাদ্য গ্রহণের পরিবর্তন: অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে নিম্ন লিখিত খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিন।

ক্র. নং	খাদ্য উপাদান (গ্রাম)	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
১	চাউল		
২	গম/আটা		
৩	শাকসবজি		
৪	ফল		
৫	ডাল		
৬	ভোজ্য তেল		
৭	মাছ		
৮	মাংস		
৯	দুধ		
১০	ডিম		
মোট			

খ. পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন: মেহেরবানী করে পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য দিন।

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
১	জন প্রতি এক সেট সাধারণ পোষাক (১)		
২	জন প্রতি দুই সেট সাধারণ পোষাক (২)		
৩	জন প্রতি এক সেট সাধারণ এবং এক সেট ভাল পোষাক (৩)		
৪	জন প্রতি তিন সেট ভাল পোষাক (৪)		
৫	জন প্রতি তিন সেটের উপরে ভাল পোষাক (৫)		
মোট			

গ. বাড়ীর পয়:ব্যবস্থার পরিবর্তন: মেহেরবানী করে পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার বাড়ীর পয়: ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে নিম্নের প্রশ্নের জবাব দিন।

ক্র. নং	পয়: ব্যবস্থার ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে
১	উন্মুক্ত স্থান (১)		
২	কাঁচা পায়খানা/মাটির তৈরী গর্ত (২)		
৩	রিংস্লাবসহ পায়খানা (৩)		
৪	পাকা সাধারণ বেজ ল্যাট্রিন (৪)		
৫	পাকা উঁচু বেজ ল্যাট্রিন (হাই কমড) (৫)		
মোট			

ঘ. স্বাস্থ্য কার্যক্রমে অংশগ্রণের পরিবর্তন:অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে স্বাস্থ্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সর্ম্পকে তথ্য দিন।

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পূর্বে				পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পরে			
		নিয়মিত	মাঝে মধ্যে	কদাচিৎ	কখনই না	নিয়মিত	মাঝে মধ্যে	কদাচিৎ	কখনই না
		(৩)	(২)	(১)	(০)	(৩)	(২)	(১)	(০)
১	বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার								
২	খাওয়ার আগে এবং পরে ভাল করে হাত ধোয়া								
৩	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করা								
৪	পায়খানার পূর্বে জুতা/সেন্ডেল ব্যবহার করা								
৫	পায়খানার পরে ভাল করে সাবান/ছাই দিয়ে হাত পরিস্কার করা								
৬	ঘর-বাড়ী ভাল করে পরিস্কার করা								
৭	সময়মতো টিকা/ভ্যাকসিন নেয়া								
৮	পরিবার পরিকল্পনা গ্রহন করা								
৯	খাবার স্যালাইন তৈরী করতে জানা								
১০	আয়োডিনযুক্ত লবন ব্যবহার করা								
১১	শিশুদেরকে সুষম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো								
১২	গর্ভবতি মায়ের যথাযথ যত্ন নেয়া								
১৩	সময়মতো হাত ও পায়ের নখ কাটা								
১৪	শাক-সব্জি কাটার আগে ভাল করে ধৌত করা								

ঙ. পানীয় জলের উৎসের পরিবর্তন: অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আপনার পানীয় জলের উৎস সম্পর্কে নিম্নের প্রশ্নের জবাব দিন।

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পরে
১	পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদির পানি (১)		
২	কুয়ার পানি (২)		
৩	কাঁচা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি (৩)		
৪	পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি (৪)		
৫	আর্সেনিক মুক্ত পাকা মেঝেযুক্ত নলকুপের পানি (৫)		

চ. রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন: মেহেরবানী করে পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নের জবাব দিন।

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পূর্বে	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভূক্তির পরে
১	কোন চিকিৎসা না করা (০)		
২	পীর, গ্রাম্য কবিরাজ ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা (১)		
৩	হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা (২)		
৪	গ্রাম্য ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা (৩)		

৫	এমবিবিএস ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা (৪)		

ছ. আয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন: মেহেরবানী করে পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে আয়ের ক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নের জবাব দিন।

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে (হাজার টাকা)	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে (হাজার টাকা)
১	ব্যাবসা থেকে মাসে আয়		
২	কৃষি জমি-জমা থেকে বছরে আয়		
৩	ঘরভাড়া থেকে মাসে আয়		
৪	সঞ্চয় থেকে বছরে আয়		
৫	অন্যান্য উৎস থেকে মাসে আয়		
মোট			

জ. সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন: মেহেরবানী করে পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ও পরে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নের জবাব দিন।

ক্র. নং	পরিবর্তনের ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে (হাজার টাকা)	পিডিবিএফ এঅন্তর্ভুক্তির পরে (হাজার টাকা)
১	পিডিবিএফ এ সঞ্চয়		
২	ব্যাংকে সঞ্চয়		
৩	এনজিওতে সঞ্চয়		
৪	অন্য উপায়ে সঞ্চয়		
মোট			

ঝ. সম্পদের অধিকারের পরিবর্তন:অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিরসাথে যুক্ত হওয়ার আগেও পরে আপনার সম্পদের মূল্য উল্লেখ করুন।

ক্র. নং	ধরন	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে মোট মূল্য (টাকা)	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে মোট মূল্য (টাকা)

ঞ. ব্যাবসা সম্প্রসারণের পরিবর্তন: অনুগ্রহ করে পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়ার আগেও পরে আপনার ব্যাবসার সম্প্রসারণ বিষয়ে নিম্নের প্রশ্নগুলোর জবাব দিন।

ক্র. নং	প্রশ্নসমূহ	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে (হাজার টাকা)	পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পরে (হাজার টাকা)
১	আপনি প্রতি মাসে আপনার কর্মীদের কত বেতন দেন?		
২	আপনি প্রতিদিন কত বিক্রি করেন?		
৩	আপনার ব্যাবসায়িক সম্পদের মূল্য কত?		
৪	আপনার ব্যাবসা এলাকার মূল্য কত?		
মোট			

১৪। পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিরসাথে যুক্ত সুফলভোগীদের কার্যক্রমের বাধাসমূহঃ অনুগ্রহ পূর্বক আপনি পিডিবিএফ এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিরসাথে যুক্ত হওয়ার পর আপনার কার্যক্রমে সমস্যাসমূহের বক্তব্যগুলোর প্রতি সমর্থনের মাত্রা দ্বারা প্রকাশ করুন।

ক্র. নং	উক্তি	সমস্যার মাত্রা				সমস্যা সমাধানের পরামর্শ
		প্রকট সমস্যা	মাঝারী সমস্যা	কম সমস্যা	সমস্যা নেই	
		(৩)	(২)	(১)	(০)	
১	চাহিদা মাফিক ঋণের স্বল্পতা					
২	প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রীতার কারণে ঋণ বিতরণে বিলম্ব হয়					
৩	সঠিক সময়ে ঋণ না পাওয়া যায় না					
৪	চূড়ান্ত কিস্তি পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত নতুন ঋণ না পাওয়া যায় না					
৫	নতুন ব্যাবসা শুরুর জন্য ঋণ পাওয়া যায় না					
৬	সুদের হার বেশী					
৭	সঠিক খাতে ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতা নেই					
৮	ঋণ পরিশোধের স্বল্প সময়ের জন্য ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার করতে পারিনি					
৯	উৎপাদন এবং বিপণনের জন্য প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তার অভাব					
১০	সঞ্চয়ের উপর ঋণ প্রাপ্তি নির্ভর করে, ফলে পর্যাপ্ত ঋণ পাইনি					
১১	বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবের করণে ঋণ পরিশোধে সমস্যা হয়					
১২	পিডিবিএফ-এ দুর্নীতি ব্যাবসা সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করছে					
১৩	একই অঞ্চলে পণ্যের সাদৃশ্যতা ব্যাবসায় প্রভাব ফেলছে					
১৪	রাস্তা এবং নেটওয়ার্কের দুর্বল অবকাঠামো ব্যাবসার বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করছে					

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:	তারিখ:
সুপারভাইজারের নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর মোবাইল নাম্বার:		

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

কেআইআই গাইডমালা

(প্রকল্প পরিচালক)

তারিখঃ

নাম: ফোন/মোবাইল:

পদবি: শাখা/সংস্থা:

দপ্তর/মন্ত্রণালয়:

১. প্রকল্প সংশোধনীর কারণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

২. প্রকল্পের কাংখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৩. প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী গ্রামীণ পরিবারগুলোর ডাটা বেইজ তৈরি করেছেন কী? তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৪. প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কোন কাজ অসম্পন্ন থাকলে তার কারণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

৫. পল্লী এলাকার সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের আওতায় কি কি কাজ সম্পাদিত হয়েছে? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

৬. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৭. এ প্রকল্পের Success stories গুলো কি কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৮. প্রকল্পের PIC ও স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং ডিপিপি অনুযায়ী হয়েছে কি? কতগুলো মিটিং সম্পন্ন হয়েছে? বিস্তারিত বলুন।

৯. অডিট (ইন্টারনাল/এক্সটারনাল) আপত্তি আছে কি? থাকলে কতটি আপত্তি আছে? কতটি নিস্পন্ন হয়েছে? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

১০. পণ্য ও কাজ ক্রয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুযায়ী এবং ক্রয় আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কি? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

১১. প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী ২,০৫,২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের মাঝে ঋণ বিতরণ সিস্টেমগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

১২. বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ডিপিপি অনুযায়ী অনুসরণ করা হয়েছিল কি? কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি? বিস্তারিত বলুন।

১৩. এই প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনার জন্য নতুন জনবলের প্রয়োজন ছিল কিনা? সে আনুযায়ী জনবলের সংস্থান হয়েছে কিনা? না হলে তার কারন ও জনবল নিয়োগের হালনাগাদ অবস্থা বর্ণনা করুন।

১৪. প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী গ্রামীণ পরিবারের কত জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

১৫. প্রকল্পের আওতায় কত জন নারী উদ্যোক্তা হয়েছে? তাদের ডাটাবেইজসহ বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

১৬. প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের জন্য কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে? প্রতিটি বিষয়ের মেয়াদ কতদিন ছিল?

১৭. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করা হয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

১৮. দল গঠন ও ঋণ বিতরণ নীতিমালা অনুসরণ হার (%) কত? এবং পাশ বইয়ের হিসাবের সাথে লেজার হিসাব পোস্টিং কত? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

১৯. প্রকল্পের আওতায় কত জনকে ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

২০. প্রকল্পের সবলদিক সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

২১. প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-২/১

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

কেআইআই গাইডমালা

(প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে)

তারিখঃ

নাম: ফোন/মোবাইল:

পদবি:

জেলা: **উপজেলা:**

১. প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী গ্রামীণ পরিবারগুলোর ডাটা বেইজ তৈরি করেছেন কী? তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

২. পল্লী এলাকার সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের আওতায় কি কি কাজ সম্পাদিত হয়েছে? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

৩. এ প্রকল্পের Success stories গুলো কি কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৪. প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী গ্রামীণ পরিবারের মাঝে ঋণ বিতরণ সিস্টেমগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৫. প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী গ্রামীণ পরিবারের কত জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

৬. প্রকল্পের আওতায় কত জন নারী উদ্যোক্তা হয়েছে? তাদের ডাটাবেইজসহ বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৭. প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের জন্য কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে? প্রতিটি বিষয়ের মেয়াদ কতদিন ছিল?

৮. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করা হয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৯. দল গঠন ও ঋণ বিতরণ নীতিমালা অনুসরণ হার (%) কত? এবং পাশ বইয়ের হিসাবের সাথে লেজার হিসাব পোস্টিং কত? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

১০. প্রকল্পের আওতায় কত জনকে ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

১১. প্রকল্পের সবলদিক সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

কেআইআই গাইডমালা

(উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচোন অফিসার)

তারিখঃ

নাম: ফোন/মোবাইল:

পদবি:

জেলা: **উপজেলা:**

১. আপনার এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

২. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৩. নিয়মিতভাবে সঞ্চয় সংগ্রহ এবং ঋণ বিতরণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কি ধরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?

৪. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রমের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?

৫. উত্তর হ্যা হলে কিভাবে

৬. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত হয়েছে কি না?

৭. উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে বলে মনে করেন?

৮. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম এর ফলে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?

উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?

৯. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম এর ফলে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি না?
উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে বলে মনে করেন?

১০. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন কমন বৃদ্ধি পেয়েছে? কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে?

১১. পিডিবিএফ এর ঋণ কার্যক্রমের ফলে আপনার এলাকায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরণের পরিবর্তন আসছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন

১২. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কোন পেশার মানুষের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন? কি কি আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে?

১৩. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে আপনার এলাকায় দারিদ্র্য, ক্ষুধা, পুষ্টিহীনতা কমেছে?

কত ভাগ কমেছে বলে মনে করেন?

১৪. এই প্রকল্পের সবলদিক সম্পর্কে কিছু বলুন।

১৫. এই প্রকল্পের দুর্বলদিক সম্পর্কে কিছু বলুন।

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-২/৩

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

কেআইআই গাইডমালা

(স্থানীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে)

তারিখঃ

নাম: ফোন/মোবাইল:

পদবি: শাখা/সংস্থা:

১৬. আপনার এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

---

১৭. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

১৮. নিয়মিতভাবে সঞ্চয় সংগ্রহ এবং ঋণ বিতরণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা;

---

১৯. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রমের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?

২০. উত্তর হ্যা হলে কিভাবে

---

২১. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত হয়েছে কি না?

উত্তর হলে, কিভাবে হয়েছে বলে মনে করেন?

---

২২. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম এর ফলে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?

উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?

---

২৩. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম এর ফলে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি না?

উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে বলে মনে করেন?

---

২৪. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রমের ফলে সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের দ্বারা সুফলভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?

উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে বলে মনে করেন?

---

২৫. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?

২৬. আপনি কি মনে করেন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে?

২৭. আপনি কি মনে করেন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে বলে মনে করেন?

---

২৮. প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরণের পরিবর্তন আসছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

---

২৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কত ভাগ মানুষের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন?

৩০. এই প্রকল্পের ফলে আপনার এলাকায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি কি ধরণের পরিবর্তন আসছে বলে মনে করেন? বিস্তারিত বলুন।

---

৩১. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে আপনার এলাকায় দারিদ্র্য, ক্ষুধা, পুষ্টিহীনতা কমেছে?

৩২. কত ভাগ কমেছে বলে মনে করেন?

৩৩. এই প্রকল্পের সবলদিক সম্পর্কে কিছু বলুন।

৩৪.এই প্রকল্পের দুর্বলদিক সম্পর্কে কিছু বলুন।

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-৩

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

FGD পরিচালনার জন্য চেকলিস্ট

১. আপনার এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর প্রকল্প কর্তৃক কি কি কার্যক্রম সম্পাদন হয়েছে? এ সম্পর্কে বলুন।

---

২. প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম এবং ঋণ বিতরণে কোনো অনিয়ম/ অসুবিধা ছিল কি? এ সম্পর্কে বলুন।

---

৩. আপনারা ঋণের টাকা কি কি কাজে ব্যবহার করেছেন?

---

৪. প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করাতে আপনারা কি লাভবান হয়েছেন? কিভাবে লাভবান হয়েছেন বলে মনে করেন?

---

৫. আপনার এলাকায় প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে বলুন।

---

৬. প্রশিক্ষণ পেয়ে কি কি লাভ হয়েছে বলে মনে করেন?

---

৭. আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কি? এ সম্পর্কে বলুন।

---

৮. আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে, ক্ষুদা, দারিদ্র্য কতটুকু হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করেন?

---

৯. আপনার এলাকায় প্রকল্প থেকে কোনো কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি? এ সম্পর্কে বলুন।

---

১২. আপনারা কি মনে করেন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রমের ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে?

হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে বলে মনে করেন?

---

১৩. প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরণের পরিবর্তন আসছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

---

১৬. আপনাদের মতে এ প্রকল্পের সবচেয়ে বেশি উপকারি/সবল দিকসমূহ কী কী।

---

১৭. আপনাদের জানা মতে এ প্রকল্পের সবচেয়ে দুর্বল দিকসমূহ কী কী।

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-৪

"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার

কেস স্টাডির জন্য সমীক্ষা প্রশ্নমালা

১। বিভাগ :

২। জেলা:

৩। উপজেলা:

৪। ইউনিয়ন:

৫। পাড়া/মহল্লা

৬। মোবাইল নং-

৫। উত্তরদাতার নাম:

৬। স্বামী/ স্ত্রীর নাম:

৭। পিতার নামঃ

৮। মাতার নাম:

৯। সমিতির নামঃ

প্রকল্পের সফলতাঃ

১. আপনার পেশা ?

ক্রম	পেশার নাম	সঠিকউত্তরেরপাশে (✓) চিহ্নদিন	
১	কৃষি	প্রধান পেশা	অন্যান্য পেশা
২	ব্যবসা		
৩	গবাদি পশুপালন/ হাঁসমুরগী পালন		
৪	মৎস্য চাষ		
৫	মাছ ধরা		
৬	ভ্যান/ রিকশাচালানো		
৭	দিনমজুরী		
৮	ক্ষুদ্র ব্যবসা/ মুদির দোকানকরা		
৯	অন্যান্য		

২. প্রকল্পে যোগদানের পুর্বে সম্পদের পরিমাণ (সংখ্যা উল্লেখ করুন):

বিবরণ

গরু----------মহিষ----------ছাগল.....ভেড়া.....মোরগ/মুরগী----------
হাঁস.....গাছ.....রিক্সা:.....ভ্যান.....নৌকা..... টেলিভিশন..... মোবাইল ----
----- ঘর ----------অন্যান্য..... (মোট টাকায় উল্লেখ করুন)

৩. প্রকল্পে যোগদানের পরে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আপনার সম্পদের পরিমাণ (সংখ্যা উল্লেখ করুন)ঃ

বিবরন

গরু----------মহিষ----------ছাগল.....ভেড়া.....মোরগ,মুরগী----------
হাঁস.....গাছ.....রিক্সা:.....ভ্যান.....নৌকা..... টেলিভিশন..... স্মার্ট ফোন ----- নতুন ঘর ----------অন্যান্য..... (মোট টাকায় উল্লেখ করুন)

৪. বর্তমানে আপনার সম্পদের পরিমাণ (সংখ্যা উল্লেখ করুন)ঃ

বিবরন

গরু----------মহিষ----------ছাগল.....ভেড়া.....মোরগ,মুরগী----------
হাঁস.....গাছ.....রিক্সা:.....ভ্যান.....নৌকা..... টেলিভিশন..... স্মার্ট ফোন ----- নতুন ঘর ----------অন্যান্য..... (মোট টাকায় উল্লেখ করুন)

৫. সমিতিতে যোগদানের পূর্বে নিজ IGA এর নাম ও আয় (একাধিক হতে পারে)
কার্যক্রম ..... মাসে আয় .....
কার্যক্রম ..... মাসে আয়ঃ.....
অন্যান্য.....

৬. সমিতিতে যোগদানের পরে নিজ IGA এর নাম ও আয় (একাধিক হতে পারে)
কার্যক্রম ..... মাসে আয় .....
কার্যক্রম .... মাসে আয়ঃ.....
অন্যান্য.....

৭. প্রকল্পের মাধ্যমে আপনি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন?

৮. প্রকল্প থেকে আপনি কিভাবে ঋণ গ্রহণ করেছেন? এতে আপনার কিভাবে লাভ হয়েছে?

৯. প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম আপনার ব্যাবসা পরিচালনা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরণের পরিবর্তন এনেছে?

১০. প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? উক্ত প্রশিক্ষণ লব্দ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কিভাবে উপকৃত হয়েছেন?

১১. আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কতটুকু ভূমিকা রাখছে বলে মনে করেন?

১২. আপনার ব্যাবসা বা পেশাগত কাজে ঋণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কতটুকু প্রভাব রাখছে বলে মনে করেন?

১৩. আপনার মতে প্রকল্পের সবলদিক গুলো কি কি?

১৩. এ প্রকল্পের দুর্বলদিক গুলো কি কি?

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-৫

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট
(প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেক লিস্ট ব্যবহার করা হবে)

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	
৫	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি	
৬	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন	
৭	দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	১. হ্যাঁ ২.না
৮	নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	১. হ্যাঁ ২.না
৯	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)**	১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা)---------- তারিখঃ---------- ২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)---------- তারিখঃ---------- ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট ---------- তারিখঃ----------
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময়	শুরু----------শেষ----------তারিখঃ সময়ঃ
১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	----------টি
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	----------টি
১৩	মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ	
১৪	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ
১৫	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	----------জন
১৬	সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	১. হ্যাঁ ২.না
১৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	/ /
১৮	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	----------জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন
১৯	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	---------- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন
২০	জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	১. হ্যাঁ ২.না
২১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	---------- টি
২২	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	
২৩	Notification of Award প্রদানের তারিখ	----------তারিখ
২৪	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	----------টাকা
২৫	চুক্তি মূল্য	----------টাকা
২৬	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	
২৭	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	
২৮	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
২৯	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
৩০	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
৩১	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	
৩২	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ;	
৩৩	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা ?	১. হ্যাঁ ২.না
৩৪	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না?	১. হ্যাঁ ২.না
৩৫	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ	----------
৩৬	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	১. হ্যাঁ ২.না
৩৭	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি	
৩৮	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট আছে কিনা?	হ্যাঁ না
৩৯	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি আছে এবং কতটি নিস্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা----------টি নিষ্পত্তির সংখ্যা----------টি
৪০	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে তার কারণ?	---------- ----------

প্রণয়নে



এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস

বাসা # ৬১, রোড # ৬, ব্লক-এ, সেকশন # ১২,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬